বাংলাপিডিএফ.নেট

কিশোর ওয়েস্টার্ন

পশ্চিম যাত্রা

আদনান শরীফ

সবা প্রকাশনা
শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন-৭৯

পশ্চিম যাত্রা

কিশোরদের জন্যে ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

আদনান শরীফ

উনিশ বছর বয়সের এক গ্রাম্য তরুণ মাইক লরেন্স।
সৎ পিতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে
নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে।
লক্ষ্য—অজানা পশ্চিম।
সম্বল—দাদুর স্মৃতি-বিজড়িত একটি রাইফেল,
আর দাদীমার দেয়া কিছু ডলার।
এগিয়ে চলেছে সে। মরণ-হুমকি হয়ে আসছে উত্তাল নদী,
দুর্গম পাহাড়-পর্বত, দুর্ভেদ্য অরণ্য, এবড়োখেবড়ো উপত্যকা,
দুঃসহ শীত আর হিংস্র রেড ইণ্ডিয়ান। বুকে দৃঢ় সংকল্প,
বুনো পশ্চিম হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে—
কোনও বাধাই মানলো না মাইক।

বাইশ টাকা

সেবা
প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শুভম

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন : আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র-১ ,২ আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো-পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট।

খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল : ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান-১, ২ নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা-১ ,২ পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ-১, ২ স্বপ্ননগরী।

শওকত হোসেন : প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রু শিবির, ত্রাহি।

আলীমুজ্জামান : মরুসৈনিক।

রকিব হাসান : তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান : শিকারী।

জাহিদ হাসান : স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান : দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ : সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান : বাজি।

SUVOM

ওয়েস্টার্ন—৭৯

পশ্চিম যাত্রা

কিশোরদের জন্য ওয়েস্টার্ন রহস্যোপন্যাস

আদনান শরীফ

ওয়েস্টার্ন

পশ্চিম যাত্রা

আদনান শরীফ

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

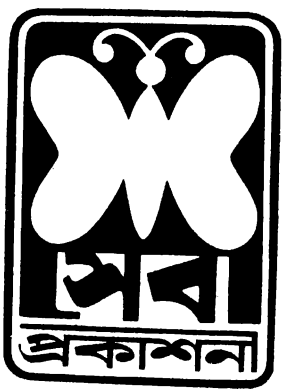

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৯১
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আসাদুজ্জামান
রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
মুদ্রণে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন· ৪০৫৩৩২
জি.পি ও বক্স নং ৮৫০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
PASHCHIM JATRA
By· Adnan Sharif

পশ্চিম যাত্রা

আদনান শরীফ

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই

লেখক।

এক

রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে আছে মাইক লরেন্স। সবাই তাকে মাইক বলেই ডাকে। ভীষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছে ওকে। এখন সময়টা বসন্তকাল। তুষারপাত আর বরফ জমার দিনগুলো শেষ হয়ে ফিরে এসেছে ঝরঝরে আলোকোজ্জ্বল দিন। গাছে গাছে নতুন কুঁড়ি গজাচ্ছে, রং বেরংয়ের পাখিরা ডানা মেলে উড়ছে আকাশে, কলরব করছে অথচ এসব কিছুই সুখী করতে পারছে না মাইককে। কি যেন এক কষ্ট, এক বিষণ্নতা ঘিরে আছে ওকে। নিজের দুঃখ কষ্টময় অতীত আর বর্তমানের কথা ভাবছে সে, ভাবছে ভবিষ্যতের কথাও। কেমন হবে ভবিষ্যতের দিনগুলো, কি করে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে এসব ভাবনা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। তার বয়স এখন মাত্র উনিশ, এই বয়সের একজন তরুণের জীবন হবার কথা উজ্জ্বল, উচ্ছ্বল। অথচ তার জীবনটা অন্য রকম।

ভাবনার গভীরে এতোই তলিয়ে গিয়েছিল মাইক, কখন যে একজন অশ্বারোহী রাস্তার ওপারের বিলের কাদাপানি ডিঙ্গিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে খেয়ালই করেনি।

দেখতে দেখতে ডাঙায় উঠে এলো অশ্বারোহী, ছুটতে লাগলো রাস্তা ধরে। মাইককে প্রায় অতিক্রম করে এসেছে ঘোড়াটি, এমন সময় ওটার পেছনের পা থেকে একদলা কাদা ছুটে এসে পড়লো মাইকের পায়ের ওপর। চমকে উঠে একবার নিজের পায়ের দিকে আরেকবার অশ্বারোহীর দিকে তাকালো সে। বুঝতে পারলো ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয়, তবু রেগে উঠলো। 'এই যে, কি করেছো তুমি? নোংরা, ইতর কোথাকার!' পেছন থেকে অশ্বারোহীর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললো মাইক।

কথাগুলো কানে গেল অশ্বারোহীর, লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো সে। বাঁক নিয়ে পেছন দিকে ঘুরলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো মাইকের পাশে। 'তুমি কি বললে তখন?' নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

মাইক প্রশ্নটার জবাব দিলো না, মুখ তুলে রাইডারকে দেখলো, অবাক হলো সে, প্রায় তারই সমবয়েসী একটা ছেলে। অভিজাত চেহারা ওর, পরনে দামী পোশাক। ঘোড়াটিও দেখতে বেশ সুন্দর, নাদুস-নুদুস। ছেলেটার সাথে মনে মনে নিজেকে তুলনা করলো সে। এরকম পোশাকআশাক, এরকম ঘোড়া জীবনে ছুঁয়ে দেখার সুযোগও হয়নি তার। এরকম রাজকীয়ভাবে ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাবতেও পারে না সে।

ভেবে হতাশ হলো মাইক। ছেলেটির প্রতি হিংসা জন্মালো তার। সেই হিংসাবোধ ওর মেজাজকে আরো চড়িয়ে দিলো, মারমুখী হয়ে উঠলো সে। আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো চিৎকার করে।

'আরে, নির্বোধ,' রাইডার ছেলেটা জবাবে বললো, 'আমি কি করে জানবো চুপচাপ এভাবে পাথরের ওপর বসে আছো তুমি?'

মাইক বুঝলো, সত্যি কথাই বলছে ছেলেটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও নিজেকে সামলাতে পারলো না। আরেকটা বিশ্রী গাল দিয়ে বসলো ছেলেটার উদ্দেশে।

ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে আসতে লাগলো শহুরে ছেলেটি। খিস্তি শুনে মুখ, কান লাল হয়ে গেছে। ছেলেটা কাছে এসে দাঁড়ানো মাত্র ধাঁই করে মাইকের একটা ঘুসি এসে লাগলো তার চোয়ালে। সে-ও সামলে নিয়ে পাল্টা ঘুসি ঝাড়লো। শুরু হয়ে গেল লড়াই। প্রাণপণে লড়তে লাগলো দুজনে। কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। গায়ের জোরের দিক থেকে মাইক শক্তিশালী, কিন্তু ক্ষিপ্রতায় শহুরে ছেলেটি এগিয়ে। সমানে সমানে লড়লো ওরা বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একজন আরেকজনকে ল্যাং মেরে ফেলতে গিয়ে দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। একজনের গায়ের ওপর আরেকজন গড়াতে লাগলো। গড়াতে গড়াতে রাস্তা থেকে ছিটকে নিচের কাদাভরা পানিতে পড়ে গেল দুজন। কিন্তু ভীষণ শীতল পানি গায়ে লাগতেই ছেড়ে দিলো ওরা পরস্পরকে, পানিতে কাদায় একাকার হয়ে উঠে

দাঁড়ালো। লড়াইটা চালিয়ে যেতে চাইলো মাইক, কিন্তু হেসে ফেললো শহুরে ছেলেটি।

'আমার মনে হয় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অযথাই লড়াই করছি আমরা। সত্যি বলছি, সে সময় আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।'

'আমি তখনকার কথাটা প্রত্যাহার করছি, ভুল হয়ে গেছে আমার,' মাথা নিচু করে বললো মাইক, অনুতপ্ত মনে হলো তাকে

'আমিও আমার নির্বোধ উক্তিটা ফিরিয়ে নিচ্ছি,' বললো শহুরে বালক, 'আমার নাম জ্যাক ওয়েবার। তোমার?'

'মাইক লরেন্স। ঐ যে উচুঁতে ফার্মহাউসটা দেখছো,' আঙুল উঁচিয়ে বললো অ্যাণ্ডি, 'ওখানে থাকি।'

'সেই তখন থেকেই দেখছি রেগে টং হয়ে আছো তুমি। ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার আমার নিয়তি। সৎ বাবার সংসারে থাকি। লোকটা আমাকে মোটেই পছন্দ করে না। সারাটা দিন ক্ষেত-খামারের কাজে গাধার খাটুনি খাটায়। একটু অন্যথা হলেই মারধোর করে। এই দয়ামায়াহীন সংসারে থেকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জমে গেছে আমার। কিছুই ভালো লাগে না।'

'আমারও একই অবস্থা। ফিলাডেলফিয়ায় থাকতে আর মোটেও ভালো লাগছে না আমার।'

'তুমি বুঝি ফিলাডেলফিয়ায় থাকো?'

'হ্যাঁ, আমার বাবা ওখানের জাঁদরেল ব্যবসায়ী, কয়েক

পুরুষের ব্যবসা আমাদের। আমি বাবা মা'র একমাত্র ছেলে। বাবা চায় আমি এই বয়সেই ব্যবসায় মন দেই, পাকাপোক্তভাবে লেগে পড়ি। কিন্তু আমার এ সব ভালো লাগে না, মাথায় ঢোকে না। তুমিই বলো, এই বয়সে এসব কারো ভালো লাগে? এ বয়সে ইচ্ছে করে হাওয়ায় উড়তে, জানা অজানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে, অ্যাডভেঞ্চারে মেতে থাকতে।'

'আমারও তোমার মতো একই ইচ্ছে করে, বললো মাইক। 'কিন্তু ইচ্ছে করলেও উপায় নেই। আমি তোমার মতো ধনী নই। ঘোড়া নেই আমার। তাছাড়া' বলতে গিয়েও থেমে গেল ও। গলার স্বর বুজে এলো।

'তাছাড়া? থামলে কেন?'

'ঘরে আমার মা নেই। মারা গেছে দুবছর আগে। বাবা মারা গেছে আরো আগে। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আমাদেরই এক কর্মচারীকে বিয়ে করে। ওই লোকটা সেই থেকে আমাদের বাড়িতে উঠে এসে আমাদের সহায়-সম্পত্তি সব গ্রাস করেছে। লোকটা ভীষণ বদমেজাজী।'

'তোমার আপন বলতে আর কেউ নেই?' জিজ্ঞেস করলো জ্যাক।

'আছে, দাদীমা, উনিই এখন পৃথিবীতে আমার একমাত্র আপনজন। বলতে পারো ওঁর স্নেহ ভালবাসাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা কামরা নিয়ে বাড়ির এক প্রান্তে পড়ে থাকেন বলে লোকটা দাদীমাকে ঘাঁটায় না। তাছাড়া দাদু মারা যাবার সময় ওঁর জন্যে কিছু টাকাপয়সা রেখে যান। সেই দিয়েই

দাদীমা চলেন। তাঁকে কিছু না বলার এটাও একটা কারণ। লোকটা জানে দাদীমা আর বেশি দিন বাঁচবেন না—তখন সবই তার হবে।'

দীর্ঘশ্বাস পড়লো মাইকের বুক চিরে। জ্যাক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

'আমি আর থাকতে পারছি না জ্যাক,' মাইক বললো, 'আমাকে মাঠে গরু চরাতে যেতে হবে। লোকটা শিগ্‌গির ফিরে আসবে।'

'আমি কি আবার আসবো?' জ্যাক অনুমতি চাওয়ার মতো করে বললো।

'তোমাকে আবার দেখতে পেলে আমি অবশ্যই আনন্দিত হবো, জ্যাক। তবে এসে আমাকে না-ও পেতে পারো। কোনো কারণে লোকটা যদি শহরের দিকে না যায় তাহলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হয় আমাকে।'

'তবু আমি আসবো,' জ্যাক বললো, 'আর তুমিও কথা দাও, আমাকে দেখতে আসবে শহরে।'

'যেতে পারলে সত্যিই খুশি হবো। কিন্তু এখন কথা দিতে পারছি না।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল জ্যাক। তারপর থেকে দিন একে একে কেটে যেতে লাগলো। দিন পেরিয়ে মাস এলো। দেখতে দেখতে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। অপেক্ষা করে মাইক, কিন্তু জ্যাক আর আসে না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে মাইক ভুলে গেল সবকিছু। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন সে দেখলো, ঘোড়া

ছুটিয়ে পাখির মতো যেন উড়ে আসছে জ্যাক। বীজ বোনার কাজ বন্ধ রেখে এগিয়ে গেল সে। জ্যাক এসে থামলো তার পাশে, উত্তেজনায় রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

'আমি জিতে গেছি!' চিৎকার করে বললো ও। কিন্তু মাইককে নির্বিকার দেখে আবার বললো, 'তুমি বুঝতে পারছো না আমি কি বলতে চাইছি? ঠিক আছে, খুলে বলছি। আমার বাবা মা'র সাথে গতকাল আমার রীতিমত বড় ধরনের একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। তাতে জিতেছি আমি। আমাদের এক পরিচিত লোক পশ্চিম থেকে ব্যবসার কাজে বাবার কাছে এসেছিল। আমি গোঁ ধরলাম, আমি তার সাথে যাবো। স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, ব্যবসা বাণিজ্য এসব আমাকে দিয়ে হবে না। আমার জেদ দেখে ওরা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন। ঠিক হয়েছে, লোকটা আমাকে এক বছর তার সাথে রাখবে। তারপর নিজের দায় দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নেবো। সম্ভবত খুব শিগ্‌গির রওনা হবো আমরা। কিন্তু তোমাকে না দেখে যাই কি ভাবে? তাই এলাম। আমি চাই তুমিও আমার সাথে চলো। চিন্তার কিছু নেই, আমিই সব ব্যবস্থা করতে পারবো। চলো।'

'তোমার সাথে যেতে পারার মতো আনন্দ আর কি আছে? কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই।'

'ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই দেবো।'

'তা ও আমার পক্ষে এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বুড়ো দাদীমাকে ফেলে আমি যাই কি করে, তুমিই বলো? আমি ছাড়া ওঁর আপন আর কে আছে?' বলতে বলতে ফার্মহাউসের দিকে

তাকালো মাইক। ফার্মহাউসের বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসে আছেন দাদীমা। আঙুল ইশারায় জ্যাককে দেখালো সে, 'ঐ যে দেখো, দাদীমা।'

জ্যাক ওদিকে দৃষ্টি ফেরাতে যাবে, ঠিক তখনি একেবারে কাছে, পেছন থেকে একটি ভারি পুরুষালি কণ্ঠ শোনা গেল।

'কে তুমি?' জ্যাককে প্রশ্ন করলো ভারি কণ্ঠ।

ওরা দুজন একযোগে ঘুরলো। ক্রুদ্ধ চেহারার মধ্যবয়েসী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে। জ্যাক বুঝলো, লোকটা মাইকের সৎ পিতা।

'আমার ক্ষেতে কি করছো তুমি?' টম হেগেন জ্যাককে লক্ষ্য করে বললো, 'তোমার মাথায় কি সাধারণ বুদ্ধিও নেই? আমার কাঁচা শস্য ক্ষেত মাড়িয়েছ তুমি ঘোড়া চালিয়ে। ক্ষেতটা নষ্ট করেছো।'

'আমি দুঃখিত স্যার,' কাঁচুমাঁচু হয়ে বললো জ্যাক, 'আমি বুঝতে পারিনি।'

'তার ওপর আমার ছেলের সঙ্গে ফালতু আলাপ জুড়ে দিয়ে ওর সময় নষ্ট করছো। তুমি কি মনে করো সবাই তোমার মতো বেকার? তাদের সময়ের কোনো দাম নেই?'

'আমি আপনাকে বললাম তো, আমি দুঃখিত। আপনি যদি চান, ক্ষেতটা আবার ঠিক করে দিচ্ছি। আসলে আমি এসেছিলাম পশ্চিমে যাবার আগে মাইকের কাছ থেকে বিদায় নিতে।'

'হুঁ. বুঝলাম,' হেগেন রাগী কণ্ঠে বললো, 'এবার মানে

মানে কেটে পড়ো। তোমার চেহারাও যেন আর কখনো এদিকে না দেখি।'

স্যাডলে উঠে রাস্তার দিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরালো জ্যাক। 'আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার,' হেগেনের উদ্দেশে বললো সে, তারপর বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া ছোটালো। দেখতে দেখতে ক্ষেত, বেড়া আর দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জ্যাক।

জ্যাকের গমনপথের দিক থেকে হেগেন দৃষ্টি ফেরালো মাইকের পানে। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার কাজে মন দে, হারামজাদা,' ধমকে উঠলো হেগেন। মাইক তবু তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

'আমার কথা কানে যায় না, না?' গর্জে উঠলো হেগেন, হাতের লাঠিটা সাঁই করে নামিয়ে আনলো মাইকের পিঠে। প্রস্তুত ছিলো মাইক, আঘাত লাগার আগেই দ্রুত সরে গেল। পরক্ষণে ঘুরে মুখোমুখি হলো আবার। 'ঠিক আছে হারামজাদা,' কি ভেবে দাঁত কটমট করে বললো হেগেন, 'এই শাস্তিটা তোর পাওনা রইলো। সময়মতো মিটিয়ে দেবো।'

মাইক আর দাঁড়ালো না। দৌড়ে ফার্মহাউসে এসে লিভিং রুমে ঢুকলো। দেয়ালে টাঙানো দাদুর কেনটাকী রাইফেলটা তুলে নিলো হাতে। একটা আলমারি খুলে গুলি বের করলো। ঝটপট গুলি ভরলো রাইফেলে, তারপর বেরিয়ে এলো বারান্দায়। বারান্দার এক পাশে নিজের রকারে বসে ছিলেন দাদীমা। সেদিকে তাকালো না মাইক। হনহন করে চলে এলো ক্ষেতের এক প্রান্তে। হাতের তালুতে ভর রেখে উবু হয়ে শুয়ে

পড়লো। তারপর লোহার বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে টম হেগেনকে নিশানা করে ট্রিগার টিপলো। কিন্তু ফায়ার হলো না।

টম হেগেন ক্ষেতের মাঝখানে আপন মনে কাজ করতে করতে হঠাৎ ঘাড় ফেরালো এদিকে, বেড়ার ফোকর দিয়ে রাইফেল হাতে মাইককে দেখতে পেলো। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল তার। তার দিকেই তাক করা অস্ত্রটা। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না সে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে রাইফেলসহ মাইককে ফিরে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো হেগেন, আবার মন দিলো কাজে।

ফিরে এসে মাইক ফার্মহাউসের বারান্দায় উঠতেই দাদীমা ডাকলেন তাকে।

'মাইক, এদিকে এসো।'

কম্পিত বুকে মাইক বাধ্য ছেলের মতো দাদীমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কি ব্যাপার? আমি কোনো গুলির শব্দ শুনলাম না?'

'বন্দুক থেকে গুলি বেরোয়নি।' কাঁপা গলায় বললো মাইক।

'তা কি করে হয়! তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল করে বসোনি তো?' বলে বৃদ্ধা নাতির হাত থেকে রাইফেলটা নিলেন। বগলের নিচে বাঁট ঠেকিয়ে নলের মুখ আকাশমুখী করে ট্রিগার টিপলেন। সাথে সাথে বিকট শব্দে গর্জে উঠলো রাইফেলটা। বৃদ্ধা অস্ত্রটা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে নাতির

মুখের দিকে তাকালেন।

'আসলে সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে,' বললেন তিনি, 'হেগেনকে তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

গুলির শব্দ শুনে কাজ বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফার্মহাউসের দিকে তাকালো হেগেন। মনে মনে রেগে উঠলো। 'গুলির শব্দ! এসব হচ্ছেটা কি? বুড়ি আর ছোকরাটা মিলে তামাশা শুরু করে দিলো নাকি!' ভাবলো সে।

মাইক অবাক দৃষ্টিতে দাদীমাকে দেখছিল।

'তাহলে তুমি জানতে আমি ঐ লোকটাকে খুন করতে চেয়েছি। তবু বাধা দাওনি!'

'কেন দেবো যদি সে রকম কিছু করার সময় এসে থাকে?'

'কি বলছো এসব! তুমি জানো না, ওকে খুন করলে আইন আমাকে খুঁজবে?'

'থামো,' ধমকের সুরে বললেন বৃদ্ধা। তারপর নিজেও এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। আবার বলতে শুরু করলেন, 'তোমার বাবা আর দাদার কীর্তি কাহিনী তুমি জানো। তারা সবাই ছিলো নির্ভীক, স্বাধীনচেতা। তাদের পথ অনুসরণ করে তোমাকেও চলতে হবে। চাষাবাদের কাজে তোমার জীবন সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তোমার জীবন হবে গতিময়, রোমাঞ্চকর। আমি এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কিছু ঘটবে এই আশায়। কিন্তু কিছুই ঘটলো না, গুলি বেরুলো না তোমার হাত দিয়ে। সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝে কার সাধ্য!'

একটু চুপ থেকে খেই ধরলেন বৃদ্ধা, 'মাইক, আমার মনে হয় তোমার সময় এসে গেছে। তুমি বেরিয়ে পড়ো, চলে যাও পশ্চিমে।'

'কিন্তু ঐ লোক?' মাইক পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'সে কি আমাকে যেতে দেবে?'

'যে ভাবেই হোক তোমাকে পশ্চিমে যেতেই হবে। তবে সেজন্য প্রথমে তোমার টাকা পয়সার দরকার। সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। তোমার দাদার বেশ কিছু টাকাকড়ি আমার কাছে জমা আছে। বলতে পারো, তোমার জন্যেই জমিয়ে রেখেছি। এবং এটাও,' বলে রাইফেলটা নাতির হাতে তুলে দিলেন বৃদ্ধা, 'এটা তোমার দাদুর, সেই সূত্রে আমারও। আর আমার জিনিস বোধহয় আমি তোমাকে দিতে পারি, নাকি?'

'কিন্তু, দাদীমা, তুমি? তোমার কি হবে? আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকবো?'

'আগেতো তুমি যাও। গিয়ে আমাদের দুজনের জন্য ভালো দেখে কোনো জায়গার ব্যবস্থা করো। সময় এলে আমি তোমার সাথে যোগ দেবো।'

'কিন্তু ঐ লোকটা কিভাবে নেবে আমার পালানোটা?'

'ওর কথা ভেবো না তুমি। ওকে আমি সামাল দেবো। জিজ্ঞেস করলে বলবো, তুমি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছো। আমার মনে হয় কাল সকালের আগে ও বুঝতে পারবে না তুমি আসলে পালিয়েছো। আর ততোক্ষণে তুমি অনেক দূর চলে যেতে পারবে আশা করি। তবে যতোক্ষণ না

তার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছো ততক্ষণ খুব সাবধানে থাকবে। সাধারণ লোকজনের মতো সোজা রাস্তা ধরে যেও না।'

'আমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে যাবো,' মাইক বললো।

'আমার মনে হয় না হেগেন তোমাকে না পেয়ে কিছু একটা করে বসবে। বড়জোর পুলিসকে জানাতে পারে তোমার নিখোঁজ সংবাদটা।' বৃদ্ধা থামলেন, পরম মমতায় নাতির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। 'যতো দ্রুত সম্ভব ওর চোখের আড়াল হয়ে যাও।'

কথা বলতে বলতে উঠে ভেতরে গেলেন দাদীমা। প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন। রাত এবং সকালের আহারের জন্য খাবার জড়ো করলেন, তারপর একটা পোঁটলায় সবকিছু ভরে নিয়ে ফিরে এলেন বারান্দায়।

'আমার মনে হয় তুমি মিসৌরী চলে গেলে সবচেয়ে ভালো করবে। জায়গাটা ভালো। সেখানে তুমি শান্তিতে শ্বাস নিতে পারবে। যদি পারো, একটা খামার গড়ে তুলতে চেষ্টা করো।'

পোঁটলাটা মাইকের হাতে তুলে দিয়ে বৃদ্ধা নিজের কামরায় ঢুকলেন। আবার বেরিয়ে এলেন মোটা চামড়ার একটা থলে হাতে নিয়ে।

'এখানে বেশ কিছু টাকাকড়ি আছে,' থলেটা মাইকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'হেগেন ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরে আসার আগেই বেরিয়ে পড়ো।'

বিয়োগব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল মাইকের মন। বৃদ্ধাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে, 'দাদীমা।'

'আমার জন্য চিন্তা করো না, বাছা,' বৃদ্ধা বললেন, 'নিজেকে চালিয়ে নিতে পারবো আমি। তোমার একটা গতি হলেই আমি সবচেয়ে সুখী হবো।' নিজের গাল বাড়িয়ে ধরলেন তিনি, 'এবার আমাকে একটু চুমু দাও।'

ভক্তি আর শ্রদ্ধাভরে দাদীমার কপালে চুমু খেলো মাইক।

'হয়েছে, আর দেরি নয়। এবার যাও, তাড়া দিলেন দাদীমা।

নিচু হয়ে রাইফেল এবং পোঁটলাটা কাঁধে তুলে নিলো মাইক। শেষবারের মতো দাদীমাকে দেখলো সে। তার চোখে চিক চিক করছে অশ্রু। দাদীমার চোখেও।

ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো মাইক। আর একটিবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

নিজের রকারে এসে বসলেন বৃদ্ধা। আজ তাঁর মন বিয়োগব্যথায় যতো না কাতর, তারচেয়েও বেশি আনন্দে উদ্বেল। নাতিকে মুক্ত, রোমাঞ্চকর পথের সন্ধান দিতে পেরেছেন তিনি। প্রাণভরে শ্বাস নিলেন বৃদ্ধা অনেকদিন পরে।

আর ঠিক তখনি কাছেই শোনা গেল হেগেনের পদশব্দ।

দুই

কখনো রাস্তা ধরে, কখনো বনজঙ্গলের মাঝ দিয়ে পশ্চিম অভিমুখে এক নাগাড়ে এগিয়ে চললো মাইক। তার কাঁধে ঝুলছে সেই কেনটাকী রাইফেল, কোমরের এক পাশে বাঁধা দাদীমার দেয়া টাকার থলে আর বারুদ। অন্যপাশে কুঠার এবং ছুরি।

এগিয়ে চলেছে মাইক। পথে রাত নামলে আশ্রয় নিচ্ছে স্থানীয় কৃষকদের ফার্মহাউসে। সেখানে কৃষক বউদের সাথে ভাব জমিয়ে রাতের খাওয়া জুটিয়ে নিচ্ছে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার যাত্রা শুরু করছে। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কৃষকদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের ফার্ম ওয়াগনগুলোতে চড়ে আরামে কিছুটা পথ পাড়ি দিচ্ছে।

যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের সময়ে নাইফ থ্রোয়িং প্র্যাকটিস করলো সে, শুটিং প্র্যাকটিস করলো। প্রতিদিন লাঞ্চের পরে নিয়মিতভাবে চালিয়ে গেল প্র্যাকটিস্।

সেদিনও লাঞ্চ সেরে শুটিং প্র্যাকটিস করলো সে। অনুশীলন শেষে রাইফেলটা যত্ন করে মুছে পরিষ্কার করলো। তারপর

আবার শুরু করলো যাত্রা। কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে হাঁটার পর হঠাৎ তার কানে এলো একটা হাসির শব্দ।

মাইকের মনে হলো ঠিক তার পেছনে কেউ একজন যেন হাসছে। চকিতে পেছনে ফিরলো সে। দেখলো, একজন লোক দাঁড়িয়ে।

লোকটা দীর্ঘকায়, হালকা পাতলা গড়ন। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা কঠিন। খসখসে বাদামি মুখ, গভীর নীল চোখ দুটোয় যেন খেলা করছে কৌতুক। মাথার দীর্ঘ চুলগুলো নীল একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা। সাধারণ সুতি শার্ট পরনে তার। কোমরে বাকস্কিনের বেল্ট। সেই বেল্ট থেকে ঝুলছে কয়েকটা ছোটখাট থলে। আর একটা বেল্ট ডান নিতম্বের কাছ থেকে শুরু হয়ে বাঁ কাঁধ আড়াআড়ি পার হয়ে বাঁ কোমরের সাথে বাঁধা। সেই বেল্টের সাথে ঝুলছে বারুদ আর কার্তুজ ভর্তি ছোটো থলি। প্যান্টের বদলে সে পরেছে চামড়ার পোশাক, পায়ে মোকাসিন। তার সাথে রয়েছে একটা রাইফেল, আকৃতিতে মাইকের কেনটাকীটার চেয়ে ছোটো কিন্তু ভারি।

মাইক অবাক বিস্ময়ে লোকটাকে দেখতে লাগলো। লোকটা তা বুঝতে পেরে হাসলো।

'আমার নাম মার্ক হেইম,' বললো সে, 'যতোই সামনে এগুবে আমার মতো আরো অনেক পাহাড়ি লোককে দেখতে পাবে তুমি।' বলে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়লো সে। বেল্টের ভেতর থেকে পাথরের তৈরি একটা পাইপ বের করে তাতে চুরুট ঢোকালো। অগ্নি সংযোগ করে কষে

একটা টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো।

'এই যে, বাছা, এদিকে এসো, বসো।' বললো লোকটা।

মাইক তার পাশে এসে বসলো। মাইকের ছুরিটা নিয়ে পরীক্ষা করে লোকটা বললো, 'চমৎকার জিনিস। কিভাবে নিখুঁত আর নির্ভুলভাবে ছুঁড়তে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো।'

এরপর মাইকের রাইফেলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো সে। 'এটাও বেশ,' বললো, 'তবে মোষের জন্য বেশি হালকা। মোষ মারতে হলে আরো ভারি অস্ত্র চাই।' হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেল রাইফেলের কুঁদোর গায়ে খোদাই করা একটা লেখার দিকে। লেখাটা পড়ে চোখ তুলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো সে মাইকের দিকে।

'কে তুমি? এখানে করছোটা কি?' এতোক্ষণে মাইক প্রশ্ন করলো।

প্রশ্ন শুনে মুহূর্তে কালো হয়ে গেল মার্ক হেইমের মুখ। পরক্ষণে হেসে উঠলো সে, 'তুমি একজন আদরকাড়া বালক। তবে তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, বাছা। মনে রেখো, যখন কোনো পাহাড়ি এলাকায় আসবে, কখনো কাউকে তার নাম জিজ্ঞেস করবে না। কিংবা তার পেশা সম্পর্কেও কিছু জানতে চাইবে না।'

'আমি দুঃখিত,' মাইক বললো, 'আমি জানতাম না।'

'আমি ওয়াশিংটন থেকে এসেছি,' লোকটি বললো।

'ওয়াশিংটন কেন গিয়েছিলে?'

'প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে।'

'কি ব্যাপারে?'

'ফার। আমি ফারের ব্যবসা করি।'

'প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করে কাজ হয়েছে তোমার?'

এ কথার উত্তর দিলো না মার্ক হেইম। পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'কর্নেল বুনের রাইফেল তোমার কাছে কিভাবে এলো?'

'এটা আমার দাদার। কর্নেল নিজে তাঁকে এটা দিয়েছিলেন।'

'তোমার নাম?'

'মাইক লরেন্স। সবাই মাইক বলে ডাকে।'

'ওয়া!' আদিবাসীদের ভঙিতে হর্ষোধ্বনি করে উঠলো হেইম, 'তাহলে তুমি গেইল লরেন্সের নাতি!'

অবাক হলো মাইক, 'তুমি আমার দাদুর নাম জানো?'

'হ্যাঁ, তাঁর অনেক গল্প শুনেছি। কর্নেল তাঁকে খুব পছন্দ করতেন।'

'তুমি তাহলে কর্নেলকেও চিনতে?'

'তাঁর সাথে প্ল্যাত্-এ একবার দেখা হয়েছিলো আমার।' হেইম আবার মাইককে দেখতে লাগলো। 'তুমি তাহলে গেইল লরেন্সের নাতি, আচ্ছা! কর্নেলের কাছে শুনেছি তোমাদের পরিবারটা বেশ অভিজাত। তা এখানেই ধারেকাছে কোথাও থাকো নাকি?'

'না। বেড়াতে বেরিয়েছি। পশ্চিমে যাচ্ছি।'

'ওয়া,' আবার সেই অদ্ভুত ঢংয়ে চেঁচিয়ে উঠলো হেইম।

ভালোই হলো, দুজন একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

মার্ক হেইমের সাথে জুটি বাঁধলো মাইক। এক···দুই···তিন, এভাবে গড়িয়ে চললো দিন। মাইক দেখলো এই পাহাড়ি লোকটার মাঝে কোনো ধরনের ক্লান্তি নেই। একটানা এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। ওর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে মাইকের। ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। তাছাড়া লোকটা ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির। তেমন কথা বলেনি এ কদিনে। মাঝে মাঝে তার বিরক্তি ধরে গেল হেইমের ওপর।

সপ্তাহখানেক পর এক সন্ধ্যায় অবশেষে মুখ খুললো হেইম। তাঁবু খাটালো দুজনে মিলে। ক্যাম্পফায়ার জ্বাললো। সান্ধ্যভোজন সারলো। বসলো দুজন মুখোমুখি। প্রথমে হেইমই বলতে শুরু করলো। মাইকের কাছে তার ঘরের কথা জানতে চাইলো। মাইকও কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। মনের ভিতরের এতোদিনের জমাট কথাগুলোয় দম আটকে আসছিল তার এবার ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এলো সে। তার জন্ম, মায়ের মৃত্যু, সৎ পিতার অত্যাচার, দাদীমার স্নেহ-ভালোবাসা, রোমাঞ্চকর এবং উন্নত জীবনের সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে আসা—সব একে একে জানালো। বললো মিসৌরিতে পৌঁছে একটা ফার্মহাউস কিনে চাষাবাদ করতে চায় সে, পাকাপোক্তভাবে জেঁকে বসতে চায়।

শুনে হাসলো হেইম। 'ওসব ফার্মহাউসের চিন্তা ভাবনা মাথা থেকে বাদ দাও। ওগুলো কৃষকদের কাজ। লরেন্স পরিবারের ছেলের সাজে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হেইম মাইককে পশ্চিম সম্পর্কে জ্ঞানদান শুরু করলো। 'যদি দেখো মোষের ছোটো ছোটো পাল দ্রুত-বেগে ছুটে আসছে, জানবে তাদের নিশ্চয়ই রেড ইণ্ডিয়ানরা তাড়া করছে কাছে কোথাও থেকে। যদি আকাশচুম্বী পর্বতগুলোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো পথ তোমাকে খুঁজতে হয়, বিশাল কালো পাথরগুলোর কথা মনে রাখবে। এসব পাথরে কখনো তুষার জমে না। ইণ্ডিয়ানদের এলাকায় আগুন জ্বালানোর জন্যে অ্যাসপেন গাছই সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ, এর কাঠে ধোঁয়া ওঠে না বা গন্ধ ছড়ায় না'

হেইম এভাবে সুযোগ পেলেই আরো অনেক কিছু শেখালো মাইককে। বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে সময় করে নিয়ে কি করে নিখুঁতভাবে গুলি ছুড়তে হয়, নির্ভুল নিশানায় ছুরি ছোড়ার কায়দা সবই শিখিয়ে দিলো।

এক সময় পিটস্‌বার্গে পৌঁছালো ওরা। পিটস্‌বার্গকে বলা হয় পশ্চিমের প্রবেশদ্বার। সেখানে পৌঁছেই ওরা জাহাজ ঘাটায় গিয়ে হাজির হলো। জানতে পারলো, দুদিনের মধ্যেই একটা স্টিমার সেন্ট লুই-এর উদ্দেশে যাত্রা করবে। ওর' দেখলো, জাহাজটা নদীর বুকে স্থির হয়ে ভেসে আছে। কুলিরা ছুটোছুটি করছে। জাহাজের ওপরের ডেকে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে তাকালো ওরা। ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন রেলিংয়ে ভর দিয়ে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট।

হেইম ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল একজন টিকেট ক্লার্কের দিকে। 'সেন্ট লুই-এর ভাড়া কতো?' জিজ্ঞেস করলো।

আপনমনে প্যাসেঞ্জার লিস্টের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল কেরানী, হেইমের প্রশ্ন শুনে চোখ না তুলেই চেঁচিয়ে ডাকলো, 'সানবোর্ন'! ডাক শুনে ছোটখাট দেহের এক লোক এসে হাজির হলো। তার হাতেও একটা তালিকা। 'সেন্ট লুই-এর ভাড়া কতো?' হেইম জানতে চাইলো ওর কাছে।

ছোটখাট দেহের লোকটা হেইমকে এক নজর দেখলো আপাদমস্তক।

'ডেকের যাত্রীদের জন্য একশো ডলার,' বললো।

'এটাই কি সবচেয়ে কম?'

হেইমের প্রশ্নে ছোটখাট লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো। 'যদি তুমি বিভিন্ন ঘাটে কুলিদের সাথে মালপত্র নামানোর কাজে আমাদের সাহায্য করো, তোমার কাছ থেকে আমরা পঞ্চাশ ডলার নিতে পারি।'

'আমার নাম হেইম। আমি ওয়াশিংটন থেকে...'

'তুমি কে তা জানার দরকার নেই আমার,' ওর কথা কেড়ে নিয়ে বললো লোকটা, 'একটা টিকেট দরকার তোমার, নাকি?'

এক মুহূর্ত ভেবে হেইম জিজ্ঞেস করলো, 'একশো আঠারো পাউণ্ডের একটা বোঝার জন্য তোমরা কতো ভাড়া নাও?'

'আঠারো ডলার,' লোকটা বললো।

'আমি বোঝা হিসেবে যেতে চাই। আমার ওজন একশো আঠারো পাউণ্ড।'

শুনে লোকটা কটমট করে তাকালো, 'অ, মজা করা হচ্ছে

আমার সাথে? জলদি এখান থেকে কেটে পড়ো, নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেবো।'

ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে ক্যাপ্টেনের শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল। 'মিঃ সানবোর্ন'।

'ইয়েস, স্যার,' অ্যাটেনশান হয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো সানবোর্ন।

'লোকটাকে তুলে নাও।'

'স্যার!' ক্যাপ্টেনের কথা বুঝতে পারলো না লোকটা।

'বলছি, লোকটাকে তুলে নাও। ওর সঙ্গী ছোকরাকেও। বোঝা হিসেবেই যখন যেতে চাইছে যাক্। ওদেরকে ডেকের নিচে ময়দার ব্যারেলগুলোর সাথে রেখে এসো।'

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হতেই আশেপাশের লোকজন বিদ্রুপের হাসিতে ফেটে পড়লো।

হেইমের মুখোমুখি হলো মাইক। 'তোমার কাছে টাকাকড়ি কিছুই নেই?'

'না, যা কিছু ছিলো খরচ হয়ে গেছে।'

মাইক নিজের পাউচ খুললো। দুজনের টিকেটের টাকা বের করে হেইমের হাতে দিলো। ডলারগুলো পেয়ে হেইম খুশিতে দুটো পাক খেলো। তারপর দু পাশের লোকজনদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ডেক পেরিয়ে তরতর করে অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ডলারগুলো একজন অফিসারের সামনে ছুড়ে দিয়ে বললো, 'সেন্ট লুই-এর দুটো টিকেট দাও আর তোমাদের বোঝা তোমরাই নামাও।'

ভ্রমণের পুরোটা সময় হেইম আর মাইক নিচের ডেকে কাটালো। রাত হলে কোনমতে জায়গা করে নিয়ে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে, আর খাওয়ার সময়ে যখন জাহাজে ঘন্টা বেজে ওঠে, খাবার নিতে লাইনে দাঁড়ায়। ওপরের ডেক অভিজাত লোকজনের জন্য রিজার্ভ করা। নিচের ডেকে ওদের সাথে যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে কাঠুরিয়া, জেলে, কৃষক, নৌকার মাঝি—এসব ছোটখাট পেশার লোকজন।

দেখতে দেখতে সবার সাথে ভাব জমিয়ে ফেললো হেইম। আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠলো।

অবশেষে স্টিমার একদিন সেন্ট লুই-এর ডকে ভিড়লো। জাহাজ থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়ে বুকভরে শ্বাস নিলো মাইক। এদিক ওদিক তাকালো। চোখেমুখে কৌতূহল। বিভিন্ন ধরনের লোকজনে গমগম করছে ডক। অদ্ভুত চেহারার কিছু লোক দেখতে পেলো মাইক। তাদের গায়ের রং তামাটে। বুকে পিঠে আর হাতে উল্কি। মাথার চুল লম্বা। পরনে জংলী পোশাক। ও বুঝলো, এরা রেড ইণ্ডিয়ান। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো তার শরীর। জীবনে এই প্রথম রেড ইণ্ডিয়ান দেখছে সে।

মাইকের ঘোর কাটলো যখন দেখলো হেইম এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, মৃদু মৃদু হাসছে। 'তোমার মতলব কি, ছোকরা? কি ঠিক করলে? কোনদিকে যাবে?' জিজ্ঞেস করলো।

'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, মার্ক,' মাইক বললো, 'দাদীমার কাছে ওয়াদা করে এসেছি, আমাদের দুজনের জন্য ভালো একটা জায়গা খুঁজে বের করবো, একটা ফার্মহাউস

কিনবো তারপর চাষাবাদে লেগে পড়বো। জীবনটাকে গোছাতে হবে না?'

'আমার মনে হয় তুমি ওসব বাদ দিয়ে আমার সাথে ব্যবসায় নেমে পড়লে ভালো করবে। তোমাকে তো বলেছিই, পশমের ব্যবসা করি আমি। ফাঁদ পেতে পশু ধরে ওগুলোর চামড়া ছাড়াই। তারপর বোঝা বোঝা চামড়া বিভিন্ন দেশে চালান করি। বেশ ভালো ব্যবসা। আমার আরো পার্টনার আছে এই ব্যবসায়। তুমিও এসে পড়ো। আমার মনে হয়, একজন ভালো পার্টনার হবে তুমি। দেখবে অচিরেই ভালো টাকা পয়সা হয়ে গেছে তোমার। তখন একটা কেন, এক ডজন ফার্মহাউস কিনতে পারবে। যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। তোমার দাদীমাও খুশি হবেন।'

'আমি পারছি না, মার্ক।' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ালো মাইক। 'ইচ্ছে থাকলেও তোমার প্রস্তাব মেনে নেয়া সম্ভব নয়। দাদীমার কাছে আমি ওয়াদা করেছি। এই যে টাকা দেখছো,' কোমরে ঝোলানো থলেটা নেড়ে বললো মাইক, 'এর সবই দাদীমার। কাজেই তিনি যা করতে বলেছেন তাই করতে হবে আমাকে। অন্য কোনো কিছুতেই জড়িয়ে টাকা পয়সা নষ্ট করতে পারবো না আমি! তাছাড়া আমার মনে হয় না আমি তোমার কোনো কাজে আসতে পারবো। ব্যবসা বাণিজ্য এসব আমার মাথায় ঢোকে না।'

'ভেবে দেখো। আমার মনে হয় আমার প্রস্তাব মেনে নিলে ভালো করতে। তুমি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না

অথবা ভয় করছো।'

'কোনটাই না,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো মাইক। 'তোমাকে অবিশ্বাস করছি না বা ভয়ও পাচ্ছি না,' হাত ধরে ফেললো সে হেইমের, 'তোমার প্রস্তাব মেনে নিতে পারলে আমি ভীষণ খুশি হতাম কিন্তু আমার উপায় নেই। আমি দুঃখিত, মাই ফ্রেণ্ড।'

'ঠিক আছে, আমি চললাম, হাল ছেড়ে দিয়ে বললো হেইম। 'যদি তোমার মত বদলায়, রকি মাউনটেন হাউসে আমার সাথে দেখা করো। ওখানে পাওয়া যাবে আমাকে।' বলেই আর দাঁড়ালো না হেইম। দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। পেছনে ফিরে তাকালো না আর। ওর ব্যবহারে মনে ভীষণ কষ্ট পেলো মাইক। যে লোকটার সাথে এতদূর এসেছে বিদায়কালে সে সামান্য সম্ভাষণ পর্যন্ত জানালো না! তার মনে পড়লো, এইসবই, পাহাড়ি লোকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভদ্র সমাজের অনেক নিয়ম কানুন, আচার আচরণ জানে না ওরা।

ভাবতে ভাবতে কোমরে গোঁজা টাকার থলেটার দিকে হাত গেল মাইকের। সাথে সাথেই চমকে উঠলো সে। থলেটা নেই! মাথা ঘুরে উঠলো তার, নার্ভাস বোধ করলো। কিভাবে এতগুলো টাকা চুরি হয়ে গেল! কখন? টেরও পায়নি সে!

তার ঘোর কাটলো যখন জাহাজের ক্যাপ্টেন এসে সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে ধরা একটা খামে মোড়া চিঠি। চিঠিটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি মাইকের দিকে। অবাক হলো মাইক। 'আপনি নিশ্চিত, চিঠিটা আমার?'

'অবশ্যই,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'মাইক নামের, বন্দুকধারী, ছোকরা বয়সের যাত্রী আমার জাহাজে ছিলে তুমি একজনই। কাজেই চিঠি প্রদানকারীর বর্ণনা মতো তোমাকে চিনে নিতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি। এই চিঠি আমার জাহাজ কোম্পানির পিটস্‌বার্গ অফিসে পাঠানো হয়েছিল। আর তুমি জাহাজের যাত্রী হওয়ার সাথে সাথে এটা আমার হাতে আসে। আমাকে বলে দেয়া হয়—তুমি যখন জাহাজ থেকে নামবে, তখনই যেন এটা তোমাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।'

মাইক বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানালো ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মাইক খামটা উল্টে পাল্টে দেখলো, প্রেরকের জায়গায় দাদীমার নাম ঠিকানা লেখা। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলো সে। অবাক হলো, দাদীমার হাতের লেখা এখনো কতো সুন্দর! পড়তে গিয়েও কি মনে করে পকেটে পুরে রাখলো সে চিঠিটা, নিচু হয়ে পোঁটলা-পুঁটলীগুলো কাঁধে পিঠে তুলে নিলো, হাঁটা শুরু করলো। হাঁটতে হাঁটতে আবার মনে পড়লো টাকাভর্তি থলেটার কথা। ভাবনায় পড়ে গেল সে। এখন যে করেই হোক টাকা রোজগারের কাজে লেগে পড়তে হবে তাকে। পেট চালাতে হবে। বুঝতে পারলো সে, মার্ক হেইমের প্রস্তাব মেনে নেয়া ছাড়া আপাতত আর কোনো উপায় নেই তার। টাকা হারিয়ে অসহায় এখন সে।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে পড়তে লাগলো মাইক। দাদীমা লিখেছেনঃ

'প্রিয়তম নাতি,

তোমার নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে এদিকের অবস্থা কেমন, আমরা কেমন আছি ইত্যাদি। জেনে আশ্চর্য হবে যে, তুমি বাড়ি ছাড়ার পর তোমার সৎ পিতা তোমাকে খোঁজার কোনো চেষ্টাই করেনি। তার মতে, এসব খোঁজাখুঁজির পেছনে অনর্থক টাকা পয়সা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এমনকি তোমার চলে যাওয়া নিয়ে আমাকে কোনরকম দোষও দেয়নি।

'তুমি ভেবে হয়তো আশ্চর্য হচ্ছো, এ চিঠি তুমি পিটস্‌বার্গে পৌঁছার পর না পেয়ে এখানে কেন পাচ্ছো। আসলে আমিই এরকম ব্যবস্থা করেছি যাতে তুমি অর্ধেক পথ থেকে মত পাল্টিয়ে আবার বাড়ি ফিরে না আসো। তুমি বাড়ি ছাড়ার সময় তোমাকে বলেছিলাম, পশ্চিমে গিয়ে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো, আমিও গিয়ে সময়মতো তোমার সাথে যোগ দেবো, দুজন একসঙ্গে থাকবো। আসলে এসব কথা বলেছিলাম তোমাকে বাড়ি ছাড়ার উৎসাহ যোগানোর জন্য। এসব না বললে তুমি হয়তো বাড়ি ছাড়তে চাইতে না, জীবনকে মোকাবেলা করার সাহস পেতে না।

'তোমাকে ফার্মহাউস কেনার কথা বলেছিলাম, কিন্তু সত্যি সত্যি কিনতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। তুমি গেইল লরেন্সের নাতি, অভিজাত এবং সাহসী রক্তের উত্তরাধিকারী। সাহসিকতাপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর কাজই তোমাকে মানায়।

'আমি গিয়ে তোমার সাথে যোগ দেয়ার কথা বলেছিলাম, আসলে সেটা সম্ভব নয়। এক মাইল পথ পাড়ি দেয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য এখন

আর আমার নেই। মনে রেখো, আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। আমার মনে হয় না এ জীবনে আমাদের আর দেখা হবে, তবে মরণের পরে নিশ্চয় হবে। তুমি শুধু চিঠি লিখে তোমার খবরাখবর আমাকে জানিও। তাতেই আমার আত্মা শান্তি পাবে। যেখানেই থাকো—সুখে থেকো, সুন্দর থেকো।

তোমারই প্রাণপ্রিয়
দাদীমা।'

চিঠিটা পড়া শেষ করে পরম যত্নে আবার ওটা পকেটে ভরে রাখলো মাইক। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে একটা ইট রংয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারেনি। বাড়িটার সামনে অর্ধবৃত্তাকার সাইন বোর্ড। তাতে লেখাঃ 'রকি মাউনটেন হাউস।'

গেট পেরিয়ে নিচতলার বিশাল খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ও। ভেতরে উঁকি দিলো, একটা মাত্র কামরা নিয়ে পুরো একতলাটা। বিশাল কামরার এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোকজন। বেশির ভাগেরই চেহারা বুনো ধাঁচের। কেউ কেউ মদ গিলছে, কেউ চেয়ার দখল করে কায়দা করে বসে আছে, কেউ বা মেঝেতে পা লম্বা করে বসে তাস খেলছে সারা কামরা জুড়ে হৈ হল্লার শব্দ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভেতরের বাতাস ভারি হয়ে আছে।

মাইক দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলো। ঘরের লোকজনরা তাকে দেখলো কিন্তু কেউই পাত্তা দিলো না। একজন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

হঠাৎ মাইকের দৃষ্টি আটকে গেল অদূরে আলাপরত দুজন লোকের ওপর। একজনকে চিনতে পারলো সে। মার্ক হেইম। দেখেই এগিয়ে গেল সে ওদিকে। 'আমি এসে পড়েছি,' বললো। কিন্তু দুজনের একজনও তার কথা শুনলো না। 'আমি মাইক। আমি আমার মত বদলেছি। তোমার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি।' হেইমকে উদ্দেশ করে আবার বললো সে।

ওরা দুজন ঘুরে মাইককে দেখলো। হেইম কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইলো, তারপরই মৃদু হাসলো। মাইক হেইমের সঙ্গীর দিকে তাকালো। হালকা পাতলা গড়নের দীর্ঘদেহী লোক। গায়ের রং বাদামী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝকঝকে বাকস্কিনের পোশাক, লম্বা চুলগুলো ঝুলছে কাঁধের ওপর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি। ধারালো চেহারা।

হেইম মাইককে বললো, 'আমার পার্টনার ডন।' তারপর ডনকে বললো, 'এই সেই ছেলে যার কথা তোমাকে বলেছি।'

মাইককে কয়েকবার আপাদমস্তক জরিপ করলো ডন।

'তা শেষমেষ মত বদলালে কেন?' ভদ্র, মার্জিত উচ্চারণে জানতে চাইলো।

'আমি অসহায়,' মাইক ম্লান কণ্ঠে বললো, 'জাহাজ থেকে নামার পরপরই দাদীমার দেয়া টাকাভর্তি থলেটা আমার কোমর থেকে চুরি হয়ে গেছে। এখন আমি নিঃস্ব। তাই ভেবে দেখলাম, টাকা রোজগার করতে হলে হেইমের প্রস্তাব মেনে

নেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই আমার।'

মনোযোগ দিয়ে মাইকের কথা শুনলো ডন। 'পশ্চিমে টাকা রোজগার করা কোনো সমস্যাই না। আমাদের সাথে থাকো, দেখবে কপাল খুলে গেছে তোমার।'

'ডন' হঠাৎ বললো হেইম, 'এই ছেলে কিন্তু চাষা বংশের না।'

'তাই?' ডন বললো, 'কিভাবে জানলে?'

এবার মাইক পকেট থেকে দাদীমার চিঠিটা বের করে ডনের হাতে দিলো। ডন সেটা গুরুত্ব দিয়ে পড়লো, তারপর চালান করে দিলো হেইমের হাতে। হেইম পড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলো।

'ওয়া! বৃদ্ধা সত্যিই চমৎকার। তিনি তোমাকে সাহসী আর অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হতে বলেছেন।' মাইকের পিঠ চাপড়ে দিলো সে, 'ধৈর্য ধরো, বৎস, আমরা তোমাকে একজন সত্যিকারের মাউনটেনম্যান হিসেবে গড়ে তুলবো।'

হঠাৎ ভাবান্তর হলো হেইমের চেহারায়। কোমরের বেল্টে ঝুলন্ত পাউচ খুলে একটা থলে বের করলো সে, মাইকের হাতে দিলো।

'তোমার টাকা বুঝে নাও। আমিই তখন সরিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, এটা না করলে আর তোমার দেখা পাওয়া যাবে না। আমি লজ্জিত, মাইক।'

মাইক থ' হয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। অবাক দৃষ্টিতে একবার হেইম আরেকবার ডলারভর্তি থলেটার দিকে তাকালো। যেন এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তার পুরো ব্যাপারটা।

তিন

নতুন সঙ্গীদের সাথে ছোটো একটা কামরা ভাগাভাগি করে মাইক লরেন্স পুরো এক সপ্তাহরও বেশি সময় কাটিয়ে দিলো রকি মাউন্টেন হাউসে। প্রতিদিনের ঘরভাড়া হিসাবে তাকে দিতে হলো পঁচিশ সেন্ট। প্রতিবার খাওয়া বাবদ আরো পঁচিশ সেন্ট। এই কটা দিন বলতে গেলে মাইক একাকী কাটালো। হেইম আর ডন লেভিস্ সাথেই রয়েছে, তবু বেশির ভাগ সময় ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে ব্যবসার কথাবার্তা নিয়ে ব্যস্ত রইলো। বাধ্য হয়ে মাইক সময় কাটানোর জন্য সারা সেন্ট লুই শহর ঘুরে বেড়ালো, ছোট্ট শহরটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। তবে সবচেয়ে ভালো লাগলো নদী এবং জাহাজের ডকগুলো।

এভাবে ঘুরেফিরে সময় কেটে যেতে লাগলো মাইকের। ঘুরতে ঘুরতে ডনের সাথে একদিন পল মিলারের বন্দুকের দোকানে এসে হাজির হলো সে। মিলার গোটা পশ্চিমের সেরা রাইফেল প্রস্তুতকারী। তার 'ক্যাপ্' রাইফেলের খ্যাতি চারদিকে। 'ফ্লিন্ট' রাইফেলের চেয়ে পশু শিকারের কাজে বেশি

সুবিধাজনক বলে ক্যাপ রাইফেলের কাটতি প্রচুর।

'আমরা এসেছি রাইফেল বদল করতে,' ডন বললো মিলারকে। 'একটা ক্যাপ রাইফেল দরকার এই ছেলের।'

'ওসব ফালতু কাজে মন দেয়ার সময় নেই আমার,' পাত্তা না দিয়ে বললো মিলার। 'তাছাড়া আমার নতুন রাইফেলের সাথে কোথাকার কোন পুরনো রাইফেল বদলাবদলি করবোই বা কেন? দরকার পড়লে নগদ দামে একটা কিনে নিয়ে যাও।'

'ভারি দেমাক্ দেখাচ্ছো তুমি,' চটে গিয়ে বললো ডন, 'ছোকরার রাইফেলটার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়েই দেখো না। যতোটা ফেলনা মনে করছো ততোটা নয় জিনিসটা।' রাইফেলটা মিলারের নাকের ডগায় তুলে ধরলো সে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওটা হাতে তুলে নিলো মিলার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো।

'হ্যাঁ, ভালো জিনিস,' স্বীকার করলো সে, 'এবং বেশ যত্নের সাথে রাখা হয়েছিল।' হঠাৎ রাইফেলের কুঁদোর দিকে দৃষ্টি গেল তার, 'আরে! এযে দেখছি...'

'হ্যাঁ, এটা আমার দাদুর রাইফেল, তারও আগে এর মালিক ছিলেন...'

'ড্যানিয়েল বুন,' মাইকের কথা কেড়ে নিলো মিলার, 'সেরকমই লেখা আছে দেখছি।'

শেষ পর্যন্ত মাইকের ফ্লিন্ট রাইফেলের বদলে একটা ক্যাপ রাইফেল দিতে রাজি হলো মিলার।

'আশা করি ডনের মুখে শুনেছো বা শুনবে এ তল্লাটে মিলারের রাইফেলের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই,' নিজের ঢোল নিজেই পিটিয়ে হাসলো দোকানি।

কয়েকদিন পর এক অদ্ভুত খেয়াল চাপলো মাইকের মাথায়। হেইম আর ডনের দেখাদেখি সেও বাকস্কিন পরতে চাইলো। মার্ক হেইম তার প্রস্তাবে সায় দিলো কিন্তু মানা করলো ডন্ লেভিস।

'এখনি এসব পরার দরকার নেই,' বললো সে। 'আরো পশ্চিমে গেলে এমনিতেই পরতে হবে। অস্থির হবার কিছু নেই। এখন যে পোশাক পরে আছো, সেটাই থাক।'

এরপর হেইম আর ডনের সাথে একটা দোকানে গেল মাইক ফাঁদ পাতার যন্ত্র কিনতে। ছয়টা যন্ত্র পছন্দ করে ষাট ডলার দিয়ে কিনে ফেললো ওরা। তারপর গেল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। সেখান থেকে কিনলো কিছু গান পাউডার, বন্দুকের পারকিউশান ক্যাপ, এক পট কফি, কয়েক গজ লাল-নীল কাপড়। যখন কেনাকাটা সারা হলো ওরা ফিরে এলো হোটেলে।

সন্ধ্যায় ডিনার সারলো তিনজনে, ধীরে ধীরে রাত বাড়লে ডন বিদায় নিয়ে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে মাইক এবং হেইম পশ্চিমের উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য বসে রইলো তৈরি হয়ে। কিন্তু ডন এলো দেরি করে। এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলো হেইম।

অবশেষ শুরু হলো যাত্রা। শহরের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে

চললো ওরা । এক জায়গায় এসে থামলো ডন। এলাকাটা বেশ অভিজাত। চারদিকে সারি সারি সুদৃশ্য অট্টালিকা। ডনের পেছন পেছন একটা অট্টালিকার দিকে এগিয়ে চললো ওরা। দরজায় এসে বেল বাজালো ডন। একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিলো। লোকটার পেছন পেছন ওরা এসে ঢুকলো প্রশস্ত এক হল ঘরে। সুসজ্জিত কামরার মাঝখানে একটা আর্মচেয়ারে বসে আছেন মধ্য বয়েসী, দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা তাঁর, পরনে দামি জুতো, গলায় বো টাই। স্থির তীক্ষ্ণ চোখ দুটো থেকে যেন ব্যক্তিত্ব ঠিকরে পড়ছে।

ওদের তিনজনকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, অমায়িক হাসলেন।

'আহ্, ডন,' উৎফুল্ল গলায় বললেন, 'অনেকদিন পর তোমাকে দেখতে পেয়ে কি যে আনন্দ লাগছে!' হেইম আর মাইকের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'এই দুজন বুঝি ওরাই যাদের কথা আমাকে বলেছো তুমি?'

'ইয়েস স্যার,' বিনীত ভঙ্গিতে বললো ডন। 'এ হচ্ছে মার্ক হেইম। খুব অভিজ্ঞ মাউন্টেনম্যান আর ও মাইক লরেন্স। ডাক নাম মাইক। পাহাড়ে চলাফেরার অভিজ্ঞতা অবশ্য এখনও হয়নি ওর, তবে আমি আশাবাদী, একদিন ও অবশ্যই একজন দক্ষ মাউন্টেনম্যান হিসেবে গড়ে উঠবে। তাছাড়া মাইকের আরেকটা পরিচয় আছে। ও গেইল লরেন্সের নাতি।'

'আচ্ছা!' মাইকের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক, বললেন, 'বাছা, তুমি খুব উঁচু বংশের ছেলে।'

মাইক এবং হেইমের দিকে ফিরলো ডন। ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললো, 'ইনি হচ্ছেন সিনেটর জর্জ মার্টিন। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব।' মাইক আর হেইম আলতো মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালো সিনেটরকে। হাত ইশারায় ওদের বসতে বললেন তিনি।

'ওরা আমার পার্টনার, সিনেটর, সেজন্যেই সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ওদের বাদ দিয়ে আপনার সাথে কোনো ব্যবসায়িক আলাপ হতে পারে না।' একটু থেমে আবার বললো ডন, 'আমার মনে হয়, সিনেটর, আপনি যা বলতে চান পরিষ্কারভাবে বলা উচিত, হেইমকে তো আমি চিনি, ও কোনো রকম রাখঢাক পছন্দ করে না।'

'ঠিক বলেছো,' হেইমের দিকে ফিরলেন এবার সিনেটর। 'ব্যাপারটি হচ্ছে এইঃ নিউ মেক্সিকোতে নানান গোত্রের মানুষ বাস করে । তবে ওরা প্রধাণত তিনটি গোত্রের উত্তরসুরি। মেক্সিকান, স্প্যানিশ এবং ইণ্ডিয়ান। সে যাই হোক, সব গোত্রের মানুষই তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র আমদানি করে ওল্ড মেক্সিকো থেকে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে বহু হাঙ্গামা পোয়াতে হয় ওদের। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো জিনিসপত্রের মান খুবই নিচু অথচ দাম বেশি। এই অবস্থা সামাল দেবার জন্য আমি একটা ব্যবসার কথা ভাবছি। সেটা হলো, নিউ মেক্সিকানদের সবকিছুই আমরা এখান থেকে, অর্থাৎ এই সেন্ট লুই থেকে সরবরাহ করবো। এক কথায়, ওল্ড মেক্সিকানদের আমরা তাদের একচেটিয়া ব্যবসা গুটাতে বাধ্য করবো এবং

তাদের জায়গা দখল করে নেবো। আমি আশাবাদী, ভালো মতো ব্যবসা শুরু করতে পারলে প্রচুর মুনাফা করতে পারবো আমরা।'

সিনেটরের কথা শুনে হেসে উঠলো হেইম। 'বলা সহজ স্যার, কিন্তু করা কঠিন,' বললো। 'চেষ্টা করে দেখুন একবার, তারপর দেখুন কি ঘটে। যেভাবে বলে গেলেন, শুনে মনে হলো একজন ঝানু ব্যবসায়ী আপনি।'

এ কথায় ডন অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকালো হেইমের দিকে। 'ভুলে যেওনা হেইম, তুমি কার সাথে কথা বলছো। মাতব্বর হবার চেষ্টা না করে উনি কি বলতে চান চুপচাপ শুনে যাও।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো ডন, হাত ইশারায় থামিয়ে দিলেন সিনেটর।

'ওকে বলতে দাও, ডন।' হেইমের দিকে ফিরলেন সিনেটর। 'হ্যাঁ, বলো, তোমার কি ধারণা?'

'দেখুন আমার কথা পরিষ্কার,' হেইম বলে চললো, 'আপনি যা বললেন তা করার জন্য ইতিমধ্যেই চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না। ওল্ড মেক্সিকানরা এতো সহজে হাল ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। এতোদিনের জমজমাট ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে তারা। আমাদের মার খাওয়াতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে সে চেষ্টা করেছেও।'

'হুঁ,' বললেন সিনেটর, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। তবু আমি এতো সহজে হতাশ হবার পাত্র নই। অবস্থার অন্যরকম পরিবর্তন হচ্ছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন বলতে পারো। আমার

কাছে গোপন খবর আছে। মেক্সিকোতে স্প্যানিশদের ক্ষমতার দিন শেষ হয়ে আসছে। জেনারেল আলবার্ট নিউ মেক্সিকোর নতুন গভর্নর হতে যাচ্ছেন। এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে জানো? মেক্সিকোতে এই প্রথম একজন মেক্সিকান লোক গভর্নর হবে। এই রাজনৈতিক পালাবদল আমাদের জন্যও ব্যবসার অপূর্ব সুযোগ নিয়ে আসছে।'

'আমার তা মনে হয় না, সিনেটর,' হেইম বললো। 'আপনি এসব লোককে চেনেন না। আমি দীর্ঘদিন ধরে মিশেছি, আমি চিনি।'

'তাইতো ডনকে বলেছি তোমাকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। হ্যাঁ, বলো তোমার কি বক্তব্য?'

'একজন মেক্সিকান গভর্নর আর একজন স্প্যানিশ গভর্নরকে পাশাপাশি দাঁড় করান, বুঝতেও পারবেন না তাদের চরিত্রে পার্থক্য কোথায়। দুজনকেই পয়সা দিয়ে কেনা যায়। কাজেই আপনি কি করে নিশ্চিত হবেন, মেক্সিকান গভর্নর আমাদের স্বার্থ দেখবে?'

'তারপরও কথা থেকে যায়,' সিনেটর বললেন, 'তোমরা তো জানোই, ওল্ড মেক্সিকো স্প্যানিশদের জায়গা। কাজেই নিউ মেক্সিকোর গভর্নর যদি স্প্যানিশ হয়, স্বভাবতই সে স্প্যানিশদের স্বার্থ দেখবে। কিন্তু একজন মেক্সিকান গভর্নর হলে সে এসবের ধার ধারবে না। অন্যদেরও তার এলাকায় ব্যবসা করতে দেবে। আর এটাই তো আমাদের বড়ো সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিউ মেক্সিকোতে ব্যবসা

পেতে বসবো আমরা।'

সব শুনে হেইম কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে রইলো। তারপর বললো, 'আমাকে এগুলোর মধ্যে টেনে আনা ঠিক হবে না। আমি সব সময়েই ট্র্যাপার ছিলাম, আছি, বাকি জীবনেও থাকতে চাই।'

'ঠিক আছে, হেইম,' বললেন সিনেটর, 'তুমি যদি ব্যবসায়ে না নামতে চাও, জোর করবো না আমি। কিন্তু ব্যবসাটা আমাদের যে করেই হোক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য তোমারও কিছু সাহায্যের দরকার। আশা করি তুমি তা করবে।'

'কি ধরনের সাহায্য?'

'তুমি একজন মাউন্টেনম্যান। পশ্চিমের পথঘাট তোমার চেনা। আমি চাই তুমি আমাদের বিজনেস্ পার্টিকে পথ দেখিয়ে নিউ মেক্সিকোতে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ গাইড হিসেবে কাজ করবে।'

'কিন্তু ওখানে যাবার পথঘাট বড়ই দুর্গম এবং সব জায়গায় বর্বর রেড ইণ্ডিয়ানদের আনাগোনা।'

'তবু ভয় পেলে চলবে না আমাদের। যে করেই হোক, লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতেই হবে। এখন বলো, আমার প্রস্তাবে রাজি?'

মার্ক হেইমকে আমতা আমতা করতে দেখে সিনেটর বললেন, 'যদি রাজি হও, ভালো পারিশ্রমিক পাবে। এক হাজার ডলার। এখনো ভেবে দেখো।'

এবার হাসি ফুটে উঠলো হেইমের মুখে। 'আমার মনে হয় কাজটা নেয়া যেতে পারে,' ডনকে উদ্দেশ করে বললো সে, 'কি বলো?'

'নেয়া উচিত,' ডন জবাব দিলো।

চার

সিনেটর জর্জ মার্টিনের বিজনেস পার্টির সদস্যদের সঙ্গে মাইক, হেইম এবং ডন পশ্চিমে সেন্ট লুই–এর পরবর্তী শহর ফ্রাঙ্কলিনে এসে পৌঁছালো। ফ্রাঙ্কলিন ছোটো শহর। সমতল ভূমি আর পার্বত্য এলাকার সংযোগস্থল হিসেবে গণ্য করা হয় জায়গাটাকে।

যে লোকের তত্ত্বাবধানে মাইকের সঙ্গীরা ঘোড়াগুলো রেখেছিল, ফ্রাঙ্কলিনে পৌঁছে তার সাথে দেখা করে ঘোড়া বুঝে নিলো আবার। তারপর শহরের বাইরে একটা ছোট্ট জঙ্গলমতো জায়গায় এসে পৌঁছালো। দেখলো, এক ডজনের মতো পশ্চিম অভিযাত্রী ওখানে আগে থেকেই ক্যাম্প করেছে। এদের মধ্যে অনেককেই চিনতে পারলো মাইক, যারা পিটস্‌বার্গ থেকে একসাথে জাহাজে করে সেন্ট লুই–এ এসেছে। হেইমের কাছে সে শুনলো তাদের আগের জাহাজে যে ব্যবসা কোম্পানিটা এসেছে তারাও ওখানে আছে এখনো। এ নিয়ে দলের কিছু সদস্য কানাঘুষা করতে লাগলো। একজন এসে ডনকে জিজ্ঞেস

করলো, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? কেন ওরা এখানে এখনো আছে? ওদের তো এতোদিনে অনেক পথ এগিয়ে যাওয়ার কথা! আমার মনে হয়, ব্যাটাদের মনে নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। ওরা সম্ভবত অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আগে দেখে নিতে চায় আমরা কি করি, কোন দিকে যাই।'

'তোমার কথা হয়তো ঠিক,' ডন একমত হলো। 'আচ্ছা, তুমি জানো ওদের দলে গুরুত্বপূর্ণ কেউ আছে কিনা? মানে পশ্চিমের ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং চালু কোনো লোক আছে কিনা?'

'হ্যাঁ, আছে। পিটার সিমন।'

'তাই?' চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো ডনের কপালে। 'তাহলে ওরা পশ্চিমে পৌঁছাবেই। বলো তো, কিভাবে ওদের ঠেকানো যায়?'

ইতিমধ্যে দলের আরেক সদস্য এসে দাঁড়িয়েছে ডনের পাশে। সে বললো, 'আমরা ওদের পথ ভুলিয়ে কোনো দুর্গম অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে কৌশলে প্রত্যেককে বিচ্ছিন্ন করে দেবো। তারপর একলা কেটে পড়বো।'

'হুঁ, এছাড়া উপায়ও দেখছি না,' ডন বললো। 'ওরা নিউ মেক্সিকোতে ঢুকতে পারলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। আমাদেরকে ল্যাং মেরে ব্যবসা বাণিজ্য হাতিয়ে নিতে চাইবে। তখন সিনেটরের সব স্বপ্ন ভেস্তে যাবে।'

পরদিন আবার শুরু হলো যাত্রা। প্রথানুসারে দলের প্রত্যেককে নিজ নিজ ঘোড়ার অতিরিক্ত আরো দুটো করে ঘোড়া দেয়া হলো। ঘোড়াগুলোর পিঠে স্যাডেল বেঁধে তার ওপর

চাপানো হলো মালপত্র।

চতুর্থ দিন সকালে ডন একাকী ঘোড়া ছোটালো ডানদিকে। ফিরে এলো সন্ধ্যায়। দলের প্রত্যেকে তার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলো। 'ওই দলটা আসছে,' স্যাডেল থেকে নামতে নামতে বললো ডন, 'আমাদের চেয়ে বিশ মাইল পেছনে রয়েছে।'

দুদিন পর দলের আরেকজন সদস্য অন্য একটি খবর নিয়ে এলো। শিকারে বেরিয়েছিলো সে, ফিরে এসে বললো, 'ইণ্ডিয়ানদের উপস্থিতির আভাস পাওয়া গেছে। ধারে কাছে কোথাও আছে ওরা।' ইণ্ডিয়ানদের কথা শুনে একটা চাপা উত্তেজনা মাইকের মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নেমে গেল। রোমাঞ্চ অনুভব করলো সে। কিন্তু দলের অন্যদের মধ্যে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া হলো বলে মনে হলো না ওর।

ঐদিন মোটামুটি উঁচু একটা টিলা বেছে নেয়া হলো ক্যাম্প করার জন্য। সান্ধ্যভোজন শেষ হলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘোড়া বিছানার পাশ ঘেঁষে বেঁধে রাখলো । তারপর শুয়ে পড়লো ক্যাম্পফায়ার নিভিয়ে।

মাইকের পাশেই ডনের বিছানা। 'ক্যানসাস উপজাতি কাছেই আছে কোথাও,' মাইকের কানে ফিসফিসিয়ে বললো সে। 'তবে ইণ্ডিয়ানদের এই গোত্রটা তেমন বিপজ্জনক নয়। কাউকে একেবারে একা অবস্থায় না পেলে তার স্কাল্প তুলে নেয় না। কিন্তু নানারকম ঝামেলা বাধায়, সুযোগ পেলেই। বিপদে ফেলতে চেষ্টা করে।'

'ওরা স্কাল্প, মানে মাথার চামড়া তুলে নেয়! বলো কি!'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো মাইক।

'হ্যাঁ, এটাই ইণ্ডিয়ানদের রীতি। ওদের হাতে যদি শত্রুপক্ষ পরাজিত হয় তবে ওরা তাদের মাথার চামড়া খসিয়ে নেয়। তারপর শূন্যে নাচাতে নাচাতে বিজয়োল্লাস করতে থাকে।'

পরদিন পড়ন্ত বিকেলে একদল অশ্বারোহী রেড ইণ্ডিয়ানের দেখা পাওয়া গেল কিছুদূরের এক পাহাড় চূড়ায়। অল্পক্ষণ পরে একজন ঘোড়সওয়ার একাকী নিচে নেমে ট্র্যাপারদের প্রায় কাছে এসে থামলো। ঘোড়াসহ অদ্ভুত কায়দায় একপাক ঘুরলো সে। তারপর মুখোমুখি হলো মাইকদের।

ইণ্ডিয়ানটার গায়ে পশুছাল জড়ানো। সেটা আবার বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে এসে ডান বাহুর নিচে শক্ত করে বাঁধা। কোমর থেকে গোড়ালি অবধি বাকস্কিনের আবরণে ঢাকা। মাথায় শুধু সরু একগাছি চুল, পেছন থেকে ঠিক মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি এসে সামনের দিকে কপালের অগ্রভাগ ছুঁয়েছে। বাতাসের ধাক্কায় মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চুলের গোছাটা। নাকের ওপরে গালের দুপাশে আর কপালে সাদা রংয়ের উল্কি আঁকা। দুকানের কাছে লাল রংয়ের উল্কি। কানে মোটা ধাতব অলংকার। গলাবন্ধনী এবং পায়ের বাকস্কিন জুতোর ধাতব বোতামগুলো ইণ্ডিয়ানটার নড়াচড়ার তালে তালে টুংটাং শব্দ করছে। তার হাতে লম্বা একটা ফ্লিন্টলক বন্দুক, মুখের এক কোণে গাছের সবুজ একটা পাতা কামড়ে ধরে আছে লোকটা।

'মুখের মধ্যে সবুজ পাতা মানে শান্তির চিহ্ন, অর্থাৎ ওরা শান্তি চায়,' মাইককে বুঝিয়ে দিলো হেইম। ইণ্ডিয়ানটার দিকে আরেকবার চোখ বুলালো সে। 'এরা ক্যানসাস গোত্রের লোক।'

ট্র্যাপারদের দলের প্রত্যেককে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলো ইণ্ডিয়ানটা। ডনকে ওদের দলপতি ধরে নিয়ে তার মুখোমুখি এসে ঘোড়া থামালো। তারপর সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো।

হেইম, ইণ্ডিয়ান এবং ডনের কথোপকথনের অর্থ তর্জমা করে বুঝিয়ে দিলো মাইককে।

'লোকটা বলছে সে একজন গোত্রপতি, সাদা চামড়াদের বন্ধু। বলছে, এদিকটায় হিংস্র পওনি গোত্র রয়েছে। বলছে, আমরা যে দিকে যাচ্ছি ওর দলও সে দিকে যাচ্ছে। ওরা পথে আপদ বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। বোঝাতে চাইছে, ওরা একেকজন কতো বড় যোদ্ধা, কতোজন পওনি ইণ্ডিয়ানকে হত্যা করেছে।'

মাইক অবাক হয়ে ডন আর ইণ্ডিয়ান সর্দারকে দেখতে লাগলো। সাংকেতিক ভাষায় কাউকে কথা বলতে জীবনে এই প্রথম দেখছে সে।

বিগ চীফের সাথে কথা শেষ করে নিচু হলো ডন, হাত দুয়েক উচুঁ একটা ঝোপ থেকে একমুঠো পাতা খসালো। তারপর হাতটা মাথার ওপরে তুলে হ্যাট্‌ব্যাণ্ডে পাতাগুলো রাখলো। তার দেখাদেখি একই কাজ করলো দলের সবাই।

'ওরা আমাদের যথেষ্ট ভোগাবে,' মাইকের কানে কানে বললো হেইম। 'ওদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে সব সময়। জিনিসপত্র সাবধানে রাখবে। ইণ্ডিয়ানদের এই গোত্রটা খুবই গরীব, সুযোগ পেলেই চুরি করার চেষ্টা করবে।'

হেইমের কথা শেষ হতেই দেখা গেল ক্যানসাস্ চীফ চলে যাচ্ছে। ট্র্যাপাররা যার যার ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে রইলো। এরপর হঠাৎ করেই, পুরো ক্যানসাস গোত্রের লোকজন পাহাড় বেয়ে নেমে আসতে লাগলো ওদের দিকে। নারী, পুরুষ, শিশু মিলিয়ে কয়েকশো ইণ্ডিয়ান রয়েছে দলটায়।

দেখতে দেখতে ট্র্যাপারদের পঞ্চাশ গজ দূরত্বের মধ্যে এসে চারদিক ঘিরে দাঁড়ালো ওরা। শুধু নেতৃস্থানীয় কয়েকজন চার-পাঁচ কদম সামনে এগিয়ে নিয়ে এলো তাদের ঘোড়া। মহিলা এবং শিশুদের মধ্যে অনেকেরই খালি পা। কোনো-কোনো ঘোড়ার পিঠে মালপত্র ঠাসা, সে সব মালপত্রের মাথায় আবার ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা বসে। অধিকাংশ শিশুই নগ্ন। বোঝা যায়, পুরো গোত্রটাই বেশ গরীব। সবার শরীর, পোশাক-আশাক মলিন। পুরুষদের প্রত্যেকের মুখে শোভা পাচ্ছে সবুজ পাতা।

ট্র্যাপাররা যাত্রা শুরু করলো আবার। ইণ্ডিয়ানদের দলটা তাদের পিছু নিলো।

সন্ধ্যা নেমে এলে ট্র্যাপাররা নদীর ধার ঘেঁষে এক উপত্যকার ঢালে ক্যাম্প করলো। আর ইণ্ডিয়ানরা বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নিলো।

ডন ঘোড়া হাঁটিয়ে এগিয়ে গেল ক্যানসাস চীফের কাছে।

সাংকেতিক ভাষায় কিছু কথা বললো, চীফ মনোযোগ দিয়ে শুনলো তার কথা। তারপর উঁচু স্বরে নিজের লোকদের কি যেন নির্দেশ দিলো। সাথে সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইণ্ডিয়ানরা জড়ো হলো এক জায়গায়, মালপত্র গোছগাছ করে আবার স্যাডেলে তুললো। তারপর সরে গেল ঐ জায়গা থেকে, নদীর তীর ঘেঁষে উজানের দিকে সিকি মাইল দূরে আবার আস্তানা গাড়লো।

কিন্তু শিগ্‌গিরই পুরুষ ইণ্ডিয়ানরা আবার ট্র্যাপারদের ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে ফেললো ওরা। ট্র্যাপারদের বুঝতে অসুবিধে হলো না, চুরি করার মতলব নিয়ে ফিরে এসেছে ওরা। লোভাতুর দৃষ্টিতে মালপত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। সুযোগ পেলেই চুরি করার চেষ্টা করবে।

বেশ কিছু ইণ্ডিয়ান দুঃসাহস নিয়ে মালপত্রের মাত্র কয়েক গজের মধ্যে চলে এলো। অনেকে বসে পড়লো মাটিতে। অন্যরা ক্যাম্পের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো আরো মালপত্র আছে কিনা। রাইফেল হাতে সতর্ক হয়ে রইলো ট্র্যাপাররা। বেশ কয়েকবার কয়েকজন ডানপিটে ইণ্ডিয়ান হাত বাড়িয়ে দিলো জিনিসপত্রের দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ডন কট্‌মট করে তাকালো ওদের দিকে। তার চাউনি দেখে হাত গুটিয়ে নিলো ইণ্ডিয়ানরা। মাইক দেখলো, একজন ইণ্ডিয়ানের হাত সাপের মতো কিলবিল করে এগিয়ে আসছে একটা বাকস্কিন ব্যাগের দিকে। ঠিক তখনি সাঁই করে একটা চকচকে ছুরি এসে

বিদ্ধ হলো হাত এবং ব্যাগের মধ্যবর্তী খালি জায়গায়। ভয়ে আঁতকে উঠে সাথে সাথে হাত গুটিয়ে নিলো ইণ্ডিয়ানটা। অন্যরা অবাক বিস্ময়ে ছুরিটা দেখতে লাগলো মুখে হাতচাপা দিয়ে।

'ইচ্ছে হচ্ছিলো ব্যাটার হাতটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেই,' মাটি থেকে ছুরি তুলে মুছে কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বললো হেইম।

সন্ধ্যা নেমে এলে ট্র্যাপাররা রান্নাবান্না সেরে খেতে বসলো। খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হলে ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখা হলো তাঁবুর সাথে। অন্ধকার আরো গাঢ় হলে ইণ্ডিয়ানরা ফিরে গেল।

একটু পর মাইক লক্ষ্য করলো, ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প থেকে আবার অশ্বারোহী একটি দল এগিয়ে আসছে। সবার আগে রয়েছে সেই চীপ, তার ডান হাতের মুঠোয় ধরা একটা হুঁকো। হুঁকোর কল্কেটা আবার গাঢ় লাল বর্ণের খনিজ পাথরে তৈরি। কল্কের গায়ে চারদিক জুড়ে ঝুলছে পাখির পালক।

ট্র্যাপাররা নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, অর্ধবৃত্ত রচনা করলো একপাশে। মাইক দেখলো, তার পাশে রয়েছে হেইম।

'এই যে, ছেলে,' মাইককে ফিসফিসিয়ে বললো হেইম, 'এখন বেশ মজার কিছু ঘটনা দেখবে তুমি। শিখে রাখবে সবকিছু। ভবিষ্যতে কাজে আসবে।'

ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলো। ট্র্যাপারদের অর্ধবৃত্তটাকে সম্পূর্ণ বৃত্তে পরিণত করে ক্যাম্পফায়ারের চারদিক

ঘিরে বসে পড়লো ওরা। দেখাদেখি ট্র্যাপাররাও বসে পড়লো। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে, তারপর ডন হাত বাড়িয়ে ইণ্ডিয়ান চীফের হাত থেকে হুঁকোটা নিলো। নিজের কোমরে বাঁধা পাউচ খুলে তামাক বের করে কল্কেয় ভরলো। অন্য এক ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পফায়ার থেকে জলন্ত কয়লা তুলে এনে রাখলো কল্কেতে, তারপর হুঁকোটা তুলে দিলো চীফের হাতে। চীফ জোরে জোরে টানতে লাগলো হুঁকোটা যতোক্ষণ না কল্কের ভেতরটা গনগনে লাল হলো।

এরপর সে হুঁকোটা আকাশের দিকে তুলে বার কয়েক পাক খাওয়ালো। এভাবে আসমান থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সংগ্রহ করলো সে। তারপর পৃথিবী থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য হুঁকোটাকে মাটির দিকে নুয়ে পাক খাওয়ালো বার কয়েক। নল দিয়ে জোরে টান দিয়ে পালা করে আকাশ আর মাটির দিকে কয়েকবার ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছাড়লো। সবশেষে হুঁকোটা চালান করে দিলো তার ডানে বসা ইণ্ডিয়ানটার দিকে।

ভাঙা ভাঙা ইণ্ডিয়ান ভাষায় ডন চীফের সাথে কথা বলতে লাগলো। আর অন্যরা গভীর মনোযোগে শুনতে লাগলো তাদের কথা।

সভা শেষ হলে ফিরে গেল ইণ্ডিয়ানরা। 'ক্যানসাস চীফ বললো,' মাইককে বোঝালো হেইম, 'স্যান্তা ফে ট্রেইল সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না। বললো পাওনিরা খুলির সন্ধানে ঘুরছে বিভিন্ন দিকে।'

ঐ রাতে ডন ঘোড়াগুলোর জন্য পাহারার ব্যবস্থা করলো।

মাইককেও নিয়োগ করা হলো এই কাজে, কিন্তু ঘন্টা দুই পরে তার জায়গায় দায়িত্ব পড়লো হেইমের।

পরদিন ট্র্যাপাররা আবার রওনা দিলো। ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের ক্যাম্পে রয়ে গেল।

দশম দিনে মাইকদের দলটা একটা জঙ্গলে এসে পৌঁছালো। জঙ্গলটা দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইল, প্রস্থে আধমাইলের মতো। নানা রকমের ছোটো ছোটো প্রাণী, হরিণ এবং বিভিন্ন পাখপাখালি রয়েছে সেখানে। হেইম আঙুল তুলে মাইককে একটা জায়গা দেখালো। লম্বা, নরম সবুজ ঘাসের ওপর অসংখ্য ফুল ফুটে আছে।

'একসময় মোষ চরতো এখানে,' বললো হেইম। 'এখন মাঝে মধ্যে দুএকটা হয়তো ফিরে আসে, কিন্তু অধিকাংশই আর আসে না।'

পড়ন্ত দুপুরে ওরা দেখলো একজন অশ্বারোহী ওদের দিকে নেমে আসছে একটা টিলা বেয়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা

'নিশ্চই কোনো শ্বেতাঙ্গ, হেইম বললো, কোনো ইণ্ডিয়ান এভাবে একা আসে না।'

'ওকে চিনি আমি,' বললো একজন ট্র্যাপার। 'পিটার সিমন।'

ওদের একেবারে কাছে এসে ঘোড়া থামালো লোকটা। মাইক দেখলো, সিমনের চেহারা বুদ্ধি দীপ্ত। বয়েস অনুমান করে অবাক হলো সে, তার চেয়ে খুব একটা বড় হবে না।

'হাউডি?' আঞ্চলিক ইংরেজিতে ট্র্যাপারদের বললো সে।

'কেমন আছো?'

কিন্তু কেউই তার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। কয়েক মুহূর্ত পর নীরবতা ভঙ্গ করলো ডন। 'ঘোড়া থেকে নেমে খেতে এসো।'

পিটার সিমন লাফ দিয়ে নেমে পড়লো স্যাডেল থেকে। তার ঘোড়াটা ভারী সুন্দর। জিন আর প্যাক খুলে ক্যাম্পফায়ারের কাছাকাছি এসে রাখলো মাটিতে। রাইফেলটা পাশে রেখে আগুনের দিকে মুখ করে বসে পড়লো। ডন তাকে ঝলসানো হরিণের মাংস আর এক কাপ গরম কফি খেতে দিলো। সিমন হাত বাড়িয়ে নিলো সেগুলো। তারপর নিঃশব্দে খেতে লাগলো। কেউ কোনো কথা বলছে না।

আহার শেষ হলে ডন সিমনের দিকে হুঁকো বাড়িয়ে দিলো। সিমন কয়েক মুহূর্ত তামাক টানলো মনের সুখে। তারপর কথা বলতে শুরু করলো।

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি,' বললো সে, 'আমি শুনেছি তোমরা টাওস যাচ্ছো। কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় আসছে না, কেন তোমরা ধরে নিয়েছো আমার লোক তোমাদের ফলো করছে। আমার মনে হয় তোমরা অযথাই বেশি সাবধান হচ্ছো, অযথাই আমাদের সন্দেহ করছো। আসলে তোমাদের শিকারের জায়গাতে ভাগ বসাবার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই।'

'তাহলে কেন আমাদের অনুসরণ করছো?' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ডন।

'ঠিক আছে শোনো। আসলে আমরা ফারের ব্যবসা করতে

চাই। তোমাদের আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিই, তাই ব্যবসাটা তোমাদের সাথেই করতে চাই। তোমরা সেন্ট লুইয়ে ট্র্যাপিং করো, যতো ইচ্ছে পশু মারো। আমরা কথা দিচ্ছি, তোমাদের সমস্ত ফার আমরা সেন্ট লুইয়ের দামে তোমাদের কাছ থেকে কিনে নেবো। ফলে দুই হাজার মাইলের মতো পথ পাড়ি দিয়ে তোমাদের আর নিউ মেক্সিকোতে গিয়ে বিক্রি করতে হবে না। বুঝতেই পারছো, বিরাট লাভ হবে তোমাদের।'

'আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবো, তোমরা তোমাদের কথা রাখবে? যদি পশম না কেনো?'

এই প্রথম ইতস্তত করতে দেখা গেল সিমনকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো, 'আশা করি তুমি অন্ততঃ বুঝবে, পানি ইতিমধ্যে অনেকদূর গড়িয়েছে। দিন আর আগের মতো নেই। পশমের ব্যবসায় প্রতিযোগী বাড়ছে। আমি শুনেছি, বস্টন আর ন্যু'য়র্কে গত ছ মাসের মধ্যে একটি বড় নতুন কোম্পানি গঠিত হয়েছে। কোমর বেঁধে ব্যবসায় নেমেছে ওরা। এমনকি ওরা এই পশ্চিমে তাদের শাখা পর্যন্ত খুলতে চাচ্ছে। কাজেই ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখো! এখন থেকেই যদি আমরা সাবধান না হই এবং আমাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে না তুলি তাহলে ঐ পুবের লোকেরা আমাদের হটিয়ে সব ব্যবসা বাণিজ্য কব্জা করে নেবে। তখন অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছো?'

শুনে ট্র্যাপারদের চোখেমুখে ভীতি ও আশঙ্কার ছাপ পড়লো। একে অপরের দিকে তাকালো ওরা।

'কাজেই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, আমাদের আর পিছিয়ে

আসার কোনো উপায় নেই,' সিমন বলতে লাগলো, 'আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পরিস্থিতি এমন হবে, তোমাদেরকে হয় আমাদের সাথে না হয় ঐ পুবাদের সাথে জড়িয়ে পড়তে হবে। এর মাঝামাঝি আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। কারণ ফার তোমাদেরকে বিক্রি করতেই হবে কারো না কারো কাছে। আমি চাই তোমাদের ব্যবসাটা আমাদের সাথেই হোক। আমরাও তোমাদের মতো পশ্চিমা। কাজেই, আমি মনে করি আমাদের একসাথে দাঁড়ানো দরকার। আমরা তোমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবো, পশমের ন্যায্য দাম দেবো। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে না পারি, তাহলে দেখবে ঐ পুবদেশীয়রা ব্যবসা থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য করবে আমাদের।

'এ কথা তুমি আমাদের সেন্ট লুইয়ে বলোনি কেন?' ডন প্রশ্ন করলো।

'বলিনি কারণ তখন কোনো কিছুই নিশ্চিত ছিলো না। তাছাড়া তখন বললে তোমরা হয়তো আমাদের বিশ্বাস করতে না।' একটু থেমে আবার বললো সিমন, 'আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে আমাদের ব্যবসা ভালোমতো দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা এখন মিসৌরী এবং নিচু এলাকাগুলোয় ট্র্যাপিং শুরু করবো। বসন্তের সময় তোমরা আমাদের দেখতে পাবে হেনরি ফর্কে, তোমাদের পশম কেনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছি।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়ালো না সিমন। মাটিতে বিছানো রোবটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকমুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে মিশে গেল সে।

'কি বুঝলে?' হেইম জিজ্ঞেস করলো ডনকে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না কিছু,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো ডন। 'যদি ওর কথা সত্যি হয়...'

'সত্যি মিথ্যা যাচাই করার একমাত্র উপায় ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা এবং চোখ কান খোলা রাখা,' ফোড়ন কাটলো লালচুলো টিলটন। 'যদি সিমন কথা রাখে, তাহলে আমি তার সাথে আছি, পুবাদের সাথে কোনো সম্পর্ক করতে চাই না আমি।'

শেষমেষ ট্র্যাপাররা টাওসের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিলো। ওরা জানে যদি সিমনের কথা সত্যি হয়, তাদের এই দীর্ঘ পশ্চিম যাত্রার আদৌ কোনো দরকার নেই। তবু যাত্রার পরিকল্পনা বাতিল করলো না। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা পেয়ে বসেছে ওদের। টাওস! স্যান্তা ফে! কতো অজানা দেশ সামনে! এসব নতুন দেশে পদচিহ্ন রাখার প্রবল বাসনা চেপে বসেছে ওদের মনে। রোমাঞ্চকর পশ্চিম যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সবাইকে।

পাঁচ

ট্র্যাপারদের ছোট্ট দলটা দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে চললো দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে। চারদিন আগে তারা পেছনে ফেলে এসেছে কাউন্সিল গ্রোভ।

কাউন্সিল গ্রোভে পৌঁছার আগে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। বিস্তৃত প্রান্তরগুলো ছিলো সবুজ ঘাসে ঢাকা, ছোটো ছোটো পাহাড়ে ঘেরা। শিকার মেলেনি তেমন, এন্টিলোপের কয়েকটি পাল ছাড়া। গত বছরের পুরনো ঘাসের তলায় নতুন সজীব ঘাস উঁকি মারছে প্রান্তরে। গাছপালার অভাবে বোধহয়, হরেক রকমের অজস্র পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে।

কাউন্সিল গ্রোভ পার হয়ে আসতেই হেইম মাইককে বললো, 'আমরা ছোটো ঘাসের অঞ্চলে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। প্রচুর মোষ পাওয়া যাবে এখানে।'

এগোতে এগোতে ওদের সামনে যতোবারই উচুঁ নিচু টিলা পড়লো, ততোবারই কোনো না কোনো ট্র্যাপার এগিয়ে গিয়ে

টিলার চূড়ায় উঠে পরবর্তী উপত্যকা পরীক্ষা করে নিলো সতর্ক দৃষ্টিতে।

মধ্য দুপুরে যাত্রায় বিরতি টানলো ওরা। ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানো হলো একজন রাইডারের তত্ত্বাবধানে। সন্ধ্যা নেমে এলে ওগুলোকে ক্যাম্প ঘেঁষে বেঁধে রাখা হলো। রাত্রির প্রথম প্রহরে কোনো পাহারার ব্যবস্থা করা হলো না। তৃতীয় প্রহরে ডন একজন ট্র্যাপারকে ঘুম থেকে তুলে পাহারায় নিয়োজিত করলো।

মাইকের পাশেই শুয়ে ছিলো হেইম। দুজনের কেউই তখনও ঘুমায়নি। গল্প জুড়ে দিলো হেইম। 'এদিকে যদি কোনো পার্টি দেখো, তাহলে বুঝবে ওগুলো আমাদের মতোই কোনো ব্যবসায়িক দল। এদিকটায় ইণ্ডিয়ানদের থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই প্রায়। তবে ভাগ্যচক্রে ওদের কোনো দল দেখলে বুঝবে ওটা ওঅর পার্টি। অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। বিভিন্ন গোত্রকে দেখতে পাবে বিভিন্ন সময়। এদের মধ্যে রয়েছে ক্যানসাস, ওসেজ, কোমাঞ্চি এবং আরো অনেক গোত্র। তবে কোমাঞ্চিরা আমাদের জন্য বিপজ্জনক।

'ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে আরো শুনে নাও,' বলে চলে হেইম। 'একজন ইণ্ডিয়ান ছেলে যখন বড় হয় তখন বাকিরা সবাই তাকে ঘিরে একটা মেডিসিন ড্যান্স দেয়।'

'মেডিসিন ড্যান্স! সে আবার কি!' বিস্ময় প্রকাশ করলো মাইক।

'এটা হচ্ছে এক ধরনের নাচ। ইণ্ডিয়ানরা মনে করে, ঐ

নাচের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করা যায়।

'মেডিসিন ড্যান্স শেষ হলে ঐ ছেলেকে বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় দূর অজানার উদ্দেশে। যতোদিন না সে লড়াই করে কোনো শত্রুর মাথা কেটে নিতে পারবে, ততোদিন পর্যন্ত তাকে নিজের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। শত্রুর স্কাল্প ছাড়া সে যদি গোত্রে ফিরে আসে তাহলে তাকে ধিক্কার দেয়া হবে, মেয়েদের সাথে তুলনা করা হবে। এবং তাদের সাথেই তাকে থাকতে দেয়া হবে। এমনকি কখনো কখনো মেয়েরাও তাকে পাত্তা দেয় না। শত্রুর স্কাল্প ছাড়া একজন ইণ্ডিয়ানকে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু বলা হয় না। কাজেই মাইক, খুব সাবধান। তোমার মাথায় এমনিতেই খুব সুন্দর চুল। তোমার খুলিটা চমৎকার হবে ওদের জন্য। তাই বারবার বলছি, সাবধানে থাকবে।

'অবশ্য আমি আশা করছি ওরা আমাদের সাথে ঝামেলা করবে না,' হেইম আত্মবিশ্বাসের সুরে বললো, 'আর যদি করে ও-বা, আমরা বারোজন ট্র্যাপার আর আমাদের বারোটি দীর্ঘ রাইফেল ওদের জবাব দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে আমাদেরকে সর্বদা একসাথে থাকতে হবে, বিচ্ছিন্ন হওয়া চলবে না।

'আরেকটা কথা, মাইক, ইণ্ডিয়ানরা রাতকে ভীষণ ভয় পায়। তাই তারা রাতে হামলা করে না। তাদের মধ্যে হরেক রকম কুসংস্কার আছে। তারা মনে করে রাতে বিভিন্ন অশরীরি বস্তুর আবির্ভাব হয়, বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটে। রাতে তারা

ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাই ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের কোনো আশঙ্কা থাকে না।'

আবার যাত্রা শুরু হলো। জনমানবহীন বিরান লম্বা ঘেসো অঞ্চল পার হয়ে এসে ওরা মানুষ চলাচলের চিহ্ন দেখতে পেলো। দেখা গেল, কাছেই পশ্চিম আকাশ ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। মাইক সঙ্গীদের কাছে শুনলো হঠাৎ করে ঘাসে আগুন লেগে এরকম হয়েছে। 'তবে এ আগুন এমনিতে লাগেনি,' হেইম বললো মাইককে। 'নিশ্চয়ই কেউ না কেউ লাগিয়েছে। তার মানে তোমাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে।'

দেখতে দেখতে ওরা আগুনের আরো কাছাকাছি চলে এলো। আগুন ক্রমশ সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এক ঝাঁক পাখি ধোঁয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ছুটোছুটি করছে বাতাসে।

রাতে দাবানলের বেশ পশ্চিমে সুবিধামতো জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প করলো ওরা। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল মাইকের। ঘুম ঘুম চোখে উঠে দাঁড়লো সে। দেখলো, তখনো আগুন জ্বলছে। সেই সাথে বইছে জোরালো বাতাস। বাতাসের ধাক্কায় অগ্নিশিখা আরো লেলিহান হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে, লকলকে জিহ্বার আকৃতি নিয়ে।

মাইকের হঠাৎ মনে হলো, অস্পষ্ট কিছু ছায়ামূর্তি আগুনের কাছাকাছি ছুটোছুটি করছে। সংখ্যায় এক ডজনের মতো হবে মূর্তিগুলো, কাঁপছে। অস্পষ্ট মূর্তিগুলো ক্রমশঃ ওদের ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসছে। সর্বশক্তিতে চিৎকার করে উঠলো সে, 'ইণ্ডিয়ান! ইণ্ডিয়ান!'

চিৎকার শুনে প্রায় সব ট্র্যাপার রাইফেল হাতে ছুটে এলো তার দিকে। তাদেরকে দাবানলের দিকে আঙুল ইশারায় দেখালো সে, 'ঐ যে দেখো, ইণ্ডিয়ান।'

ট্র্যাপাররা সবাই গলা বাড়িয়ে চারদিক দেখে নিলো, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না ওদের।

'কোথায় ইণ্ডিয়ান?' একজন ট্র্যাপারের চোখে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠলো, 'কিছুইতো নেই। এতো ভোরে যতোসব কাণ্ড!'

হেইম এগিয়ে এলো মাইকের দিকে। 'চোখ কচলে নিয়ে ভালো করে তাকাও,' বললো সে, 'আসলে ওটা ছিলো তোমার অবচেতন মনের কল্পনা। এর আগে কল্পনায় ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে বোধ হয় বেশ ভেবেছো তুমি, তাই এখন অবচেতন মনের দৃষ্টিতে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছো। আসলে ওখানে কিছু নেই।'

মাইক দু চোখ ভালো করে কচলে নিয়ে আবার তাকালো আগুনের দিকে, এবার কিছু দেখতে পেলো না সে।

'আসলে কোনো কিছু নিয়ে বেশি ভাবলে এরকম ভুল হয়।' হেইম তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো।

াকা বনে গেল মাইক। হেইমের দিকে ফ্যালফ্যাল করে াকয়ে রইলো। লজ্জা পেলো মনে মনে।

ট্র্যাপাররা কেউই আর ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাতামাতি করলো না। তাড়াতাড়ি নাস্তা সারলো সবাই। তারপর আবার রওনা দিলো।

দেখতে দেখতে জায়গাটার চেহারা পাল্টে যেতে লাগলো, লম্বা লম্বা ঘাসের বদলে চোখে পড়তে লাগলো ছোটো ছোটো

ঘাস।

'মোষের ঘাস এসব,' হেইম বললো মাইককে, 'আমরা মোষের অঞ্চলে এসে পড়েছি।'

জায়গায় জায়গায় মোষের বিষ্ঠা দেখা গেল, শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। জ্বালানি কাঠের সমস্যা মিটলো ওদের জিনিসটা পাওয়ায়। মোষের পায়ে মাড়ানো অসংখ্য টেইলও দেখতে পেলো ওরা, বিভিন্ন দিকে চলে গেছে।

এক রাতে এক অদ্ভুত শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল মাইকের। জেগে উঠে বসলো বিছানায়। দেখলো তার পাশে বসে আছে হেইম। সেও শুনেছে শব্দটা। 'নেকড়ের ডাক,' বললো হেইম।

আবার শোনা গেল ডাক। 'নেকড়ে সাধারণত ডাকে দিনের শেষ লগ্নে এবং মাঝরাতে। এই নেকড়েটা যেভাবে ডাকছে নিশ্চয়ই ধারেকাছে কোনো মোষকে বাগে পেয়েছে সে,' বললো হেইম।

পরদিন সকালে প্রথম মোষটাকে দেখা গেল। টিলার ওপর থেকে মাইক দেখলো একটা রোগা পাতলা বুড়ো এঁড়ে মোষ ঘাস খাচ্ছে আপনমনে। ওটাকে ঘিরে একদল নেকড়ে দূরত্ব বজায় রেখে বৃত্ত রচনা করে আছে। সতর্ক দৃষ্টিতে ওটার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করলো নেকড়েগুলো। ঘাস খাওয়ায় ব্যস্ত মোষটা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। নেকড়েগুলো একেবারে কাছে এসে পড়লে পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো সে। পরক্ষণে দৌড়াতে শুরু করলো।

পালাচ্ছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলো না, একসঙ্গে তিনটে নেকড়ে লাফিয়ে পড়লো তার ওপর।

বেশ কিছুক্ষণ একাকী লড়াই করলো মোষটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারলো না। ক্রমাগত আক্রমণে ধরাশায়ী হলো। মাইক দেখলো, নেকড়েগুলোর থাবা ও দাঁতের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে জানোয়ারটার শরীর, রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে।

মোষ আর নেকড়েগুলো এতো ব্যস্ত ছিলো নিজেদের মধ্যে যে কখন ট্র্যাপাররা সন্তর্পণে ওদের একেবারে কাছে চলে এসেছে টের পায়নি। ছোটো ছোটো ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগলো ট্র্যাপাররা।

দুর্বল মোষটা যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে ও।

পজিশন নিলো ট্র্যাপাররা। নেকড়েগুলোকে নিশানা করে বন্দুক তাক করলো।

'সবাই রেডি?' বললো ডন, 'ফায়ার!'

প্রচণ্ড শব্দে একসাথে গর্জে উঠলো কয়েকটা রাইফেল। নির্দেশের অপেক্ষায় আকুল হয়ে ছিলো মাইক, প্রথম ফায়ার করলো সেইই। অব্যর্থ নিশানা! লুটিয়ে পড়লো টার্গেট করা নেকড়েটা।

সঙ্গীকে লুটিয়ে পড়তে দেখে ভয়ে আতঙ্কে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো বাকি নেকড়েগুলো। কিছুদূর গিয়ে থামলো আবার। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলো পেছনটা। আবার ছুটতে শুরু

করলো। বার কয়েক এ রকম করার পর শেষ পর্যন্ত প্রেইরি ত্যাগ করলো ওরা ।

ঘোর কাটতেই মাইক দেখলো তাকে ঘিরে জটলার সৃষ্টি হয়েছে। সবাই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'গুড শট্,' ডন তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো।

'ওয়া!' হর্ষোধ্বনি করে উঠলো অন্যরা।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম না,' হেইম বললো ডনকে, 'এই ছেলে একটা রত্ন, কি নিশানা দেখেছো!' তারপর মাইকের পিঠ চাপড়ে দিলো সে, 'সাবাস ছেলে! এভাবে যদি নিশানা ভেদ করতে পারো তবে শত্রুদের হাত থেকে তোমার চুল বাঁচাতে পারবে তুমি।'

মৃত নেকড়েটার দিকে দৌড়ে গেল হেইম। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো ওটার স্কাল্প খসিয়ে নিয়ে।

'দেখো, একেবারে দুচোখের মাঝখানে লেগেছে গুলিটা,' সবাইকে স্কাল্প দেখিয়ে বললো সে, তারপর এগিয়ে গেল মাইকের ঘোড়ার দিকে। স্যাডেলের সাথে ঝুলিয়ে স্কাল্পটা বাঁধলো ভালো করে। ফিরে এসে মাইককে বললো, 'তোমার ঝুড়িতে এই প্রথম স্কাল্প জমা পড়লো।'

এরপর সবাই এগিয়ে গেল মোষটার দিকে। তখনও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে ওটা।

'এটাকে নিয়ে কি করা যায়? এটার মাংস কি চলবে আমদের?' জিজ্ঞেস করলো মাইক।

'না,' হেইম বললো, 'এতো বুড়ো মোষের মাংসে কোনো

স্বাদ নেই,'

'কিন্তু ওটাতো মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। তার চেয়ে মেরেই ফেলি।' কেউ আপত্তি করলো না। রাইফেল তুললো মাইক, মোষের বাঁ চোখের ঠিক পেছনটায় নিশানা করে ট্রিগার টিপলো। একটু নড়ে চড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল পশুটা। জীবনের প্রথম মোষ মারলো মাইক।

ফেরার পথে ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে হঠাৎ একজন ট্র্যাপার সবাইকে ছাড়িয়ে ঘোড়া চালিয়ে বেশ অনেকদূর সামনে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে গুলির শব্দ শোনা গেল। ঘুরে সেদিকে এগিয়ে গেল সবাই, দেখলো সেই ট্র্যাপার একটি মরা গরুর পাশে বসে পাইপ টানছে মনের আনন্দে।

সবাই মিলে গরুটার চামড়া খসাতে লাগলো। প্রথমে কাটা হলো কাঁধের ঝুটি। তারপর মেরুদণ্ড থেকে শুরু করে একপাশের চামড়া পুরোটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিছিয়ে দেয়া হলো মাটিতে। এরপর গরুটাকে ঐ চামড়ার ওপর তোলা হলো যাতে মাংসে ময়লা না লাগে। তারপর শুরু হলো অপর পাশের চামড়া ছাড়ানো। মাইক অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ট্র্যাপারদের কাণ্ড কারখানা।

পুরোটা চামড়া ছাড়ানো হলে মাংস কাটা হলো। জিহ্বাটা কেটে বের করে নেয়া হলো। তারপর পেছনের অংশ থেকে বড় বড় করে বেশ অনেক খাবলা মাংস কেটে নিয়ে থলেতে ভরলো ওরা। একজন ট্র্যাপার খুব সাবধানে নিজের ক্যান্টিনে গরুর রক্ত ভরে নিলো। অনেকে পা আর উরুর হাড়গুলো আলাদা

করে নিয়ে থলেতে পুরলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো।

'কাজ শেষ, চলো ফিরে যাই,' বললো একজন ট্র্যাপার।

শেষবারের মতো তাকালো মাইক। খুব সামান্য মাংসই নেয়া হয়েছে, গরুটার প্রায় পুরো শরীরই পড়ে রয়েছে। এ রকম লোভনীয় মাংস এভাবে ফেলে রেখে যেতে কষ্ট হলো ওর। হেইম বোধহয় ধরতে পারলো ওর মনোভাব। তাকালো মাইকের দিকে।

'আমরা প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ নিয়েছি,' বললো সে, 'আসলে চোখের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধার চেয়ে অনেক বেশি।'

'কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য মাংস মজুদ করে রাখতে হবে না?'

পাল্টা প্রশ্ন করলো হেইম, 'কেন? এখানে অহরহ মোষ পাওয়া যাবে। তোমাকে তো বলেছি এটা বাফেলো কান্ট্রি। মাংসের প্রয়োজন পড়লেই শিকার করা যাবে।'

মাংস রান্না হলো। খেতে গিয়ে মাইকের মনে হলো, জীবনে কোনো দিন এতো সুস্বাদু মাংস খায়নি। হেইম হাসলো তার দিকে তাকিয়ে।

'কি, বলেছিলাম না? খেতে দারুণ হবে!'

'আমি আর এক গ্রাসও মুখে তুলতে পারছি না,' পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললো মাইক। 'আমার পেট ভরে গেছে। ঘুম পাচ্ছে ভীষণ।'

'না এখন ঘুমানো চলবে না,' হেইম বললো, 'খাওয়া-দাওয়ার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে মাত্র, দ্বিতীয় পর্ব এখনো বাকি।'

একজন ট্র্যাপার একটা পাত্রে পানি ভরে আগুনে চড়ালো। অন্যরা গরুর হাড়গুলো বের করলো। ভাঙলো সবকটা হাড়। ভেতরের মজ্জা বের করে পাত্রে ঢাললো। যে ট্র্যাপারটা ক্যান্টিনে রক্ত ভরে নিয়েছিলো সে এবার ব্যাগ খুলে পাত্রে রক্ত ঢাললো। একটা কাঠি দিয়ে সজোরে ঘুঁটতে লাগলো ভেতরের পানি। দেখতে দেখতে স্যুপ তৈরি হয়ে গেল।

মাইকের সন্দেহ ছিলো স্যুপের স্বাদ নিয়ে, কিন্তু মুখে দিয়েই সন্তুষ্ট হলো সে।

স্যুপ পর্ব শেষ হলে ট্র্যাপাররা নিঃশব্দে পাইপ টানতে লাগলো। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিলো মাইকের, নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো সে।

পরদিন প্রচুর মোষের দেখা মিললো। মাইক জানতে পেলো তাদের আরো মাংসের দরকার। জেনেই আকুল হয়ে বসে রইলো সে শিকারের জন্য।

ডনের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ও। ছোটখাট একটা টিলা বেছে নিয়ে ওটার চূড়ায় উঠে গেল। সুবিধামতো জায়গায় ঘোড়াটা বেঁধে পজিশন নিয়ে রাইফেল তাক করলো একটি মোষের পালের দিকে।

মোষগুলো কয়েকশো' গজের মধ্যে এসে পড়লে মাইক উবু হয়ে শুয়ে পড়লো কনুইতে ভর দিয়ে। নিশানা করলো একটা হৃষ্টপুষ্ট মোষকে। উত্তেজনায় ঢিবঢিব করছে ওর বুকের ভেতরটা। ইতিমধ্যে আরো কাছে এসে পড়েছে মোষ। নিশানা স্থির রেখে ট্রিগার টিপলো সে। কিন্তু কোনো কাজ হলো বলে

মনে হলো না।

মোষটা এক চুলও নড়লো না। তাজ্জব হয়ে গেল মাইক। এটুকু দূরত্বে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কথা নয়। রাইফেল আবার রিলোড্ করে নিলো সে। নিশানা ঠিক করে ট্রিগার টিপলো।

এবারও কোনো কিছুই ঘটলো না। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না মাইক।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ নড়েচড়ে উঠে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করলো মোষটা। মাইক দেখলো, রক্তের ধারা গড়িয়ে নামছে ওটার নাক দিয়ে। খুশিতে নেচে উঠলো ওর মন। গুলি মিস্ হয়নি তাহলে। আবার রাইফেল রিলোড্ করলো সে।

মাইক উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মোষের পাল তাকে দেখতে পেলো। সাথে সাথে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। গুলি খাওয়া মোষটা দৌড়াতে গিয়ে সবার পেছনে পড়ে গেল।

সিকি মাইলের মতো গিয়ে থামলো মোষগুলো, শরীর ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো। মাইককে ধাওয়া করতে দেখে আবার ছুটতে শুরু করলো চারদিক ধুলোয় আচ্ছন্ন করে।

গুলি খাওয়া মোষটা কিছুদূর গিয়েই ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। মাইক ধরে নিলো নির্ঘাত মারা যাচ্ছে ওটা। সে একেবারে কাছে এসে পড়তেই তাকে চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো জানোয়ারটা, দৌড়াতে শুরু করলো আবার।

কিন্তু বেশি দূরে যেতে পারলো না। আবার পড়ে গেল। মাইক দ্রুত নিশানা ঠিক করে গুলি করতে যাবে, আবার উঠে

দৌড়াতে শুরু করলো মোষটা। দেখে রাগে গা জ্বলে গেল মাইকের। দাঁতে দাঁত চেপে তাড়া করলো সে।

ধাওয়া করতে করতে আরো চারবার গুলি করলো । চতুর্থ গুলি খাওয়ার পর মোষটা শেষবারের মতো লুটিয়ে পড়লো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মারা গেল।

মৃত মোষের পাশে এসে দাঁড়ালো মাইক। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, নির্জন প্রেইরিতে একা দাঁড়িয়ে সে। মোষের পিছু নিয়ে কখন দল ছেড়ে এতদূর চলে এসেছে টের পায়নি। অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো তার। সাথে সাথে ক্ষিধেয় মোচড় দিয়ে উঠলো পেট।

কোমরের ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে মোষের কাঁধের ঝুটির কাছ থেকে চামড়া ছাড়ালো সে। একখণ্ড মাংস কেটে নিলো, কিছু শুকনো খড়কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বাললো। তারপর ছুরির মাথায় মাংস খণ্ডটি গেঁথে ঝলসাতে লাগলো আগুনে।

পেট পুরে ঝলসানো মাংস খেলো সে। তারপর মোষটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তন্দ্রা নেমে এলো তার চোখেও।

'বাহ্! বেশ আরামেই আছো দেখছি,' কানের কাছে হেইমের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে তন্দ্রাভাব কেটে গেল তার, চোখ মেলে চাইলো সে। হেইম সামনে দাঁড়িয়ে।

মোষটার দিকে এগিয়ে গেল হেইম, ভালাভাবে পরীক্ষা করলো।

'প্রচুর বুলেট খরচ করেছো মনে হচ্ছে,' মাইককে বললো

সে। 'এবারও বুড়ো একটা মোষ জুটলো তোমার ভাগ্যে।'

'এটা কি করেছো?' মোষটার কাঁধের কাটা অংশের দিকে চোখ পড়তেই রেগে গেল হেইম।

'কেন? কি করেছি আবার?' মাইক অবাক হলো।

'এভাবে কেউ চামড়া খসায়? এভাবে মাংস কাটে? এতোদিন আমাদের সাথে থেকেও শিখলে না ব্যাপারটা?' একটু থেমে আবার বললো হেইম, 'এছাড়া তুমি আরো কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেছো। প্রথম ভুলটা হলো তুমি এমন এক জায়গায় তোমার ঘোড়া ফেলে এসেছো যেখান থেকে ইণ্ডিয়ানরা সহজেই ওটাকে পেয়ে যেতে পারে এবং পরে সেই সূত্র ধরে খোঁজাখুঁজি করে তোমাকেও ধরে ফেলতে পারে। যদি ওরা তোমাকে এভাবে একা পেয়ে যেতো তাহলে অবস্থাটা কি হতো ভেবে দেখেছো? আমি তোমাকে চালাক ভেবেছিলাম, মাইক, কিন্তু এখনও যথেষ্ট বোকা রয়ে গেছো তুমি।'

মোষটার শরীরের গুলিবিদ্ধ জায়গায় হাত রেখে হেইম বললো, 'দেখো, তুমি কোথায় নিশানা করেছো। তুমি জানো না মোষের হৃৎপিণ্ড থাকে নিচের দিকে, সামনের পায়ের পেছনটায়? অথচ তুমি গুলি করেছো কোথায়? কতো ওপরে, কাঁধের পেছনে।'

'দুঃখিত,' মাইক বললো। 'আমি জানতাম না।'

'এরকম আরো অনেক কিছুই এখনো তুমি জানো না। একের পর এক ভুল করেছো তুমি।'

হেইমের কথা শুনে চুপসে গেল মাইক। নিজেকে ভীষণ

অপরাধী মনে হলো।

'আমাদের এখন বাকি লোকজন খুঁজে নেয়া উচিত, কি বলো?' হেইমকে প্রস্তাব করলো সে।

'অস্থির হবার কিছু নেই। ওরা সবাই এসে পড়বে।'

কিছু সময় পরে অন্যরা এসে জড়ো হলো। ঘোড়া থেকে নেমে মাইকের দিকে এগিয়ে এলো সবাই। মাইক বুঝতে পারলো, তার কোনো ভুলই ওদের দৃষ্টি এড়ায়নি। অনেকের চোখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন লক্ষ্য করলো সে। কেউ কোনো কথা বলছে না। তবে সবাই যে ব্যাপারটা একভাবে নেয়নি, বোঝা যায়। সবচেয়ে তেতে আছে লালচুলো টিলটন। আপনমনে গজগজ করে বললো সে, 'মাইলের পর মাইল এগোতে হচ্ছে! কোনো পানি নেই, খাবার যোগ্য কোনো মাংস পাচ্ছি না, যত্তোসব! এ সবই একজন পুঁচকে ছোকরাকে সাথে নেয়ার ফল। আমি তখনই বলেছিলাম...'

'যথেষ্ট বলেছো তুমি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো হেইম, 'নাহয় ভুল করেছে মাইক, কিন্তু ভুল থেকে তো শিক্ষা নিলো। ভবিষ্যতে আর করবে না।'

'কি বলতে চাও তুমি?' ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলো টিলটন।

'বলতে চাই নিজের চড়কায় তেল দাও,' আঞ্চলিক ভাষায় টিলটনকে গাল দিলো হেইম।

রাগে ফোঁস করে উঠলো টিলটন। কোমরে বাঁধা খাপ থেকে চোখের পলকে বের করে আনলো ছুরি।

ছুরি চলে এলো হেইমের হাতেও। কিন্তু দুজন একে অপরের কাছে পৌঁছাঁর আগেই ডন এসে পড়লো মাঝখানে। দুজনের বুকে দুহাত রেখে ঠেলা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলো সে। 'অনেক হয়েছে,' বললো। 'সত্যি যদি তোমরা লড়তে চাও, খোলা মাঠ পড়ে রয়েছে, সেখানে যাও। গিয়ে যা ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু মনে রেখো, একবার যদি তোমরা লড়াইয়ের জন্য বাইরে যাও, তোমাদের আর ক্যাম্পে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই। চুলোয় যেতে পারো তোমরা।'

ডনের এ কথায় কাজ হলো। হেইম এবং টিলটন দুজনেই ছুরি কোমরে গুঁজলো। দেখতে দেখতে শান্ত হয়ে এলো পরিবেশ।

রাত গভীর হলো। সবাই শুয়ে পড়লো যার যার বিছানায়। কম্বলের তলায় ঢুকে গেল মাইক। তার পাশের বিছানায় শুয়ে ছিলো হেইম। 'ঘুমিয়ে পড়ো,' মাইককে বললো সে। 'আর কখনো আজকের মতো ভুল করো না।'

ছয়

বাফেলো কান্ট্রিতে প্রচুর মোষ মারলো ওরা। তারপর ওগুলোর চামড়া শুকিয়ে তা দিয়ে মোকাজিন তৈরি করে ঘোড়ার পায়ে পরানো হলো। আর বাড়তি চামড়া দিয়ে তৈরি করা হলো কয়েকটা ক্যান্টিন। এরপর আরো পশ্চিমে এগিয়ে চললো ওরা।

বালু আর পাথরময় কয়েক মাইল দীর্ঘ একটা প্রেইরি অতিক্রম করলো ওরা। শীঘ্রই এসে পৌঁছালো আরক্যান-সয়ে।

কিছুদূর এগোতে দেখা গেল, প্রশস্ত একটা নদী বয়ে চলেছে বালির বুক চিরে। দুই তীরে নানা রকমের গাছপালা, ছায়াঘেরা একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

মাইক নদী তীরের কাছাকাছি ঘন বালুময় একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলো, পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো হেইম, 'সাবধান মাইক, কুইকস্যাণ্ড! চোরাবালি!' শুনেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল মাইক, দূরে সরে এলো।

তিনদিন ধরে নদীটার তীর ধরে এগোলো ওরা, স্রোত অনুরসণ করে। অবশেষে এক জায়গায় এসে দেখতে পেলো শীর্ণ

হতে হতে খালের আকৃতি নিয়েছে নদীটা। গভীরতা নেই এখানে, বিভিন্ন জায়গায় চড়া জেগেছে। আরো একটু সামনে এগিয়ে ওদের চোখে পড়লো, তলা দেখা যাচ্ছে নদীর। হেঁটেই পার হওয়া যাবে অনায়াসে।

নদী পার হয়ে অপর তীরে সাইমারণ মরুভূমিতে এসে পড়লো ওরা। দেখলো, যেদিকে দু চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। সূর্যের আলোয় চিক চিক করছে, চোখ ঝলসে দিতে চাইছে।

কোনো প্রাণীর চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না, এমনকি কোনো কীট পতঙ্গ পর্যন্ত নেই কোথাও। বাতাসও স্থির হয়ে আছে। শুধু মাঝে-মধ্যে দু একটা দমকা ঝাপটা এসে বালু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধু ধু মরুভূমিতে সবুজের চিহ্ন বলতে শুধু আছে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত ছোটো ছোটো মরু ঘাস।

হাঁটতে গিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো ঘোড়াগুলোর। বার বার উত্তপ্ত বালিতে পা ডুবে যাচ্ছিলো। ধুলোবালি জমে ধূসর হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ঘোড়ার গা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড গরমে নিঃশেষিত হয়ে আসছে ওদের শক্তি। জিভ ঝুলে পড়েছে, মাথা সোজা করে রাখতে পারছে না।

দুঃসহ তাপে ট্র্যাপারদের শরীর শুকিয়ে পানি শূন্য হয়ে গেল। প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মাইক অনেকবার পানি খেতে চাইলো। তার ইচ্ছে হলো, ক্যান্টিনের সবটুকু পানি গলায় ঢেলে দেয়। কিন্তু পানির ভবিষৎ সংকটের কথা ভেবে ডন তাকে শুধু ঠোঁট ভেজাবার অনুমতি দিলো। তার গলা শুকিয়ে

কাঠ হয়ে রইলো।

মধ্য দুপুরে ওরা দেখলো, দূরে এক জায়গায় বালির বুকে চিক চিক করছে পানি। মনে হলো একটা বড় ঝর্না যেন জায়গাটা। প্রাণভরে পানি পান করার আশায় ওদিকে ঘোড়া ছোটালো মাইক। কিন্তু কয়েকশো গজের মধ্যে এসে পৌছাতেই ভোজবাজির মতো কোথায় মিলিয়ে গেল ঝর্নাটা। তাজ্জব বনে গেল সে। ঘুরতেই দেখলো, পেছনে এসে পড়েছে হেইম, হাসছে।

''ওটা মরীচিকা,' বললো সে। 'মরুভূমিতে ও রকম অজস্র দেখতে পাবে।'

যতোই বিকেল গড়াতে লাগলো, মরীচিকার সংখ্যা ততোই বাড়তে লাগলো। অবশেষে সন্ধ্যায় ক্যাম্প করলো ওরা একটা জায়গা বেছে নিয়ে।

ঘোড়াগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছিলো। সামান্যটাক পানি দেয়া হলো ওদের, ঘাসের আঁটি দেয়া হলো। পানি পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলো না ওরা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাসের আঁটি চিবোতে লাগলো।

ট্র্যাপাররা খাবার খেলো কম, পানি শেষ করলো বেশি। তারপর যার যার বিছানাপত্র পেতে চুপচাপ শুয়ে পড়লো। সারা দিনের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম নেমে এলো ওদের চোখে।

পরের দিনটা কাটলো আরো বিরক্তিকরভাবে। ঘোড়াগুলো আরো কাহিল হয়ে পড়লো, শ্লথ হয়ে এলো ওদের চলার গতি।

দুটো ঘোড়া পড়ে যাচ্ছিলো, কোনমতে ঠেকানো হলো ওদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা পড়েই গেল, আর উঠতে পারলো না। ওটার পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে আরেকটার পিঠে চাপানো হলো, তারপর গুলি করে মেরে ফেলা হলো মুমূর্ষু ঘোড়াটাকে।

পড়ন্ত দুপুরে ওদের থামতে হলো এক জায়গায় এসে। প্রান্তর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু এক পাহাড়। বোঝা গেল, ওটা একটা দিক-চিহ্ন। কয়েকটা দলে বিভক্ত হয়ে গেল ওরা। পাহাড় বেয়ে ওপরে রওনা হলো। অনেক্ষণ পর চূড়ায় পৌঁছালো। তারপর বিপরীত পাশ ধরে নেমে গেল নিচে।

পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে গেল। সমতলে পা রেখেই মাথা তুলে তাকালো ওরা পাহাড়টার দিকে। ওপাশ থেকে যতোটা মনে হয়েছিলো তারচেয়ে অনেক উঁচু। প্রায় হাজার ফুটের মতো হবে।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো সবাই। ডন সবার মধ্যে অবশিষ্ট পানি ভাগ করে দিলো। একনিঃশ্বাসে সবটুকু পানি খেয়ে নিল মাইক। তার মনে হলো দেহে প্রাণ ফিরে এসেছে। পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললো সে।

তরাইর কোথাও পানির কোনো চিহ্ন দেখতে পেলো না ওরা। হেইম মাইককে বললো হতাশ হবার কারণ নেই। আরো বেশ কয়েক ঘন্টা এগোলেই কাইমারণ উপত্যকায় পৌঁছানো যাবে। প্রচুর পানি মিলবে ওখানে।

প্রথম বারের মতো মাইক খেয়াল করলো, দুটো ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাকিগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ডন

বসে আপনমনে কি যেন নোট করছে। হেইম পাহাড় বেয়ে চূড়ায় উঠছে। হঠাৎ কি মনে হলো, হেইমের দেখাদেখি পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো সে।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিকে দৃষ্টি মেলে মুগ্ধ হয়ে গেল মাইক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে চারদিকে। স্যান্তা ফে'র বিস্তৃত সমতলের বুক চিরে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য পাহাড়। উত্তর দিকে তাকিয়ে ও দেখলো, অজস্র সুউচ্চ পর্বতের সারি যেন সুদূর দিগন্তে মিশে গেছে। হেইমের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো মাইক। 'ওটা রকি পর্বতমালা,' জানালো হেইম।

শহরে ঢোকার আগে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য ক্যাম্প করতে লেগে গেল ওরা স্যান্তা ফে পাহাড়ের ঢালে। খানিক বাদে একদল অশ্বারোহী পাহাড়ী সেনা এসে হাজির হলো। সংখ্যায় বিশজন হবে ওরা। অধিকাংশেরই পরনের কাপড় মলিন। কারো হাতে কোনো রাইফেল নেই, তবে কয়েকজনের হাতে শোভা পাচ্ছে এসকোপিটা, বা ষোল শতকের এক ধরনের স্প্যানিশ বন্দুক। কারো কারো হাতে আবার তীর-ধনুক। ওদের আচার আচরণ পছন্দ হলো না মাইকের।

দলপতি লোকটার পরনে স্বর্ণালংকার শোভিত একটা ইউনিফরম। তার স্পার এবং কোমরে বাঁধা পিস্তলে রূপোর প্রলেপ দেয়া। দেখতেও অন্যদের চেয়ে সুদর্শন, তার ঘোড়াটিও বেশ সুন্দর।

ডন ঘোড়া নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল সামনে। শুভেচ্ছা

বিনিময় করলো সেনাপতির সাথে। তারপর সেনাপতি কথা বলতে শুরু করলো, প্রায় বক্তৃতার ঢঙে। ডন মনোযোগ দিয়ে শুনলো। এদিকে ওদের কথা কিছুই বুঝতে না পেরে অধৈর্য হয়ে উঠলো ট্র্যাপাররা।

'আমাদের গ্রেফতার করতে এসেছে,' বুঝিয়ে বললো ডন, 'ও বলছে আমরা যেন আমাদের অস্ত্র সমর্পণ করি এবং তার পিছু পিছু যাই।'

শুনে বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠলো ট্র্যাপাররা।

'এই সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের গ্রেফতার করবে? ওকে বলে দাও, এরকম আরো কয়েকটা দল নিয়ে আসতে,' বিল্ উইলিয়ামস ফোড়ন কাটলো, 'এই দলটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবো আমরা।'

ডন আর সেনাপতি তাদের কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলো। এক পর্যায়ে ডন সিনেটর জর্জ মার্টিনের দেয়া কাগজপত্র বের করে দেখালো। মেক্সিকান সেনাপতি গুরুত্ব দিয়ে দেখলো। তারপর ওগুলো নিজের পকেটে চালান করতে নিলো। কিন্তু ডন খপ করে তার হাত ধরে ফেললো। ছিনিয়ে নিলো কাগজগুলো।

সেনাপতি হঠাৎ চিৎকার করে মেক্সিকান ভাষায় কি যেন বললো। পেটে স্পারের গুঁতো খেয়ে ছুটতে শুরু করলো তার ঘোড়া। দেখাদেখি তাকে অনুসরণ করে ঘোড়া ছোটালো বাকি সৈন্যরা।

'ওরা যাচ্ছে ওদের গভর্নরকে রিপোর্ট করতে। আবার ফিরে

আসবে। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গেল,' ডন ট্র্যাপারদের বোঝালো।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, কিন্তু মেক্সিকানদের আর পাত্তা নেই। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এসে পড়লো, অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো ট্র্যাপাররা।

অবশেষে পরদিন বিকেলে এসে হাজির হলো ছোটখাট শরীরের দুঃখী দুঃখী চেহারার এক লোক। নিজের পরিচয় দিলো সে গভর্নরের সেক্রেটারী হিসেবে। ওর আচার আচরনে সন্তুষ্ট হলো ট্র্যাপাররা। প্রত্যেকের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলো সে। রোব বিছিয়ে দেয়া হলো ওর জন্য, বসে পড়লো সে। তারপর কথা বলা শুরু করলো ডনের সাথে। ওদের মধ্যে একমাত্র ডনই মেক্সিকান ভাষা বোঝে এবং বলতে পারে। অনেক আগে তার একজন ব্যবসায়িক পার্টনার ছিলো মেক্সিকান, তার কাছ থেকেই ভাষাটা সে শিখেছে।

ঘন্টাখানেক পরে সেক্রেটারি চলে গেলে ডন সঙ্গীদের মুখোমুখি হলো।

'আমাদের ওরা হাজতে পুরবে না,' বললো সে, 'সিনেটর মার্টিনের নাম ওদের সমীহ আদায় করে নিয়েছে। অবশ্য আমাদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না পুরোপুরি। আমাদের ব্যাপারে নাকি ওদের ভিন্ন পরিকল্পনা আছে।'

এরপর সঙ্গীদের পরবর্তী করণীয় বুঝিয়ে দিলো ডন। ঠিক হলো, পরদিন সে মেক্সিকান গভর্নরের সাথে দেখা করতে যাবে। তাঁকে সবকিছু খুলে বলবে এবং সিনেটর মার্টিনের

চিঠিপত্র দেখাবে। এদিকে মেক্সিকান মিলিটারি গার্ডের অধীনে ট্র্যাপারদের দলটা এগিয়ে যাবে টাওসের দিকে। টাওস পৌঁছে ডনের জন্য অপেক্ষা করবে ওরা। ডন ওখানে ওদের সাথে মিলিত হবে। তারপর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে মেক্সিকান এলাকা ত্যাগ করবে ওরা।

ডনের প্রস্তাবে আপত্তি তুললো বিল উইলিয়ামস্। 'আমার মনে হয়, তোমার একাকী গভর্নরের সাথে দেখা করতে যাওয়া ঠিক হবে না,' বললো। 'একা পেলে ওরা তোমাকে হাজতে পুরে রাখবে।'

শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারলো ডন সবাইকে। সিদ্ধান্ত হলো, পরিকল্পনা মতো ডন টাওসে গিয়ে ঠিক সময়ে দলের সাথে যোগ না দিলে, বুঝতে হবে মেক্সিকানরা তাকে হাজতে পুরেছে। সে ক্ষেত্রে ট্র্যাপাররা ফিরে গিয়ে সিনেটর মার্টিনকে রিপোর্ট করবে।

'আমার মনে হয় না মেক্সিকানরা ঝামেলা বাধাতে চাইবে,' বললো ডন। 'ওদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুটা হলেও তো আছে। আমরা খামোকা ওদের এলাকায় আসিনি। আমাদের কাজটা সরকারি।'

পরদিন সকালে রওনা হবার আগে ডন দলের সদস্যদের উদ্দেশে বললো, 'যদি তোমরা সত্যি সত্যি আমার মঙ্গল চাও, তাহলে দোহাই কোনো গোলমাল বাধিও না।'

দুদিনের অবিরাম যাত্রার পর টাওসে এসে পৌঁছালো ট্র্যাপাররা। দু তিন ডজন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে অভ্যর্থনা

জানালো ওদের। ন্যাংটো, আধা-ন্যাংটো শিশুরা হৈ চৈ করে উল্লাস প্রকাশ করলো ওদের আগমণে। বিভিন্ন বাসা বাড়ির সামনে পুরুষ মানুষরা কেউ দেয়ালে হেলান দিয়ে, কেউ রেলিংয়ে বসে, কেউ বারান্দার সিড়িঁতে পা ঝুলিয়ে বসে অবাক দৃষ্টিতে দেখছে ওদের। অধিকাংশের গায়ে উজ্জ্বল রঙের কম্বল জড়ানো, মাথায় বড়সড় হ্যাট। অনেকেই সিগারেট ফুঁকছে। ঘর-বাড়ির ভেতর থেকে স্কার্ট পরা মহিলারা প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে দেখছে অচেনা অতিথিদের।

এগোতে এগোতে একটা ধুলোময় স্কোয়ারে এসে থামলো ওরা। গার্ড বাহিনীর চীফ লাফিয়ে নামালো ঘোড়া থেকে, এগিয়ে গেল চুনকাম করা সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর বাড়িটার দিকে। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দামী পোশাকে সজ্জিত মার্জিত চেহারার শশ্রুধারী এক ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে ফিরে এলো গার্ড কমাণ্ডার।

'অ্যালকেল্ড্,' মেক্সিকান ভাষায় বললো সে ট্র্যাপারদের উদ্দেশে, 'হাইয়েস্ট সিটি অফিসার।'

ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে খুশি হলো ট্র্যাপাররা। অত্যন্ত বিনয়ী এবং দয়ালু তিনি। ট্র্যাপারদের বললেন, ওরা যেন এ শহরকে নিজের শহর মনে করে। আশ্বাস দিলেন, এখানে স্বাধীনভাবে আনন্দ উপভোগ করতে পারে ওরা, কেউ কিছু বলবে না।

আস্তে আস্তে শহরের লোকজন আন্তরিক হয়ে আসতে

লাগলো। ছোটো ছোটো ছেলেরা তাদের ঘোড়া নিয়ে খেলতে চাইলো। বুড়োরা এসে নিজেদের বাড়িতে অতিথি হবার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু ট্যাপাররা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলো না, একত্রে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো।

সিটি অফিসার বিদায় নিলে ওরা সৈন্যদের পিছু পিছু এগিয়ে চললো।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাদের?' জানতে চাইলো হেইম।

'কাসা দে উসতিদেস্,' স্প্যানিশ ভাষায় বললো কমাণ্ডার, 'তোমাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে। সেনা ছাউনিতে।'

ভালো স্প্যানিশ না জানায় কথাটা বুঝতে পারলো না হেইম। আবার জিজ্ঞেস করলো সে, 'কোথায়? হাজতে?'

'আরে, না-না। কোয়ার্টেলে। মানে যেখানে সৈন্যরা থাকে।'

কোয়ার্টেলের একেবারে সামনে এসে থামলো ওরা। হেইম ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কবাটে হাত রেখে ভালো করে দেখে নিলো ভেতরটা।

'চলবে মনে হয়, বন্ধুরা,' পেছন ফিরে সঙ্গীদের উদ্দেশে বললো সে।

হেইমের কথা শুনে ট্যাপারদের সবাই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। স্যাডেল থেকে মালপত্র নামিয়ে রাখলো। খুলে নিলো স্যাডেল। তারপর প্রত্যেকে নিজ নিজ জিনিসপত্র নিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। একটাই মাত্র কামরা। খোলামেলা, সাদামাটা। তবে বেশ প্রশস্ত, অনেকটা হলঘরের মতো।

একটামাত্র দরজা, ছোটো ছোটো কয়েকটা জানালা চারদিকের দেয়াল জুড়ে। জানালাগুলোর ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। ছাদের এক কোণা থেকে একটা সরু চিমনি উঠে গেছে ওপর পানে। মেঝেটা মাটির, ধুলোময়। কোথাও কোনো আসবাবপত্র নেই। জানালাগুলোও কাঁধ সমান উঁচু করে তৈরি করা, যাতে যুদ্ধের সময় সৈন্যরা অস্ত্র তাক করতে পারে ঐ পথে।

ট্র্যাপাররা তাদের জিনিসপত্র দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে সাজিয়ে রাখলো। বিল উইলিয়ামস দরজায় পাহারায় বসলো রাইফেল হাতে। গ্রামের কিছু লোক গভীর কৌতূহল নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিলো, রাইফেল উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের ঠেকালো বিল। 'এটা এখন আমাদের জায়গা, বন্ধুরা,' বললো সে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, দুজন ট্র্যাপার সবসময় পাহারায় থাকবে। অন্যরা বেড়াতে বের হবে, তবে একা নয়, কমপক্ষে দুজন এক সাথে।

মিলিটারী গার্ডরা ফিরে গেল। ধীরে ধীরে ট্র্যাপাররা বুঝতে পারলো, এই এলাকার লোকগুলো সত্যিই বন্ধুবৎসল, অতিথিপরায়ণ এবং অমায়িক। রাজনীতি, চালবাজি, অহংকার, এগুলোর কোনো কিছুই নেই ওদের মধ্যে। অচিরেই সহজ হয়ে এলো ট্র্যাপাররা। তাদের মন থেকে ভয় ভীতি কেটে গেল। দরজায় পাহারায় ঢিলে পড়লো। এমন কি একটা সময় পরে, এক সাথে দুজন দুজন করে চলাফেরা করার কোনো প্রয়োজনই

আর অনুভব করলো না ওরা।

কয়েকদিন পর ডনের কাছ থেকে বার্তা এলো। সে লিখেছে, 'আমার কাজ ধীরলয়ে এগোচ্ছে। ফিরে আসতে দশ-পনেরো দিন লেগে যেতে পারে।'

পাল্টা বার্তা পাঠালো হেইম। 'তোমার কাজ যতোদিনে ইচ্ছে শেষ করো। যে রকম আরাম আয়েসের মধ্যে আছি, এখানে এক যুগ থাকতেও আপত্তি নেই আমাদের।'

একজন ট্র্যাপার বললো, 'আমরা যদি তাড়াতাড়ি ফিরে না যাই তাহলে শরৎকালীন শিকারটা ফসকে যাবে।'

কিন্তু কেউ তার কথায় আমল দিলো না।

সাত

সপ্তাহাধিক কাল পরে স্যান্তা ফে থেকে ফিরে এসে দলের সাথে যোগ দিলো ডন। নিউ মেক্সিকান গভর্নরের সাথে আলাপ করে সন্তুষ্ট হয়েছে সে। গভর্নর তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাদের স্বার্থ দেখবেন তিনি। আরো বলেছেন, ডনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গোপন দূত পাঠাবেন সিনেটর মার্টিনের কাছে। দূতের মাধ্যমে মেক্সিকোতে যাওয়া আসার সংক্ষিপ্ত এবং সহজতম পথের ম্যাপও পাঠাবেন। 'আমাদের দায়িত্ব শেষ। এখন আমরা শরৎকালীন শিকারের জন্যে ফিরে যেতে পারি,' ডন বললো সঙ্গীদেরকে।

পরদিন সকালে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপানো হলো। ওরা চলে যাবে শুনে গ্রামের লোকজন চারপাশে ভিড় জমিয়েছিলো। তাদের বিদায় জানালো ট্র্যাপাররা হাত নেড়ে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচু হয়ে ছোট্ট মেয়েদের গাল টেনে আদর করে দিলো। বিয়োগব্যাথায় কাতর দেখা গেল কিছু লোককে, কারো কারো চোখে চিক চিক করছে অশ্রু।

'অ্যাদিয়স, অ্যাদিয়স,' স্প্যানিশ ভাষায় বললো ওরা, 'বিদায়, বিদায়।'

স্যাংগর দ্য ক্রিস্তো পর্বতমালা অতিক্রম করে কলোর‍্যাডোর দিকে এগিয়ে চললো ওরা। পথে জীবজন্তুর মধ্যে চোখে পড়লো সামান্য কয়েকটা মোষ, বড় জাতের কিছু এবং কালো লেজঅলা ছোটো কয়েকটা হরিণ। তাছাড়া কোনো কোনো উঁচু পাহাড়ে সাইমারনের কয়েকটা এন্টিলোপ দলকে চড়ে বেড়াতে দেখা গেল।

আকাশ নির্মল। ফুরফুরে বাতাস গায়ে মেখে ট্র্যাপাররা একের পর এক পেরিয়ে যাচ্ছে উঁচু পার্বত্য ভূমি। তাদের বিশ্বাস জন্মাচ্ছে, এই এলাকায় কোনো শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে না তাদেরকে। তবু সতর্ক থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। ইণ্ডিয়ানদের ওত পেতে থাকার সম্ভাবনা আছে এরকম উঁচু পাহাড় বা এবড়োথেবড়ো উপত্যকা সামনে পড়লেই, কয়েকজন ট্র্যাপার আগে ভাগে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে নিলো চারপাশটা।

পড়ন্ত বিকেলে থামলো ওরা। ঘোড়াগুলো ক্ষুধার্ত ছিলো, খাওয়ানো হলো ওগুলোকে। বেশ কজন ট্র্যাপার বেরিয়ে পড়লো। চারপাশের এক বর্গমাইল এলাকা ভালো করে পরীক্ষা করে ফিরে এলো।

'ইণ্ডিয়ান অঞ্চল,' হেইম বললো মাইককে, 'তবে আমাদের একেবারে বেকায়দা অবস্থায় না পেলে আক্রমণ করবে না ওরা।'

হেইমকে সাথে নিয়ে শিকারে বেরুলো মাইক। ঘোড়া

ছুটিয়ে উঁচু পাহাড়ে উঠে গেল। এদিক ওদিক শিকার খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো মাইক। হঠাৎ ওপর দিকে এক পাহাড়ের গায়ে দৃষ্টি পড়তেই স্থির হয়ে গেল সে। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। একজন যুবক ইণ্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ বসে গভীর মনোযোগে দেখছে তাকে।

হেইমের দিকে তাকালো মাইক, দেখলো ধীরে ধীরে নামছে সে। 'নেমে পড়ো, মাইক,' বললো সে, 'সত্যি সত্যিই দেখছি অতিথিদের দেখা পাওয়া গেল।'

নামতে নামতে হেইমের একেবারে গা ঘেঁষে চলে এলো মাইক।

'ওরা কি সত্যি আক্রমণ করবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'করতেও পারে,' বললো হেইম, 'ইণ্ডিয়ানরা কখন কি করে বসে বোঝার কোনো উপায় নেই। হয়তো ঘোড়াগুলো কেড়ে নিয়ে যেতে চাইবে কিংবা আমাদের সর্বস্ব লুট করে সর্বস্বান্ত করে দেবে।' আরেকবার ওপরে তাকালো হেইম। 'মনে হচ্ছে কোনো ওঅর পার্টি ওটা, যুদ্ধে যাচ্ছে। কিংবা কোনো শিকার পার্টি। যাই হোক্, শিগগিরই জানতে পারবো আমারা।'

শিকার বয়ে আনার জন্য সাথে নিয়ে যাওয়া অতিরিক্ত ঘোড়াটাকে নিজেদের দুটোর সাথে একেবারে মুখোমুখি করে বাঁধলো হেইম। প্রত্যকটির একটি করে সামনের পা অপর দুটোর সামনের পায়ের সাথে বাঁধলো, তারপর মাইকের

মুখোমুখি হলো।

'যা বলি মনোযোগ দিয়ে শোনো, ছেলে,' বললো ও। 'একজন ইণ্ডিয়ানের কাছে ঘোড়া যেমন লোভনীয় বস্তু তেমনি স্কাল্পও। তবে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওগুলো পাওয়ার চেষ্টা করার মতো বোকা নয় ওরা। জানে এই জিনিসটার কাজ কি'—নিজের রাইফেলের দিকে ইঙ্গিত করলো হেইম, 'এটাকে দারুণ ভয় পায় ইণ্ডিয়ানরা। তবে ওরা এও জানে, একটা গুলিবিহীন রাইফেল খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই যাই ঘটুক, আমি যতোক্ষণ পর্যন্ত না বলবো এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে বুলেট নষ্ট করো না। বুঝেছো?'

'কিন্তু গুলিই যদি না করি, নিজেদের বাঁচাবো কিভাবে আমরা?' হেইমের কথায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলো মাইক।

'সেটা পরে দেখা যাবে। এখন রাইফেলটা তাক করে প্রস্তুত থাকো। যখন দেখবে ইণ্ডিয়ানটা তীর বা ঐ জাতীয় কিছু ছুঁড়তে যাচ্ছে, বাঁচার আর কোনো উপায় নেই, কেবল তখনি গুলি করবে। এখন তুমি ঘোড়াগুলোর ওপাশে অবস্থান নাও, আমি এ পাশে আছি।'

মাইক নিজের অবস্থান নিলো। দেখতে দেখতে এক ডজনের মতো ইণ্ডিয়ান এসে ঐ ইণ্ডিয়ানটার সাথে যোগ দিলো। তারপর সবাই একযোগে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে আসতে লাগেলো ওদের দুজনের দিকে। চারশো গজ দূরত্বের মধ্যে এসে হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো ওরা। দেখতে দেখতে একেবারে কাছে এসে গেল। সর্বশাক্তিতে চিৎকার করছে

সবাই। একশো গজের মধ্যে এসে পড়তেই বিদ্যুৎ বেগে পজিশন নিয়ে রাইফেল তাক করলো মাইক।

মাইকের পরপর হেইমকে রাইফেল তাক করতে দেখেই চট করে কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল ইণ্ডিয়ান দলটা, ওদের ঘোড়াগুলো সামনের দুপা আকাশ পানে তুলে ডানে বাঁয়ে অস্বাভাবিক ভাবে ছুটোছুটি করতে লাগলো। তাল সামলাতে না পেরে অনেক ইণ্ডিয়ান ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে, পরমুহূর্তে উঠে চড়ে বসলো বাহনের পিঠে।

'এখন তোমার পালা, মাইক,' বললো হেইম। 'এমনভাবে রাইফেল তাক করবে যাতে মনে হয় গুলি করতে যাচ্ছো, কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি ট্রিগার টিপে বসো না।'

মাইক দেখলো কিছু কিছু ইণ্ডিয়ান আপাদমস্তক চামড়ার আলখাল্লা পরে আছে। প্রত্যেকেরই লম্বা চুল, মুখে উল্কি। কয়েকজনের হাতে শোভা পাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র, তবে বেশির ভাগের হাতেই তীর-ধনুক।

আবার রাইফেল তাক করলো মাইক। তাক করার ভঙ্গি দেখেই আবার ছিটকে পড়লো ইণ্ডিয়ানরা মাটিতে, ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ডানে বাঁয়ে ছুটতে লাগলো। শুধু একজন যুবক ইণ্ডিয়ান অসমসাহসে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলো। ডান হাতে ধরা তীরটা কানের পেছনে নিয়ে এলো সে, এখনই ছুঁড়বে। বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন নেই চেহারায়। একেবারে কাছে এসে গেল সে, ছুঁড়ে দিলো তীরটা হেইমকে লক্ষ্য করে।

'ফায়ার!' চিৎকার করে বললো হেইম। গর্জে উঠলো

মাইকের রাইফেল। গুলির শব্দে চি-হিঁ-হিঁ রবে ওপর দিকে দুপা তুলে লাফ দিলো ঘোড়া, ইণ্ডিয়ানটা পড়ে গেল মাটিতে। পরক্ষণে উঠে আবার চড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

'রাইফেলে গুলি ভরে নাও, মাইক, জলদি,' বললো হেইম। 'ওদের সব কটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।' রণধ্বনি করে উঠলো সে, 'হাউউ-উ-উ।'

ইণ্ডিয়ানদের দিক থেকেও প্রতিধ্বনি হলো, 'হাউউ-উ-উ।'

আবার ধেয়ে এলো ওরা। তবে এবার ওদের দুজনের খুব কাছে এলো না। ঘোড়ার পিঠে বসেই আশ্চর্য দক্ষতায় মাটিতে পড়ে থাকা সঙ্গীকে তুলে নিলো, তারপর চম্পট দিলো পেছন ফিরে।

ওরা নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলে হেইম মাইকের পিঠ চাপড়ে দিলো। 'গুড্ বয়,' বললো সে। 'এবার তুমি শিখলে কিভাবে ইণ্ডিয়ানদের মোকাবেলা করতে হয়। একটাই দুঃখ ওদের কারো মাথা পাওয়া হলো না তোমার।'

হেইম ঘুরতেই মাইক দেখলো তার পিঠে গেঁথে রয়েছে একটা তীর। তীরটার গোড়ার দিকটায় ঝুলছে পালক। চুঁইয়ে চুঁইয়ে চিকন ধারায় রক্ত গড়িয়ে নামছে। ওর জন্য ভীষণ কষ্ট হলো মাইকের।

ওরা দলে ফিরে এলে কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। ডন এবং বিল উইলিয়ামস্ হেইমকে ধরে বসালো। ডন গায়ের জোরে টেনে তীরটা বের করতে গেল, কিন্তু পারলো না।

'এভাবে হবে না,' হেইম বললো, 'ফলা গেঁথে গেছে। মাংস কেটে বের করতে হবে।' মাইক দেখলো, এ রকম অবস্থায়ও ওর চেহারায় যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই, দিব্যি আপনমনে পাইপ টানছে।

হান্টিং নাইফ দিয়ে গভীর ভাবে হেইমের পিঠের মাংস কাটলো ডন, বের করে আনলো তীরটা। এবার বোধ হয় ভীষণ যন্ত্রণা হলো হেইমের, জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো সে দাঁত-মুখ খিঁচে। বিল উইলিয়ামস্ রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার জন্য ক্ষতস্থানে বিভরের ফার বেঁধে দিলো।

এক সপ্তাহ পরে দু তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল ট্র্যাপারদের দলটা। ঐকমত্যে পৌঁছালো ওরা, পরের গ্রীষ্মে হেনরী ফর্কে মিলিত হবে সবাই আবার। ওখানে পিটার সিমনের সাথে দেখা করবে ওরা। সিমন যদি কথা রাখে এবং তার পণ্য সামগ্রীর দাম যদি চড়া না হয় তাহলে তার সাথে ব্যবসা করবে ওরা। আর বনিবনা না হলে সেন্ট লুইয়ে ফিরে যাবে।

মাইক, হেইম আর ডন এক দলে রইলো। অল্প সময় পরে রওনা হলো ওরা, তবে এগোতে লাগলো খুব ধীরে। ওদের বাঁয়ে সুউচ্চ পর্বতসারি। সূর্যের আলো পড়ে চিক চিক করছে ওগুলোর গা। ওরা জানে, এসব পর্বতের মধ্যে পথ খুঁজে বের করে সেই পথ ধরে এই এলাকা অতিক্রম করতে হবে ওদের।

জঙ্গলঘেরা অপেক্ষাকৃত নিচু পর্বতগুলোর দিকে এগিয়ে চললো ওরা। পথ চলতে সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো ছোটো বড় অসংখ্য পাথর। সবচেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করলো পরস্পরের গা

জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো গাছপালাগুলো।

প্রত্যেকটা রিজের মাথায় উঠে থামলো ওরা। হেইম এবং ডন ঘুরে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলো। ডনকে একটা দুরবীন উপহার দিয়েছিলেন মেক্সিকান গভর্নর, সেটা চোখে লাগিয়ে দূরের জায়গাগুলোও পরীক্ষা করে নিলো সে।

বিকেলে থামলো ওরা। মোটামুটি সুরক্ষিত একটা ঢালু উপত্যকায় আগুন জ্বাললো, রান্না হলো। খাওয়া দাওয়া সেরে ঘোড়াগুলোকেও খাওয়ালো ওরা। তারপর মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলো আবার। এগিয়ে চললো সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা। সন্ধ্যায় ভালোমতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প করলো। ধোঁয়া ওঠে না একরম শুকনো কাঠ জ্বেলে আগুন ধরালো। রান্নাবান্না শেষ করে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো চুপচাপ।

পরদিন খাওয়া দাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়তে হলো ওদের। মাংসের মজুদ ফুরিয়ে গেল। শিকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো।

এবার পাহাড় পর্বতের মাঝে গিরিপথ খুঁজে বের করার কাজে নামতে হলো ওদের। কাজটা ভীষণ জটিল। ঘোড়াগুলো ওপরে উঠতে পারছে না, বহু কষ্টে সামলান হলো ওগুলোকে। শিকার করতে গিয়েও সমস্যা দেখা দিলো। পার্বত্য উপত্যকাগুলো বড় বড় পাথরে ভরা, পাথরগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে আবার জায়গায় জায়গায় বয়ে চলেছে পাহাড়ি ঝর্না।

পাথর. ঝোপঝাড় কেটে ওপরে উঠতে গিয়ে এক জায়গায়

এসে থামতে হলো ওদের। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক পাথর। হতোদ্যম হয়ে সেদিনের মতো যাত্রায় বিরতি টানলো ওরা।

পরের দিন তৃতীয় বারের চেষ্টায় বিরাট পাথরটা অতিক্রম করে আসতে পারলো ওরা। তারপর এসে পড়লো আরেক পাথরময় উপত্যকায়। তবে প্রচুর ঘাস, গাছগাছালি এবং ফুল রয়েছে বালির বুকে। বসন্তের পরশ লেগে গাছপালায় নতুন পাতা গজাচ্ছে।

এগোতে এগোতে ওদের মনে হলো বিস্তীর্ণ এই উপত্যকার যেন কোনো শেষ নেই। ডানে বাঁয়ে শুধু পর্বত। ঘোড়াগুলো হাঁপিয়ে উঠলো, পা সচল রাখা ওদের জন্য ক্রমশ কষ্টকর হয়ে পড়লো।

হেইম আগে আগে এগোচ্ছিলো, হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল তার, 'পেয়ে গেছি! ঐ যে পাস্!'

মাইক ও ডন দৃষ্টি মেলে দেখলো এই উপত্যকাটি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই অপেক্ষাকৃত নিচু আরেকটি নীলাভ উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। সেটার গা ঘেঁষে আবার চলে গেছে অসংখ্য পাহাড়ের সারি।

'এটাই আমাদের কাঙ্খিত জায়গা,' নতুন উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করে বললো হেইম। 'মনে হচ্ছে প্রচুর বিভার মিলবে এখানে। আমি নিশ্চিত, এখনো কোনো শ্বেতাঙ্গের পা পড়েনি এদিকটায়।'

বেশ কয়েক হাজার ফুট নিচে নেমে নতুন উপত্যকায় এসে

পৌঁছালো ওরা। পা দিয়েই ওদের মনে হলো, ওপর থেকে যে রকম মনে হয়েছে আসলে পুরোপুরি সে রকম নয় জায়গাটা। এটা সবুজ ঘাস, ফুল, লতাপাতায় আচ্ছাদিত বিস্তৃত একটা প্রেইরি। পাহাড় থাকায় জায়গায় জায়গায় ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে। পাহাড়গুলো ক্রমশ নিচে একটা নদীর দিকে নেমে গেছে।

উত্তর দিক ধরে এগিয়ে গেল ওরা। নদীর কিনার ঘেঁষে একটা ঘাসময় জায়গা বেছে নিয়ে হেইম বললো, 'ক্যাম্প করার উপযুক্ত জায়গা।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্র নামানো হলো। নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো মাইক। নদীটা বেশ গভীর, কিন্তু আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি। অনেক নিচে চলাচলরত মাছগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেলো সে। দ্রুত বয়ে যাচ্ছে স্রোত।

মগ্ন হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে ছিলো সে, ঘোর কাটলো যখন হেইম এবং ডন এসে দাঁড়ালো পাশে।

'কিছু সময়ের জন্য তোমার ওপর ক্যাম্প দেখাশোনার দায়িত্ব দিতে হচ্ছে, মাইক,' ডন বললো। 'আমরা দুজন বেরুচ্ছি। ধারেকাছে কোনো ইণ্ডিয়ানের চিহ্ন আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। সাবধানে থেকো।'

দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওরা দুজন দুদিকে। হেইম উত্তরে, ডন দক্ষিণে। মাইক ক্যাম্পে ফিরে এসে মালপত্রের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লো রাইফেল হাতে। পাখির কলরব এবং নদীর কুলুকুলু ধ্বনি ছাড়া চারদিক নিরব,

নিথর।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে অদ্ভুত শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালো সে। ডানহাত চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। কিন্তু যা দেখলো, হাসি পেলো ওর। একটা রাজহংসী ডানা ছড়িয়ে পানিতে ছুটোছুটি করছে, চারপাশে ভিড় করে আছে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো। কয়েকটা বাচ্চা তীরে ওঠার চেষ্টা করছে। ওদের মাথার ওপর বারবার একটা ঈগল চক্কর দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এলো। একসময় ফিরে এলো হেইম ও ডন। হেইম একটা হরিণী শিকার করে স্যাডেলে বেঁধে নিয়ে এসেছে। ওরা জানালো, ইণ্ডিয়ানদের সামান্য চিহ্ন দেখা গেছে। তাছাড়া ভালুকের চিহ্নও চোখে পড়েছে। রাজহাঁস আর পাতিহাঁসে ভরা একটা লেকও আছে অদূরে, এবং এর কাছেপিঠে প্রচুর বিভার রয়েছে। খুশিতে চিক্ চিক্ করে উঠলো ওদের চোখমুখ। এরকম একটা শিকারবহুল জায়গা খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায়ই এতদিন ছিলো ওরা।

আট

আস্তানার চারদিক ভালো ভাবে পরীক্ষা করে ওরা নিশ্চিত হলো, এখানে ইণ্ডিয়ানদের পদচিহ্ন পড়েছে সর্বশেষ এক বছর আগে। তবু সতর্ক রইলো সবাই। হালকা জঙ্গলে ঘেরা একটা জায়গার মাঝখানে ক্যাম্প করলো।

চতুর্থ দিনের শেষে পুরো এলাকা সম্বন্ধে ওদের মোটামুটি ভালো ধারণা হয়ে গেল। জায়গাটা সত্যিই অদ্ভুত। এর তিনদিকে ঢোকার রাস্তা, প্রত্যেক রাস্তায়ই ওরা দেখলো ইণ্ডিয়ান ট্রেইলের চিহ্ন, যেগুলো প্রায় বছরখানেক যাবত অব্যবহৃত। অদূরের নদীটা একটা উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলেছে দক্ষিণে। দুই তীরে অজস্র পাথর। উপত্যকার একদিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ পাহাড়ের সারি, সুরক্ষিত করে রেখেছে উপত্যকাটাকে।

ডন হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল নদীর দিকে । তীরে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে পরনের কাপড়-চোপড় ছাড়লো। ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে, অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে এগিয়ে

গেল দক্ষিণে।

'ও আসলে দেখতে যাচ্ছে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে নদী,' হেইম বুঝিয়ে বললো মাইককে। 'এটা জানতে পারলে প্রত্যেকটা পথ সম্বন্ধে আমাদের জানা হয়ে যাবে। ফলে বুঝতেই পারছো, শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের মাথা বাঁচানো সহজ হবে আমাদের জন্য।'

আধঘন্টা পরে সাঁতার কেটেই ডন ফিরে এলো আবার। তীরে উঠে ঠক্ ঠক্ করে কাপঁতে লাগলো শীতে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিলো, তারপর এক লাফে চড়ে বসলো ঘোড়ায়।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়া হাঁকিয়ে শরীর গরম করে ফিরে এলো ও। রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নেমে কাছে এসে বললো, 'নদীটা দেখে এলাম। একটা জলপ্রপাতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

পরদিন ওরা নদী তীরের কাছাকাছি অ্যাসপেন গাছ ঘেরা একটা জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প করলো। কয়েকদিন ধরে গাছের লম্বা লম্বা ডালগুলো কাটলো। সেগুলোর সাথে আরো লতাপাতা এক করে মাঝারি সাইজের একটা কেবিন তৈরি করে ফেললো। দিনের পরিশ্রম শেষে খেয়ে দেয়ে গিয়ে ঢুকলো কেবিনের মধ্যে। হেইম এবং ডন পা ছড়িয়ে শুয়ে পাইপ টানতে লাগলো আপনমনে। মাইকের ভালো লাগলো না এভাবে সময় কাটাতে। নদীতীরটা পছন্দ হয়ে গিয়েছিলো তার, সেদিকে বেরিয়ে পড়লো ও।

নদীতীরে এসে একটা বড়সড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে

বসে পড়লো। নদীর নীলাভ স্বচ্ছ স্রোতধারা, বিভিন্ন বর্ণের বেলে পাথর, তারাশোভিত চন্দ্রালোকিত রাত আনমনা করে তুললো ওকে।

পঞ্চম দিনে খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগলো ওরা। তারপর ফাঁদ পাতার কাজে লেগে গেল। সারা দিন ধরে নদীর পানিতে, তীরে, এখানে-ওখানে সুবিধামতো জায়গায় ফাঁদ পাতলো।

প্রচুর শিকার ধরা পড়লো ফাঁদে। বেশির ভাগই বিভার। দেখতে দেখতে প্রচুর বিভার পশম জমা পড়তে লাগলো ওদের সংগ্রহে, কাঁচা পশমগুলোকে রোদে শুকালো, তারপর একটা শুকনো জায়গায় স্তূপ করে রাখলো।

ট্র্যাপিং শেষ হলে হিসেব করে দেখলো মোট ষাটটা চামড়া এসেছে ওদের সংগ্রহে।

'প্রত্যেকটা চামড়া আমরা ছয় ডলারে বেচতে পারবো,' বললো ডন। 'আর কোনো চামড়া যদি বেশি উন্নতমানের হয় তাহলে সেটার জন্য নয় ডলার পাওয়া যাবে।'

যতো দিন যেতে লাগলো, ঋতু এবং আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকলো। ঘাসের রং বাদামি হচ্ছে। এলক, হরিণ, মোষ এবং অন্যান্য শিকার দ্রুত নিচু জায়গার দিকে সরে যাচ্ছে। পুরো উপত্যকা জুড়ে ঝাঁক ঝাঁক নতুন পাখির আগমন ঘটলো। দক্ষিণের দিকে উড়ে বেড়াতে লাগলো পাখিগুলো। মাঝে মাঝে ওদের কেবিনের কাছাকাছি কিছু মোষের আনাগোনা ঘটলো।

আসন্ন শীতে ওদের করণীয় কি হবে, এ নিয়ে আলোচনায়

বসলো হেইম এবং ডন। হিসেব করে দেখা গেল এরই মধ্যে প্রচুর চামড়া জমা হয়ে গেছে ওদের, সবগুলো ঘোড়ার পিঠে চাপানোর পরও কিছু চামড়া ফেলে রেখে যেতে হবে। তাছাড়া খাবার হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুকনো মাংস এবং আগুন জ্বালানোর উপযোগী কাঠ ছাড়াও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু মজুদ হয়ে গেছে। এখন ওদের উচিত ফিরে গিয়ে বাকি ট্র্যাপার এবং বন্ধুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ানদের সাথে মিলিত হওয়া। যা কিছু সংগ্রহ করা গেছে, সঙ্গে নিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ, বন্ধুবান্ধবহীন জায়গা ছেড়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়াই ওদের জন্য উত্তম।

শিকার পর্ব শেষ হলে পরের কটা দিন চামড়া দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করার কাজে লেগে পড়লো ওরা। বাকস্কিন বানালো, মোকাসিন তৈরি করলো পায়ে দেয়ার জন্য।

দেখতে দেখতে আবহাওয়া আরো চরম রূপ নিলো। পাহাড় পর্বত তুষারে ঢাকা পড়ে কাচের মতো স্বচ্ছ বর্ণ ধারণ করলো, নদী এবং আশেপাশের ঝর্নার পানি জমে বরফ হয়ে গেল। স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি আর শোনা গেল না। পাথরগুলো বরফে ঢাকা পড়ে গেল। আস্তে আস্তে প্রাণের চিহ্ন লোপ পেতে লাগলো সর্বত্র।

ঘোড়া নিয়ে সমস্যায় পড়লো ওরা। পুরো উপত্যকা বরফে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় প্রাণীগুলোর খাদ্যাভাব দেখা দিলো। অসহায়ের মতো বরফের ফাঁকে ফাঁকে মুখ ডুবিয়ে নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাস খুঁজে বেড়াতে লাগলো ওরা। ওদের প্রধান খাদ্য

কটনউড্ পাছের বাকল জোগাড় করতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হলো তিন ট্র্যাপারকে।

জানুয়ারি মাসে অবস্থা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করলো। প্রচণ্ড শীতের দাপটে টিকে থাকা মুস্কিল হয়ে পড়লো। মধ্য দুপুরেও সূর্যের মুখ দেখা মেলে না এখন। ঘন কুয়াশার ফলে দিন এবং রাতের পার্থক্য বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। হাঁটতে গিয়ে পায়ে মোকাসিন থাকা সত্ত্বেও বরফের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো ট্র্যাপারদের পা। কাজকর্ম সারার জন্য মোষের শিং দিয়ে ল্যাম্প তৈরি করে আলোর ব্যবস্থা করে নিলো ওরা, শুকনো চর্বি গলিয়ে ল্যাম্পগুলোর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলো।

হেইমের তত্ত্বাবধানে বাকস্কিন দিয়ে হান্টিং শার্ট তৈরি করলো মাইক, পায়ের আচ্ছাদন তৈরি করলো। হান্টিং শার্ট গায়ে চড়িয়ে, আচ্ছাদন পায়ে সেঁটে নিজেকে সত্যিকারের ট্র্যাপার মনে হলো তার। হেইম এবং ডনও পুরনো পোশাক ছেড়ে সদ্য তৈরি নতুন পোশাক পরে নিলো।

দিন যতো গড়াতে লাগলো, উপত্যকার প্রকৃতি এবং পরিবেশের সাথে ততো একাত্ম হতে লাগলো ওরা। ছোট্ট কেবিনটা নিজেদের ঘরের মতোই আপন হয়ে গেল ওদের। খাবার জন্য সব সময় কিছু না কিছু মাংস চুলায় রাখা হয় আজকাল। খাওয়া দাওয়ার সময়টা ছাড়া বাকি সময়টা প্রচণ্ড শীতের দাপটে চামড়া মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে ওরা বিছানায়।

অবশেষে বসন্ত এসে গেল একদিন। সূর্যতাপে পর্বত,

গাছপালা এবং পাহাড়ের গা থেকে বরফ গলতে লাগলো। বরফমুক্ত হয়ে অনেক পাথর গড়িয়ে পড়লো নিচে। নদীর কুলুকুলু শব্দ আবার শোনা গেল। জমে শক্ত হয়ে থাকা শিকারের মাংস আবার নরম হয়ে এলো।

অবস্থা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে এলে মাইক একদিন রাইফেল নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লো। পশ্চিম দিকে চলে যাওয়া একটা পাহাড়ের কাছে এসে দেখলো, শীতকালীন আশ্রয় ছেড়ে প্রায় আধডজন মোষ আবার ফিরে আসছে উপত্যকায়। মোষগুলোকে মনে হলো বুনো। পা টিপে টিপে মাইক ওগুলোর দিকে এগিয়ে চললো নিজেকে আড়াল করে। কিন্তু অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করার পরই হঠাৎ করে আবহাওয়া বদলে গেল। বাতাস বেশি মাত্রায় শীতল হয়ে এলো, ফলে বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে কুয়াশার রূপ নিলো, ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেল চারদিক। পঞ্চাশ গজের অধিক দূরত্বের সবকিছু দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। মোষগুলোকে আর দেখা গেল না। তবু দিক অনুমান করে এগিয়ে চললো মাইক। বেশ কিছুদূর এগোবার পর ঝাপসা দেখতে পেলো, মোষগুলো আসছে। একটা মোষকে কোনোমতে নিশানা করে ট্রিগার টিপলো। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল জানোয়ারটা, এপাশে ওপাশে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে চিরতরে স্থির হয়ে গেল।

দূর থেকে মাইকের মনে হলো, গায়ে তুষার জমে সাদা হয়ে আছে মোষটা। একেবার কাছে এসে দেখলো, আসলে ওটা

একটি সাদা মোষ। তাও আবার মাদি। দেখে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলো সে। সাদা মোষ সচরাচর কেউ মারে না।

যেমন হঠাৎ করে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, তেমনিই আবার ভালো হয়ে গেল। বাতাস হালকা হয়ে এলো, কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ হেসে উঠলো।

আপনমনে মৃত মোষটাকে পরীক্ষা করলো মাইক। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল ওর। অশ্বারোহী ইণ্ডিয়ানদের ছোটো একটি দল খুব কাছে থেকে নীরবে জরিপ করছে তাকে।

হৃৎকম্পন বেড়ে গেল মাইকের, কিন্তু মনের জোর হারালো না। পিতামহ গেইল লরেন্স, কর্নেল বুন এবং অন্যান্য সাহসী মানুষদের বীরত্বগাথার কথা মনে পড়ে গেল ওর। তাঁরা যদি অসমসাহসের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে পেরে থাকেন, সে কেন পারবে না? সেতো গেইল লরেন্সেরই নাতি।

ওর রাইফেলে গুলি নেই, তবু ঘাবড়ালো না সে। প্রয়োজনের মুহূর্তে বুদ্ধি খাটানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলো। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে থেকে একজন সাংকেতিক ভাষায় তাকে ডাকলো, বাধ্য ছেলের মতো এগিয়ে গেল সে। ওরা সংখ্যায় আটজন। যতোই কাছাকাছি হচ্ছে, ততোই অবাক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে ওরা। প্রত্যেকটা ইণ্ডিয়ানই বেশ দীর্ঘদেহী, সুদর্শন। সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ইণ্ডিয়ানটার চেহারাও বেশ মায়াকাড়া, চোখের মণি দুটো বাদামি। মাথার ঠিক মাঝখানে সিঁথি কেটে লম্বা চুলগুলোকে দুভাগ করে বিনুনী করেছে।

বেল্টঅলা বাফেলো জোব্বা পরে আছে বুড়ো। মুখে লাল রঙের প্রলেপ। কপালের দু পাশে, চুলের ঠিক নিচে বিভিন্ন ডিজাইনের উল্কি আঁকা। তবে সবচেয়ে' বড় উল্কিটা কপালের ঠিক মাঝখানে, টকটকে লাল একটা সূর্য, রশ্মি বিকিরণ করছে। ভালুকের নখ দিয়ে তৈরি একটা মালা পরে আছে বুড়ো গলায়। যে ঘোড়াটার স্যাডেলে বসে আছে, সেটার পিঠে বুনো বেড়ালের চওড়া চামড়া বিছানো। বুড়োর জোব্বার ভাঁজে শোভা পাচ্ছে দুটো স্মুথবোর বন্দুক।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটলো। তারপর দুজন যুবক ইণ্ডিয়ান ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলো মাইকের দিকে। দুজনেই বাকস্কিন পরিহিত। কাঁধে ঝুলছে তীর ধনুক। মাইকের দু পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা।

অসহায় বোধ করলো মাইক। এ অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করার কোনো উপায় খুঁজে পেলো না সে। রাইফেলে গুলি নেই, ছুরিটাও ফেলে এসেছে ঘোড়ার পিঠে কোটের পকেটে।

ইণ্ডিয়ান দুজন তার হাত দুটো বাঁধলো পিছমোড়া করে। ঠিক সে সময় অন্য এক ইণ্ডিয়ান হঠাৎ অদ্ভুত এক শব্দ করলো মুখ দিয়ে। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠলো মাইকের ঘোড়া, আছড়ে ফেললো তাকে মাটিতে। যুবক ইণ্ডিয়ান দুজনের একজন দৌড়ে এলো তার দিকে, হাতে উদ্যত ছুরি। দু চোখ বন্ধ করে ফেললো মাইক, আঘাত হজম করার জন্য শরীর-মনকে প্রস্তুত করলো। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে ছুরিটা এসে লাগলো হাতের বাঁধনে, কেটে গেল বাঁধন। ইণ্ডিয়ানটা

তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো প্রত্যেকটা ইণ্ডিয়ান। যুবামতো দুজন দৌড়ে ছুটে গেল নদীর দিকে। খানিক বাদে ওরা ফিরে এলো মুঠো ভর্তি ঘাস নিয়ে। চীফ তাদের হাত থেকে ওগুলো নিয়ে আগুন জ্বাললো। কাঁচা ঘাস পুড়ে কড়া ধোঁয়া উঠতে লাগলো। চীফ সেই ধোঁয়ার মধ্যে দু হাত রেখে এমন ভঙ্গি করলো যেন নদীর পানিতে হাত ধুচ্ছে।

এবার ছুরি হাতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সর্দার। ছুরিটা বাড়িয়ে ধরলো সূর্যের দিকে। মিনিট খানেক পরেই মোষটার কাছে এগিয়ে গেল, মুখের ভেতর ছুরি চালিয়ে জিহ্বাটা কেটে নিয়ে এলো। এবার একে একে অন্য ইণ্ডিয়ানরা প্রথমে তাদের হাত এবং পরে ছুরি জলন্ত ঘাসের আগুনের মধ্যে ঘুরিয়ে আনলো। মোষটার চারদিক ঘিরে বসলো ওরা, সতর্কতার সাথে চামড়া ছাড়াতে লাগলো। কাজ শেষ হলে চীফ আবার উঠে দাঁড়ালো, হাতে ধরা জিহ্বাটা সূর্যের দিকে তুলে ধরলো, 'হে সূর্য পিতা!' ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় বললো সে, 'আমি এই প্রাণীটাকে তোমার উদ্দেশে সঁপে দিচ্ছি। ওকে গ্রহণ করো। ও তোমারই।'

দুজন যুবক ইণ্ডিয়ান মোষের চামড়াটা টেনে একটা ঘোড়ার স্যাডেলে তুললো। চীফ মাইককে তার রাইফেল ফিরিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। এগিয়ে চললো উপত্যকার নিচে সমতল ভূমিতে। বাকি সব ইণ্ডিয়ান ঘোড়ার লাগাম হাতে হেঁটে হেঁটে অনুসরণ করলো দলপতিকে। সমস্বরে কোরাস

গাইতে লাগলো। পেছনে পড়ে রইলো মোষের চামড়াবিহীন মৃতদেহ।

একটু পর মাইক দেখলো, বড় রকমের একটি দল এগিয়ে আসছে এই ইণ্ডিয়ান দলটির সাথে যোগ দিতে। নিজেদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে সে খেয়াল করলো, পুরো এলাকাটা ব্ল্যাকফুট ইণ্ডিয়ানদের দখলে চলে গেছে।

মাইকসহ ট্র্যাপারদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ইণ্ডিয়ানরা। যুবকমতো দুজনকে ঘোড়াগুলোর পাহারায় রেখে বাকি সবাই ক্যাম্প পরীক্ষা করতে লেগে গেল। ফাঁদ পাতার সরঞ্জাম, শুকনো মাংস, বন্দুক, গান পাউডার, গুলি–ট্র্যাপারদের সবকিছুই ঘেঁটে দেখলো ওরা, তারপর নিজেদের দখলে নিয়ে নিলো।

লুটতরাজ শেষ হলে বুড়ো সর্দার মুখের সামনে মোষের জিহ্বাটা ধরে উচ্চস্বরে কি যেন বললো। সাথে সাথে ইণ্ডিয়ানরা যে যেখানে ছিলো, এসে জড়ো হলো নেতার চারপাশে। সমস্বরে কোরাস গাইতে শুরু করলো।

মাইক হঠাৎ দেখলো, ক্যাম্পের কাছ ঘেঁষে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে হেইম এবং ডন। পাইপ টানছে। ওদিকে এগিয়ে গেল সে। তাকে দেখেও গম্ভীর হয়ে রইলো ওরা।

'কি হয়েছে তোমাদের?' মাইক বললো, 'অমন গোমড়া মুখ করে বসে আছো কেন?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডন পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'ওরা

জুটলো কোত্থেকে? তুমি ওদের সাথে লড়তে গিয়েছিলে নাকি?'

'না,' মাইক বললো। 'আমি একটা সাদা মাদি মোষ মেরেছি। তার পরপরই হঠাৎ করে কোত্থেকে এসে উদয় হলো ওরা। বোধহয় গুলির শব্দ পেয়েছিল।'

'বিপদ শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারলাম না। ভাগ্য খারাপ,' ডন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো।

ডনের কথা শেষ হতে না হতেই ইণ্ডিয়ান দলটা বিভক্ত হয়ে গেল। ছ'জন মাতব্বর গোছের বয়োবৃদ্ধ লোককে সাথে নিয়ে বুড়ো সর্দার এসে থামলো ট্র্যাপারদের সামনে। তারপর সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে লাগলো। সে বোঝালো, তাদের কাছে সাদা মোষ একটি পবিত্র প্রাণী। যার মালিক মহা পরাক্রমশালী দেবতা সূর্য। যে এই প্রাণীকে হত্যা করবে, সে এই প্রাণীর মতোই পবিত্র বলে গণ্য হবে। এমনকি সে যে গোত্রের লোক হবে সেই পুরো গোত্রটাই পবিত্র বলে গণ্য হবে।

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালো চীফ, দলে ফিরে গেল সঙ্গীদের নিয়ে। ঠিক এ সময় উপত্যকার ওপরের দিক থেকে অজস্র মানুষের কোলাহল শোনা গেল। দেখা গেল, মহা হৈ চৈ করতে করতে এগিয়ে আসছে আবালবৃদ্ধবনিতার একটা দল। তাদের সাথে ঘেউ ঘেউ করতে করতে আসছে একপাল কুকুর। সামনে পেছনে অবিরাম হৈ চৈ-র চোটে দায় হয়ে উঠলো কান পাতা। কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেল, আসলে কোরাস গাইছে ইণ্ডিয়ানরা। তাদের হাত সূর্যের দিকে প্রসারিত।

গান শেষ হলে ইণ্ডিয়ান দলটা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো

চারদিকে। কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের নিচে সমতলে অজস্র ইণ্ডিয়ান কুটির দেখা গেল। কুঁড়েগুলো থেকে নীল রঙের ধোঁয়া না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ইণ্ডিয়ানরা। ধোঁয়া উঠতে দেখেই ট্র্যাপারদের সমস্ত বিভার ফার নিজেদের ঘোড়ায় তুলে নিলো ওরা, সাথে নিলো লুট করা অন্যান্য সব জিনিস। তারপর চলে গেল। সর্বস্ব হারিয়ে ট্র্যাপাররা একাকী, অরক্ষিত অস্থায় পড়ে রইলো। পরনের কাপড় এবং মাইকের গুলিহীন বুন রাইফেলটাই এখন তাদের একমাত্র সম্বল।

ক্যাম্পের ভেতরে এসে আগুন জ্বাললো ট্র্যাপাররা। ডন এবং মাইক চুপচাপ বসে রইলো। আগুন পোহাতে পোহাতে কথা বলে চললো হেইম। 'এ যাত্রায়ও আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম। সম্ভবত তা মাইকের জন্যই। ও যদি ওদের কাছে পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে গণ্য না হতো, এতোক্ষণে কি হতো আমাদের ভেবে দেখেছো? তীরবিদ্ধ লাশ পড়ে থাকতো।'

'ওদেরকে মোটেও সুবিধেজনক মনে হয়নি আমার,' ডন বললো, 'হিংস্র ব্ল্যাকফুট গোত্রের লোক ওরা।'

রাত নেমে এলো। খাওয়ার জন্য কিছুই রইলো না ওদের হাতে। ইণ্ডিয়ানরাও কোনো সাহায্য নিয়ে এলো না। শীতবস্ত্রহীন অবস্থায় প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে একটা তিক্ত রাত্রি অতিবাহিত হলো ওদের।

নয়

সাদা মোষ শিকার করে মাইক ব্ল্যাকফুটদের কাছে একজন পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলো বটে, কিন্তু তবু সে এবং তার দুই সঙ্গী অনিশ্চিত এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে গেল, তাদের কাছে খাবার নেই, পানি নেই, কিচ্ছু নেই। এমনকি কোনো হাতিয়ারও নেই। কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না ওরা। ঐ রাত অনাহারে কাটলো ওদের।

পরদিন দুপুরের একটু আগে ইণ্ডিয়ানদের একটি দলকে আসতে দেখা গেল। সেই বুড়ো চীফ রয়েছে সবার সামনে, কয়েক কদম এগিয়ে। অলংকারশোভিত বাকস্কিনে আবৃত তার পুরো শরীর । একটা ঢোলা জোব্বা ঝুলছে তার ঘাড়ে। জোব্বাটার গলার দিকে আটকানো একটা মোষের মাথা। চীফের পেছন পেছন হেঁটে আসছে একজন যোদ্ধা। পালক ঘেরা দীর্ঘকায় একটি পাইপ ধরা তার হাতে, অন্য হাতে এক অদ্ভুত জিনিস। জিনিসটি চারদিকে কালো পালক দিয়ে সেলাই করা একটি লাল কাপড়ে আবৃত। তার পেছন পেছন আসছে আরো

চার পাঁচজন, যাদের প্রত্যেকের কপালে শোভা পাচ্ছে ঈগলের পালকে তৈরি শিরস্ত্রাণ। 'আমার মনে হয় ওরা আমাদের জন্য নাস্তা নিয়ে আসছে,' হেইম বললো, 'সাথে হয়তো গতরাতের খাবারটাও।'

একেবারে কাছে এসে পড়লো দলটি। সর্দার দীর্ঘকায় পাইপটা ডান হাতের মুঠোয় নিয়ে, শূন্যে বাড়িয়ে ধরলো হাতটা। 'শান্তি চিহ্ন,' হেইম বললো, 'ওরা আমাদের সাথে শান্তির আলাপ করতে চায়।'

তিনজন ট্র্যাপারই এক সঙ্গে উঠে এগিয়ে গেল। কিন্তু ওল্ড চীফ হাত ইশারায় হেইম এবং ডনকে পিছিয়ে যেতে বললো, মাইককে এগিয়ে আসতে বললো। 'তোমার সাথেই কথা ওদের,' মাইকের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললো হেইম, 'ভেবে চিন্তে উত্তর দেবে।'

'আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো,' মাইক বললো।

অদূরেই বসে পড়েছিলো ওল্ড চীফ, মাইক এগিয়ে গিয়ে তার ডান পাশে বসলো। একজন ইণ্ডিয়ান পাইপে তামাক ভরলো, কয়লা পুরলো, জোরে জোরে টেনে কল্কেতে ধোঁয়া তুলে ফেরত দিলো চীফের হাতে। চীফ কিছুক্ষণ পাইপ টানলো। তারপর হঠাৎ ওটার মুখটা সূর্যের দিকে তুলে ধরলো। 'হে সূর্যদেব! তোমার মনের কথা আমাদের প্রকাশ করো,' অদ্ভুত ব্ল্যাকফুট ভাষায় প্রার্থনা করলো সে। তারপর পাইপটা বাড়িয়ে দিলো মাইকের দিকে।

মাইক পাইপটা মুখে লাগিয়ে টানতে যাবে এমন সময়

মাথার ওপরের একটা গাছের পাতা থেকে একটা শিশির বিন্দু টপ করে পড়লো কল্কের মধ্যে। ভিজে গিয়ে জ্বলন্ত তামাকটা প্রায় নিভু নিভু হয়ে এলো। ভীতির সঞ্চার হলো প্রত্যেকটা ইণ্ডিয়ানের চোখে মুখে। কালো হয়ে গেল চীফের চেহারা। কিন্তু ধৈর্য হারালো না মাইক। অগাধ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিঃশব্দে কোমরের পাউচ থেকে ডনের ভাঙা টেলিস্কোপের লেন্স বের করলো সে। তারপর সূর্যরশ্মির দিকে এমনভাবে ধরলো যাতে সূর্যরশ্মি লেন্সে প্রতিফলিত হয়ে কল্কের তামাকের ওপর পড়ে। এক মুহূর্ত পরেই নিভু নিভু তামাকটা আবার শুকনো হয়ে এলো, জ্বলতে লাগলো আগের মতো। মাইক মুখ দিয়ে জোরে জোরে টানলো পাইপটা যাতে গনগনে লাল হয়ে ওঠে কল্কের ভেতরটা। তারপর পাশে বসা ইণ্ডিয়ানের দিকে চালান করে দিলো সে পাইপটা।

ইণ্ডিয়ানরা জীবনে কোনদিন এরকম কাণ্ড দেখেনি। বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠলো তাদের। ওরা বুঝতে পারলো না কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। জীবনে বার্নিং গ্লাস দেখেনি ওরা, নামও শোনেনি। ওরা ভাবলো, মাইক সবচেয়ে ক্ষমতাবান দেবতা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেছে পাইপটা জ্বালিয়ে দেবার জন্য, আর সূর্য তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন।

মৃদু একটা গুঞ্জন উঠলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে।

'জিনিসটা লুকিয়ে ফেলো মাইক, কুইক,' পেছন থেকে চাপা স্বরে বললো হেইম, 'যাতে আসল রহস্যটা ওরা ধরতে না পারে।' মাইক বার্নিং গ্লাসটা চোখের নিমেষে চালান করে

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দিলো পাউচে।

এদিকে পাইপ টানার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবার হাত বদল হলো ওটি।

বুড়ো চীফ কথা বলতে শুরু করলো মাইকের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। 'সূর্যদেব তোমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন,' বললো চীফ। 'উনি তোমার পিতা।'

একটুক্ষণের জন্য চুপ রইলো চীফ, তারপর আবার মাইকের চোখে চোখে তাকালো। 'এদিকে করছোটা কি তুমি?'

'আমরা ট্র্যাপিং করছি। বিভার ধরছি।'

'এটা আমাদের জায়গা। বিভারের মালিকও আমরা।'

'আমরা বুঝতে পারিনি। কিভাবে বুঝবো? অনেক খুঁজেও তোমাদের কোনো চিহ্ন পাইনি।'

'এটা আমাদের জায়গা। সাদা চামড়ার লোকেরা আমাদের শত্রু।'

'কেন?'

একথায় গম্ভীর হয়ে গেল সর্দারের মুখ। 'সাদারা আমাদের শত্রুদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। ক্রো গোত্রের কাছে প্রচুর বন্দুক দেখা গেছে। অ্যাসিনিবইন এবং ফ্ল্যাটহেডদের হাতেও এখন প্রচুর অস্ত্র। তোমরা কেন ওদের অস্ত্র দিলে?'

মাইক একথার জবাব খুঁজে পেলো না। চুপ করে রইলো সে। এই সময়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ গান গাইতে শুরু করলো হেইম। গানের বাণীগুলোর ছলে সে মাইককে

বললো, 'সর্দারকে বলো সে সময় ক্রো এবং ফ্ল্যাটহেডরা আমাদের ধারেকাছেই ছিলো। তাই অস্ত্র পেয়েছে ওরা। ব্ল্যাকফুটরাও যদি তখন থাকতো তারাও অস্ত্র পেতো। কিন্তু তারা সে সময় অনেক দূরে ছিলো। ওকে বলো অ্যাসিনিবইনরা আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র পায়নি, পেয়েছে হাডসন বে'র লোকজনের কাছ থেকে। বলো, ওরা আমাদেরও শত্রু। বলো, ব্ল্যাকফুটরা আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র পেতে পারে যদি তারা ফারগুলো আমাদের ফেরত দেয়।'

মাইক হেইমের শেখানো বুলি যখন চীফের কাছে পুনরাবৃত্তি করলো হেইম তখন এলোমেলো ভাবে গান গেয়ে গেল।

'ও কি গাইছে?' চীফ প্রশ্ন করলো মাইককে।

'ও তুমি বুঝবে না,' মাইক বললো। 'আমাদের নিজস্ব গান।'

হেইম গান থামাতেই মাইক বললো, 'আমাদের শত্রু ভেবে ভুল করো না। আমরা তোমাদের শত্রু নই। সূর্যদেব আমাদের বন্ধু। তাকে রাগিও না।' বলতে বলতে মাইক তার ডান হাতটা হঠাৎ বাড়িয়ে ধরলো শূন্যে। মুঠোর মধ্যে ধরা সেই বার্নিং গ্লাস। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই বার্নিং গ্লাস থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়লো চীফের ডান হাতের পিঠে।

'অ্যাঁই-এঁ-ওহ্!' ভীত, আতঙ্কিত হয়ে আর্তচিৎকার করে উঠলো চীফ হাতে আগুনের ছ্যাকা লাগতেই। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, সঙ্গীদেরকে নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো।

'ওয়া!' হেইম খুশিতে মাইকের পিঠ চাপড়ে দিলো,

'বুদ্ধিটা তোমার মাথায় এলো কি করে?'

'হঠাৎ করেই,' মাইক বললো।

ওর কথা শেষ হতেই দেখা গেল, দুজন ইণ্ডিয়ান মহিলা পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। ওদের হাতে খাবার এবং শীতবস্ত্র। দেখে খুশিতে পরস্পরের পিঠ চাপড়ালো ওরা।

পাঁচদিন পর একজন দূত পাঠিয়ে ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো মাইককে। নির্দেশ মান্য করা ছাড়া কিছুই করার ছিলো না মাইকের। ক্যাম্পে পৌঁছে সে দেখলো, তার বধ করা সাদা মোষটাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে একদল ইণ্ডিয়ান। সমস্বরে কোরাস গাইছে ওরা। চামড়াহীন মোষের গায়ে স্থানে স্থানে বসানো হয়েছে অদ্ভুত সব অলংকার।

মোষটাকে এনে রাখা হলো ঠিক সে যায়গায়, যেখানে ওটাকে মেরেছিল মাইক। খুলে নেয়া চামড়াটা ঝুলিয়ে রাখা হলো। বুড়ো সর্দার বিড়বিড় করে মাইককে বললো, যেহেতু সে মোষটাকে মেরেছে কাজেই ওটার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। সে কারণেই ডেকে আনা হয়েছে তাকে।

শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের পর ট্র্যাপারদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বসলো ইণ্ডিয়ানরা। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালো এক যুবক ইণ্ডিয়ান। বেশ লাবণ্যময় চেহারা তার।

চীফ নিজের ছুরি দিলো কিয়াস্যাক্স নামের সেই যুবকটিকে। এগিয়ে এলো কিয়াস্যাক্স ট্র্যাপারদের দিকে। ছুরি

বসিয়ে তিনজনের বাহু থেকেই রক্ত বের করে আনলো সে ইঞ্চিখানেক করে কেটে। গড়িয়ে রক্ত নামতে লাগলো ওদের ক্ষতস্থান থেকে। ভেঙে গেল আসর। ফিরে এলো ট্র্যাপাররা নিজেদের ক্যাম্পে।

কিয়াস্যাক্সকে বড় রকমের সম্মান দেয়া হলো। সবচেয়ে সম্মানিত ইণ্ডিয়ানের জন্য সংরক্ষিত ছিলো একটি কুটির, সেটি ব্যবহারের অনুমতি পেলো সে।

নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে পালাবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো ট্র্যাপাররা। শেষমেষ ঠিক করলো, শীত পুরোপুরি কেটে গিয়ে বসন্ত এলে পালানোর চেষ্টা করা যাবে। আপাতত পালাবার চেষ্টা করা উচিত হবে না। সে রকম কিছু করতে গেলেই বিপদ হতে পারে। বসন্তে ইণ্ডিয়ানরা দূরদূরান্তরে বেরিয়ে পড়ে শিকারে, সেই সময়টাতে পালানো সুবিধেজনক হবে। সে পর্যন্ত ভাগ্যকে মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা।

মাইকের বুন রাইফেল, টমাহক কুঠার এবং টেলিস্কোপের সেই বার্নিং লেন্স ছাড়া আর কোনো সহায় সম্বল নেই ওদের কাছে। ইণ্ডিয়ানরা হেইম এবং ডনের সবকিছুই লুট করে নিয়ে গেছে। কিন্তু মাইকের সব জিনিসে হাত দেয়নি ওরা, শুধু তার গান পাউডার এবং কার্তুজগুলো নিয়ে গেছে।

একদিন ওরা সিদ্ধান্ত নিলো ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পে বেড়াতে যাবে, ভেতরে ঢুকে দেখে আসবে তাদের জীবনযাত্রা। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে ক্যাম্পের প্রবেশপথে একজন পাহারাদার

ইণ্ডিয়ান বাধা দিলো হেইম আর ডনকে। ওদের দুজনকে ক্যাম্পে ফিরে যেতে বললো পাহারাদার। মাইককে বললো এই নীতি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেহেতু সে তাদের কাছে পবিত্র ব্যক্তি। প্রবেশাধিকার পেয়ে ইণ্ডিয়ান ভিলেজে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলো মাইক।

পল্লীতে ঢোকা মাত্রই তাকে ঘিরে ধরলো ছোটো ছোটো বাচ্চারা। একদল কুকুর তাকে ঘিরে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো। মাইক বাচ্চাদের গাল টেনে আদর করলো, তাদের সাথে মিশলো ঘনিষ্ঠজনের মতো। নিজেদের মধ্যে আলাপরত কিছু যুবতী এবং বয়স্ক মহিলা তাকে দেখে চুপ মেরে গেল।

পুরুষরা তাকে দেখে তেমন পাত্তা দিলো না। শুধু বাচ্চারা এবং কুকুরগুলো তার প্রতি আগ্রহ দেখালো। বেশ কিছু সুন্দরী তরুণী তাকে দেখছিল, তার সাথে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে মাইক বুঝলো, ক্যাম্পের গৃহস্থালি যাবতীয় কাজকর্ম মহিলারাই করে। যথেষ্ট কর্মঠ ওরা। সে দেখলো, পুরুষরা গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে, তামাক টানছে। মনে হচ্ছে ভীষণ আলসে ওরা, করার মতো কোনো কাজ নেই ওদের। কিন্তু ও শুনেছে, আসল যে কাজ, খাদ্য সংগ্রহ করা, তাতেই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকে পুরুষরা। তীর ধনুক সজ্জিত হয়ে শিকার করতে বেরিয়ে যায় ওরা দলে দলে, শিকার করে ফিরে এসে আড্ডায় বসে। তাছাড়া ওরা ঘোড়দৌড়, তীরন্দাজি, এসব ক্রীড়া-কৌতুক নিয়েও মেতে থাকে।

একদিন মাইক দেখলো, দু বছরের একটি ইণ্ডিয়ান ছেলেকে নদীর তুষারাচ্ছন্ন পানিতে গোসল করাচ্ছে তার বাবা কি আশ্চর্য! এরকম হিমশীতল পানি সত্ত্বেও উৎফুল্ল মনে গোসল উপভোগ করছে বাচ্চাটা। মাইক বুঝলো, জন্মের পর থেকেই তীব্র শীতের মোকাবেলায় অভ্যস্ত হয়ে যায় প্রতিটি ইণ্ডিয়ান।

আরেকদিন সে দেখলো, তার চোখের সামনে দিয়ে বছর তিনেক বয়সের এক ইণ্ডিয়ান ছেলে তুষারের ওপর দিয়ে নদীর দিকে হেঁটে গেল, তারপর পা পিছলে পড়ে গেল নদীতে। কোনো রকম দ্বিধা না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে নদীতে, বুকে করে শিশুটিকে তুলে আনলো তীরে। এরপর কি করবে বুঝে ওঠার আগেই সে দেখলো কম বয়েসী সুন্দরী এক মহিলা একজন পুরুষসহ এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। পুরুষটাকে চিনতে পারলো মাইক। কিয়াস্যাক্স নামের সেই যুবক। ও বুঝলো, এই মহিলা কিয়াস্যাক্সের স্ত্রী।

এক ঝটকায় মহিলা শিশুটিকে নিজের বুকে টেনে আনলো মাইকের কাছ থেকে। পাগলের মতো চুমু খেলো অনেকবার, তারপর স্বামীর কাছে দিলো। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ফিরে যেতে লাগলো কিয়াস্যাক্স, পেছন পেছন তার স্ত্রী। এদিকে ভিজে কাপড়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো মাইক একাকী দাঁড়িয়ে। কিয়াস্যাক্স এবং মহিলাটি একবারও ভাবলো না তার কথা, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলো না। মনে মনে কষ্ট পেলো মাইক, মানুষ এতো অকৃতজ্ঞ হতে পারে!

এরপরও ইাঙয়ান পল্লীতে মাইক বেশ কয়েকবার মুখোমুখি

হলো কিয়াস্যাক্সের, কিন্তু প্রতিবারই লোকটা এমন ভাব করলো যেন তাকে চেনেই না।

কয়েকদিন পর দুপুরে এক পাহাড়ের নিচে ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে হাঁটছিলো মাইক, হঠাৎ খরগোশের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো। ডাক অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেই সে দেখলো হঠাৎ করে লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কিয়াস্যাক্স। মাইক বুঝতে পারলো, কিয়াস্যাক্সই আসলে এরকম খরগোশের মতো ডেকেছে। কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। কিয়াস্যাক্স এগিয়ে এসে তার ডান হাতটা ধরে নিজের হৃৎপিণ্ড বরাবর পেটের ওপর চেপে ধরলো। তারপর দ্রুত সাংকেতিক ভাষায় তার ছেলেকে উদ্ধারের জন্য মাইকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো আন্তরিকভাবে। বললো, শিশুটি তার একমাত্র সন্তান। পানির নিচের দানবরা তার সন্তানকে তাদের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। এরকম একটা ব্যাপার ঘটবে, তার স্ত্রী অনেকবার স্বপ্নে দেখেছে। তারা পানির নিচের দানবদের দমন করার জন্য তাবিজ করেছিলো, কিন্তু দানবদের ক্ষমতা তাদের তাবিজের চেয়ে বেশি হওয়ায় কোনো কাজ হয়নি। কিয়াস্যাক্স জানালো, এখন সে বুঝতে পারছে সাদা লোকদের ক্ষমতা পানির দানবদের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে দানবরা তার সন্তানকে কেড়ে নিতে পারেনি। 'তোমার কাছে সারা জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ আমি,' কিয়াস্যাক্স বললো।

প্রায় সমবয়েসী একজন বন্ধু পেয়ে খুশি হলো মাইক। কিয়াস্যাক্স তার সাথে দেখা করে লুকিয়ে। সে জানালো, যেহেতু

ব্ল্যাকফুট গোত্র সাদা লোকদেরকে তাদের শত্রু হিসেবে ভাবে, কাজেই শত্রুর সাথে প্রকাশ্যে মেলামেশা করা কোনো ব্ল্যাকফুটের জন্য নিষিদ্ধ। আর এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার শাস্তি ভয়াবহ।

দিন যতো গড়ালো, মাইক এবং কিয়াস্যাক্সের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হলো, একজন আরেকজনকে আরো ভালোভাবে বুঝলো, জানলো। প্রথম দিকে সাংকেতিক ভাষায় ভাব বিনিময় করতো ওরা। কিন্তু ধীরে ধীরে কিয়াস্যাক্স মাইককে তাদের ভাষা শেখালো। মাইকও তাকে ইংরেজি শেখানোর অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু খুব একটা সফল হলো না।

কিয়াস্যাক্স মাইককে অনেক কিছু শেখালো। সে তাকে বাতাসে বিচরণকারী অদৃশ্য মানুষের কথা বললো। বোঝালো, এ সব মানুষ কিভাবে অলৌকিকভাবে বৃষ্টি এবং বিজলি নিয়ে আসে। কিভাবে কোনো কারণ ছাড়াই গাছপালা, নদী, মাটি, ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে। কিভাবে আকাশে বিকট আওয়াজগুলো শোনা যায়। মাইক বুঝলো, ভূমিকম্প এবং বজ্রপাতের কথা বলছে সে।

কিয়াস্যাক্সের কাছে আরেকদিন মাইক জানতে চাইলো ওরা তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমে মুখ খুলতে চাইলো না ইণ্ডিয়ান, কিন্তু ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে রাজি করালো মাইক। সে বললো, মাইকের জীবন নিরাপদ। সূর্যদেব স্বয়ং তার প্রতিরক্ষায় আছেন। মাইকের ক্ষতি হলে সূর্যদেব বিরূপ হবেন। তাই কেউ তাকে ঘাঁটাবে না। তবে সে জানে না, ঠিক

কি মর্যাদা তাকে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে গ্রেট কাউন্সিল মিটিংয়ে বসে সিদ্ধান্ত নেবে।

'আমার সঙ্গীদের কি হবে?' মাইক জানতে চাইলো। 'বসন্তকালীন শিকার পর্ব শেষ হবার পর পরই ওদেরকে হত্যা করা হবে,' জানালো কিয়াস্যাক্স।

খবরটা শুনে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো হেইম এবং ডনের কপালে। সিদ্ধান্ত হলো, যতো শিগগির সম্ভব পালাতে হবে। ওরা মাইককে জিজ্ঞেস করলো সে পালাতে রাজি কি না।

'অবশ্যই,' মাইক জবাবে বললো, 'ইণ্ডিয়ানদের কাছে পবিত্র ব্যক্তি হয়ে পড়ে থাকতে চাই না আমি তোমাদেরকে ছেড়ে। মরলে তিনজন একসাথে মরবো, বাঁচলে একসাথে বাঁচবো।' এরপর কিয়াস্যাক্সের সাথে তার বন্ধুত্বের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট করলো সে।

'অবশ্যই কিয়াস্যাক্স তোমার একজন ভালো বন্ধু,' বললো হেইম। 'সে তোমার জন্য প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না। তবে গোত্রের আইন-কানুন লঙ্ঘন করে তোমার জন্য কিছু করবে না। যা করার ওদের নিয়ম নীতির ভেতরে থেকেই করবে।'

'ও কি তোমার সাথে তার ছুরি বদল করতে চেয়েছিলো?' হেইম জিজ্ঞেস করলো। 'হ্যাঁ,' মাইক জানালো, 'তবে আমি রাজি হইনি। ওই ছুরিটা আমার দাদুর স্মৃতি, তাই বদল করতে চাইনি।'

'একজন ইণ্ডিয়ান কারো সাথে ছুরি বদল করা মানে সারা-জীবনের জন্য তাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। আমার

কথাটা রাখো, ছুরি বদল করো তার সাথে। দেখো, এরপরে কি হয়।'

মাইক কিয়াস্যাক্সকে প্রস্তাবটা দিতেই সানন্দে রাজি হলো সে। দুটো ছুরি দিয়েই সে পালা করে নিজের এবং মাইকের বাহুর একটা স্থানে ইঞ্চিখানেক লম্বা করে কেটে দিলো। রক্ত দিয়ে ধুয়ে নিলো ছুরি দুটো। কিন্তু মাইক যখন জানালো হেইম এবং ডন তার ভাইয়ের মতো এবং তাদের জীবনকে বিপন্ন অবস্থায় রেখে সে নিজে নিরাপদে থাকতে চায় না, তখন বিস্ময়ে বেশ আড়ষ্ট হয়ে গেল কিয়াস্যাক্স। মাইক তাকে বোঝালো, সঙ্গীদের সাথে অবশ্যই তাকে পালাতে হবে। বড়ো রকমের কোনো সাহায্য চাইলো না সে কিয়াস্যাক্সের কাছে, শুধু বললো, তাদের লুট হয়ে যাওয়া গোলাবারুদগুলো এনে দিতে। শুনে কিয়াস্যাক্স বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না।

'কোনো ইণ্ডিয়ানই তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, ভাই,' শেষে বললো সে। 'তুমি আমাদের কাছে নিরাপদ। কিন্তু যে সাহায্য তুমি চাইছো সেটা যোগাতে গেলে আমার ভীষণ বিপদ হবে।'

'ওরা জানবে কিভাবে যদি তুমি ওদেরকে না বলো?' মাইক বললো, 'তুমি শুধু সুযোগ বুঝে আমাদের গোলাবারুদ ফেরত দেবে। কেউ কিছু জানবে না।'

'তা হয় না, মাইক। আমার লোকেরা যদি টের পায় তাহলে সত্য আমাকে স্বীকার করতেই হবে। মনের মধ্যে মিথ্যে পুষে রাখা আমাদের স্বভাবে নেই। তা ছাড়া ধরা পড়লে, আমার জীবনও যদি দিতে হয় তোমার জন্য, দিতে কুণ্ঠা বোধ করবো

না আমি। কিন্তু আমার সাথে সাথে নিতি-কানি এবং আমাদের ছেলেকেও মেরে ফেলবে ওরা। কাজেই এই অনুরোধ তুমি করো না, বন্ধু।' বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো কিয়াস্যাক্স, দেখাদেখি তার স্ত্রীও।

মাইকের কাছ থেকে সবকিছু শুনলো হেইম এবং ডন। 'কিয়াস্যাক্স যে এরকমই একটা কিছু বলবে, জানতাম আমি,' হেইম বললো।

ওরা ঐকমত্যে পৌঁছালো, আর বিলম্ব করা যাবে না। যতো শীঘ্র সম্ভব পালাতে হবে। ইতিমধ্যে বসন্ত পুরোপুরি এসে গেছে। যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই ঘনিয়ে আসছে বিপদ। ওরা পালিয়ে যেতে পারে- এই ধারণা ব্ল্যাকফুট নেতাদের মাথায় আসার আগেই সরে পড়তে হবে।

রাতে ওরা ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসে পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো। সিদ্ধান্ত নিলো, সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম টেইল ধরে পালাবে। কিয়াস্যাক্স যেখানে লুকিয়ে মাইকের সাথে দেখা করে, পতিত গাছগাছালি এবং ঘন লতাপাতার ভেতর দিয়ে সেই জায়গা পেরিয়ে আরো দূরে সরে পড়তে চেষ্টা করবে। ব্যাপারটা সহজ সাধ্য হবে না মোটেই, চাই কি বিপজ্জনকও হতে পারে। তবু ঝুঁকি নিতেই হবে। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। ইণ্ডিয়ানরা যখন বুঝতে পারবে ওরা পালিয়েছে, ওদের খোঁজে আশেপাশের পাহাড়, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল সবখানে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাবে।

প্রশ্ন দেখা দিলো, খাওয়া-দাওয়ার উপায় কি হবে! ভেবে চিন্তে দেখা গেল, পালানোর পথে হয়তো নানা জায়গায়

নেকড়ের খাওয়া শিকারের উচ্ছিষ্ট মাংস পাওয়া যাবে। সেটাই খেতে হবে বিকল্প কোনো খাবার না জোটা পর্যন্ত।

'এসব খাবার অসহনীয় হবে নিশ্চয়ই,' হেইম বললো, 'কিন্তু কি করা? যদি আমাদের হাতে অন্তত গোলাবারুদগুলো থাকতো! সহজেই শিকার করা যেতো।'

এরপর ওরা ভেবেচিন্তে দেখলো, পেছনে কোনো চিহ্ন না রেখে পালাতে হলে কাজটা সারতে হবে রাতের বেলাই।

ঐ রাতে কেউ ঘুমালো না ওরা। আলাপ আলোচনা, পরিকল্পনা করে কাটিয়ে দিলো। খুব ভোরের দিকে ক্যাম্পের দরজায় কারো পদশব্দ পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠলো ওরা। কান পেতে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ডন পা টিপে টিপে উঠে দরজা খুলে দিলো, সাথে সাথেই ঢুকে পড়লো এক নারী মূর্তি। হেইম এবং ডন চিনতে পারলো না মূর্তিটাকে, কিন্তু মাইক চিনলো। নিতি–কানি দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে।

'নাও,' মাইকের দিকে একটা কাপড়ের পোঁটলা বাড়িয়ে ধরলো নিতি–কানি। মাইক তবু স্থির হয়ে রইলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

'নাও,' আবার বললো কিয়াস্যাক্সের স্ত্রী।

হাত বাড়িয়ে মাইক নিলো পোঁটলাটা। ধীরে সুস্থে খুললো সেটা। দেখলো, ভেতরে রয়েছে তাদের লুট হওয়া গোলাবারুদ আর এর সাথে সামান্য কিছু শুকনো মাংস।

এক সঙ্গে এতো খুশি এবং এতো অবাক হলো মাইক, নিতি–কানিকে ধন্যবাদ দেবার কথাও ভুলে গেল।

দশ

সেই মধ্যরাত থেকে চাঁদের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ওদের মনে হলো সময় যেন ফুরোচ্ছে না। অধৈর্য হয়ে উঠলো ওরা, কিন্তু তা সত্ত্বেও চাঁদের আলোর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় রইলো না ওদের। অন্ধকারে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তার ওপর পেছনে কোনো রকম চিহ্ন রেখে যাবার ইচ্ছে ওদের নেই, যা ধরে ইণ্ডিয়ানরা ওদের খুঁজে বের করে ফেলতে পারে।

অবশেষে চাঁদের মুখ দেখা গেল সেই শেষরাতে, ভোরের আগে আগে। পালাবার আয়োজন শুরু করলো ওরা। বেশ শীত পড়েছে বাইরে, জমিয়ে রাখা পুরনো গরম কাপড়গুলো কাজে লাগলো ওদের। প্রত্যেকে একটা করে মোটা জোব্বা পরে নিলো।

বেশ কিছু জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে ক্যাম্পফায়ার জ্বাললো ওরা।

'অন্তত দু ঘন্টা এ আগুন জ্বলবে,' মাইক বললো, 'তাতে

ইণ্ডিয়ানরা ভাববে আমরা ক্যাম্পে আছি।'

তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিলো হেইম। ভোর প্রায় হয়ে এসেছে, আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। তারারা বিদায় নিচ্ছে একটা দুটো করে।

সন্তর্পণে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লো ওরা। প্রায় দুর্গম একটা ট্রেইল ধরে নদীর কিনারের দিকে নেমে যেতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ এগোনোর পর পথে পড়লো ঘুমন্ত ইণ্ডিয়ান পল্লী। পা টিপে টিপে পল্লী এলাকাটা পেরিয়ে এলো ওরা। উত্তেজনায় হৃৎকম্পন বেড়ে গেল ওদের।

ইণ্ডিয়ান পল্লী পেরিয়ে আসতেই হঠাৎ বাতাসের গতি পরিবর্তন হলো। অপ্রত্যাশিতভাবে উল্টো দিক থেকে বইতে শুরু করলো হাওয়া। ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো একটা কুকুর পল্লীর দিক থেকে। 'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো,' হেইম ফিসফিসিয়ে বললো সঙ্গীদের। কনুইয়ে ভর রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো তিনজনই। কিন্তু কুকুরটা সম্ভবত মানুষের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল, ডেকে চললো অনবরত। দেখতে দেখতে আরো কুকুর এসে যোগ দিলো ওটার সাথে। এক নাগাড়ে চিৎকার করে রাতের নিস্তব্দতাকে খান খান করে দিলো ওরা।

জেগে উঠতে শুরু করলো ইণ্ডিয়ানরা। একটা দুটো করে একের পর এক আলো জ্বলে উঠলো পল্লীতে। মৃদু কোলাহল শোনা গেল।

কুকুরগুলো চিৎকারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। ওদের চিৎকারের জবাব দিলো একটা শেয়াল পাল্টা চিৎকার করে।

শেয়ালটা মাইকের এতো কাছ থেকে ডেকে উঠলো, ভয় পেয়ে গেল সে। হেইমের একটা হাত আঁকড়ে ধরলো তাকে। আবার ডেকে চললো শেয়ালটা, অনবরত।

কুকুরের চিৎকারে ঘুম থেকে জেগে বেরিয়ে এলো বেশ কিছু ইণ্ডিয়ান। কারো কারো হাতে তীর ধনুক। কুকুরগুলোর পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা, গলা উঁচিয়ে চারদিকে তাকালো সতর্ক দৃষ্টিতে। নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো। এবার শেয়ালের ডাক শুনলো ওরা। মিনিট দুয়েক শোনার পর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলো। তারপর ফিরে গেল যার যার কুটিরে। কুকুরগুলোও চিৎকার থামিয়ে তাদের অনুসরণ করলো।

'শেয়ালের ডাক শুনে ফিরে যাচ্ছে ওরা,' পেছন থেকে মাইকের কানে কানে বললো হেইম, 'ভেবেছে শেয়ালের ডাক শুনেই হয়তো কুকুরগুলো ডেকেছে।'

আরো মিনিট দুয়েকের মতো চুপচাপ পড়ে রইলো ট্র্যাপাররা, তারপর উঠে দাঁড়ালো। সাবধানে এগিয়ে চললো আবার। অল্প সময় পরে এসে পৌঁছালো নদীতীরে। হেইম মাথার টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছলো।

'আমার শেয়ালের ডাকটা কাজে লাগলো তাহলে!' মাইককে বললো সে।

'তুমিই শেয়ালের মতো ডেকেছিলে তখন!' অবাক হলো মাইক।

'তবে কি? তুমি ভেবেছো আমি সাথে শেয়াল রাখি যে

ডাকবে?'

'চলো,' ডন বললো, 'দেরি করা ঠিক হবে না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটে উঠছে।'

নদী পার হতে গিয়ে ওরা দেখলো বেশ বড়সড় আকৃতির একটা গাছ আড়াআড়ি পড়ে আছে নদীর প্রস্থ বরাবর। এপার থেকে ওপারে গিয়ে ঠেকেছে দীর্ঘকায় গাছটি। দেখে খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠলো হেইম।

'ওয়া! কপাল কাকে বলে! নদী পার হবার রেডিমেড একটা উপায় পেয়ে গেলাম আমরা। এই সাত সকালে সাঁতরিয়ে আর এতো ঠাণ্ডা নদী পার হতে হবে না।'

'আসলেই বিধাতা আমাদের ওপর সুপ্রসন্ন,' মাইক বললো। 'আমরা আমাদের গোলাবারুদ ফেরত পেয়েছি, খাবার পেয়েছি আর এখন পালাবার সহজ উপায়ও পেয়ে গেলাম।'

'মোকাসিন খুলে ফেলো,' নিজের জোড়া খুলতে খুলতে বললো মাইক, 'গাছের ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে খালি পা বেশি নিরাপদ।'

গাছটায় অসংখ্য শাখা প্রশাখা, ফলে ওটার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো ওদের, অনেকক্ষণ সময় লাগলো ওপারে গিয়ে পৌঁছাতে। অনভ্যস্ত পায়ে হাঁটতে গিয়ে বেশ কয়েকবার নদীতে পড়ে যাবার অবস্থা হলো মাইকের।

লাফ দিয়ে ওপারে নামলো ওরা, তারপর বুকভরে শ্বাস নিলো। ঝটপট মোকাসিনগুলো পায়ে গলিয়ে নিলো আবার, দৌড়ে পাথরে ভর্তি একটা এবড়োথেবড়ো জায়গায় এসে বিশাল

এক পাথরের আড়ালে বসে পড়লো। নদীর ওপারে ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলো গলা উঁচিয়ে।

স্পষ্ট ফুটে উঠেছে দিনের আলো, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পল্লীর বাইরের দিক। মাইকের পা ব্যথা করছিল, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো সে। হেইম টেনে বসিয়ে দিলো তাকে।

'বসে পড়ো। নিজেকে আড়াল করো।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই ইণ্ডিয়ান গাঁ থেকে একসঙ্গে অনেক নারী পুরুষের আর্তচিৎকার, হৈ হুল্লা আর অসংখ্য কুকুরের অবিরাম গর্জনে চারদিকের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। পাথরের আড়াল থেকে তাকিয়ে ব্যাপার কি বোঝার চেষ্টা করলো মাইক। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু দেখলো এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করছে ইণ্ডিয়ানরা। হেইম তাকে বুঝিয়ে দিলো ব্যাপারটা।

'ব্ল্যাকফুটরা আক্রান্ত হয়েছে। অ্যাসিনিবইন্‌রা আক্রমণ করেছে ওদেরকে।'

আচমকা অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়েছে ব্ল্যাকফুট্‌রা। ঘুম থেকে জেগে হাতের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছে তাই নিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। অ্যাসিনিবইন্‌রা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছে।

দলে দলে ব্ল্যাকফুটরা বেরিয়ে আসছে যার যার কুটির থেকে। গড়ে তুলছে অসম প্রতিরোধ। অপেক্ষাকৃত অধিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত অ্যাসিনিবইনদের হাতে ইতিমধ্যে মারা পড়েছে অনেক ব্ল্যাকফুট যোদ্ধা। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে লড়ে

চলেছে কিছু ব্ল্যাকফুট। যোদ্ধাদের চিৎকারের সাথে নারী এবং শিশুদের আর্তনাদ এবং কান্নাকাটি যোগ হয়ে ভিন্ন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে ইণ্ডিয়ান পল্লীতে।

তিনদিক থেকে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে ব্ল্যাকফুটদের কাবু করে ফেলেছে অ্যাসিনিবইনরা। ওদের উদ্দেশ্য সম্ভবত শত্রু পক্ষকে সংগঠিত হতে না দিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন করে ব্ল্যাকফুট ভিলেজ দখল করে নেয়া। পল্লী যদি পুরোপুরি দখল নাও করা যায়, যতোটা স্কাল্প খসাতে পারবে, নিয়ে ফিরে যাবে ওরা।

অ্যাসিনিবইনরা ব্ল্যাকফুট চীফের কুটির আক্রমণ করার জন্য ছুটে যেতেই একদল ব্ল্যাকফুট যোদ্ধা বাধা দিয়ে প্রাণপণে লড়তে শুরু করলো। কখনো কোনো অ্যাসিনিবইন আবার কখনো কোনো ব্ল্যাকফুট ধরাশায়ী হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।

হেইম ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো মাইকের কাছে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই আবার আর্তচিৎকার শোনা গেল পল্লী থেকে। ওরা দেখলো, ব্ল্যাকফুট নারী এবং শিশুদের বিরাট একটা দলকে তাড়া করে নিয়ে আসছে আধ ডজনের মতো অ্যাসিনিবইন যোদ্ধা। তাদের বিষাক্ত কুঠারের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে লুটিয়ে পড়ছে অসংখ্য নারী এবং শিশু। সংখ্যায় অল্প ব্ল্যাকফুট যোদ্ধারা তাদের রক্ষা করতে এসে নিজেদের প্রাণ হারাচ্ছে।

দেখতে দেখতে গোটা পল্লী অ্যাসিনিবইনদের দখলে চলে

এলো। ব্ল্যাকফুটদের কুটিরগুলো ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে দিলো ওরা। ঘরে যাদেরকে পেলো ধরে এনে হত্যা করতে লাগলো নির্বিচারে।

হঠাৎ মাইকের নজরে এলো, দীর্ঘকায় একজন অ্যাসিনিবইন যোদ্ধা একটি কুটিরের ভেতর থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিচঁড়ে নিয়ে আসছে একজন মহিলাকে। মহিলাকে চিনতে পারলো মাইক, কিয়াস্যাক্সের স্ত্রী নিতি–কানি। দেখে ছ্যাৎ করে উঠলো তার বুকের ভেতরটা। চঞ্চল হয়ে উঠলো সে। দ্রুত হাতে রাইফেল কাতুর্জ ভরলো। চকিতে পজিশন নিয়ে অ্যাসিনিবইন যোদ্ধার মাথা টার্গেট করে ট্রিগারটা টেনে দিলো।

আঘাত করার জন্য কুঠার তুলেছিলো অ্যাসিনিবইন যোদ্ধা, কিন্তু নামিয়ে আনার সময় পেলো না। ডান কানের ঠিক নিচে এসে লাগলো রাইফেলের গুলি। কোঁত করে একটা শব্দ বেরুলো যোদ্ধার মুখ দিয়ে, পরক্ষণেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। নিতি–কানি তার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল।

লাফিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো মাইক, রাইফেল উঁচিয়ে নদীর তীর ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করলো। দৌড়াতে দৌড়াতেই রিলোড করে নিলো রাইফেল, সমস্ত শক্তি দিয়ে রণহুঙ্কার ছাড়ছে। পেছন থেকে গলা ফাটিয়ে তাকে ডাকলো হেইম, কিন্তু সে ডাক মাইক কানে নিলো না। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তার এখন, কিসের নেশায় যেন ছুটে

চলেছে।

দেখতে দেখতে নদী পার হয়ে ইণ্ডিয়ান পল্লীতে পৌঁছে গেল ও। বন্দুক হাতে তার আকস্মিক উপস্থিতি কিছুক্ষণের জন্য ভিলেজের চেহারা পাল্টে দিলো। অবাক হয়ে অ্যাসিনিবইনরা তাকে দেখতে লাগলো, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওরা।

নিতি-কানি যে কুটিরে ঢুকেছিলো চোখের পলকে সেখানে ঢুকে পড়লো মাইক। কোনো দিকে তাকানোর সুযোগ পেলো না সে। ততোক্ষণে অ্যাসিনিবইনরা সংবিৎ ফিরে পেয়ে সংগঠিত হতে শুরু করেছে। নিতি-কানিকে সাথে নিয়ে মাইক ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই একদল যোদ্ধা ঘিরে ফেললো তাকে। ওদের হাতে বিষাক্ত তীর ধনুক। মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললো মাইক। নিতি-কানিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সে, ঘুরেই গুলি করলো একজন যোদ্ধার কপাল লক্ষ্য করে। লুটিয়ে পড়লো যোদ্ধা। বৃত্তাকারে চারদিক ঘুরে ঘুরে পাগলের মতো গুলি ছুঁড়তে লাগলো মাইক, একের পর এক বোল্ট টেনে। তাকে ঘিরে রাখা বেশির ভাগ যোদ্ধাই ধরাশায়ী হলো। কিন্তু হঠাৎ একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো তার ডান বাহুতে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলো সে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো, বিকট শব্দ করলো মুখ দিয়ে। শব্দ শুনে হতভম্ব হয়ে গেল বাকি যোদ্ধারা, নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপর দ্রুত পালিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই আবার ফিরে এলো চার পাঁচজন যোদ্ধা। মাইকের হাত থেকে রাইফেল পড়ে গিয়েছিল, এবার

সে কোমর থেকে ছুরি বের করলো। দ্রুত নিস্তেজ হয়ে আসছে তার শরীর। রক্ত গড়িয়ে নামছে ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে।

অ্যাসিনিবইনরা শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো। বুজে আসছিল মাইকের চোখ দুটো, অতিকষ্টে খোলা রাখলো সে। এক এক করে প্রত্যেকটা যোদ্ধার চেহারা দেখে নিলো। হঠাৎ দেখলো, যোদ্ধাদের পেছনে, অদূরে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন অ্যাসিনিবইন। তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই, যুদ্ধেও অংশ নেয়নি সে। মাথায় সাদা বাকস্কিনের তৈরি একটা টুপি পরে আছে লোকটা, টুপির চারদিকে শোভা পাচ্ছে মোষের শিং। গালে কালো উল্কি আঁকা।

ছুরিটা ডান হাতের মুঠো এবং কনুয়ের মাঝখানে বেড় দিয়ে ধরলো মাইক, ঘুরেই সাঁই করে ছুঁড়ে দিলো।

চোখের পলকে ছুরিটা গিয়ে আঘাত করলো টুপি পরা অ্যাসিনিবইনের গলার ঠিক মাঝখানে, প্রায় অর্ধেকটা গেঁথে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত নামলো ইণ্ডিয়ানটার গলা থেকে, বার কয়েক চক্কর খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল সে মাটিতে।

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না অ্যাসিনিবইনরা। হতচকিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো ওরা। একজন দৌড়ে গিয়ে লাথি কষালো মাইকের মাথায়। আরেকজন ওর কপাল বরাবর তীর ছুঁড়তে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে আরেকটা তীর এসে বিঁধলো তার গলার পেছন ভাগে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল যোদ্ধাটা। নিস্তেজ হয়ে আসছিল মাইকের দেহ, অতি কষ্টে চোখ মেলে সে দেখলো অ্যাসিনিবইন

যোদ্ধা কয়জনকে ঘিরে ফেলেছে একদল ব্ল্যাকফুট যোদ্ধা, সমানে আক্রমণ করছে। এরপর আর কিছু মনে নেই মাইকের, নেতিয়ে পড়লো সে, জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখলো, একটা কুটিরে বিছানায় শুয়ে আছে সে। নিতি-কানি-র গলার স্বরে বুঝলো ওদের ঘরে রয়েছে সে।

একটু পর দেখলো, হেইম আর ডন ঢুকলো ঘরে। তার পাশে বসে পড়লো। হেইমের হাতে চারটা অ্যাসিনিবইন স্কাল্প।

'এই নাও তোমার স্কাল্প,' বললো হেইম। 'ওদের চার জনকে মেরেছো তুমি।' স্কাল্পগুলো সে মাটিতে মাইকের পাশে নামিয়ে রাখলো। 'দারুণ দেখালো বটে, ছোকরা,' ডন বললো। 'তোমার মতো ওরকম দ্রুত গতিতে গুলি ছুঁড়তে এবং ছুরি ছুঁড়তে জীবনে আর কখনো কাউকে দেখিনি আমি।'

'সত্যিই কাজের ছোকরা তুমি,' হেইম মাইকের পিঠে চাপড়ে দিয়ে বললো, 'ওদের সর্দারকে হত্যা করেছো তুমি।'

'সেই বাকস্কিন টুপি পরা লোকটা ছিলো ওদের চীফ,' ডন বললো।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো মাইক, প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলো সারা শরীরে। যন্ত্রণায় কুকঁড়ে উঠলো তার চোখ মুখ, জ্ঞান হারালো সে আরেকবার।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখতে পেলো, নিতি-কানি চুলোয় হাঁড়ি বসিয়ে কি যেন রাঁধছে। ওর পাশে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে আছে কিয়াস্যাক্স এবং ওদের বাচ্চা, কিয়াস্যাক্সের কপালে

একটা ব্যাণ্ডেজ, তাতে রক্তের দাগ।

মাইককে নড়ে চড়ে উঠতে দেখে তার দিকে ফিরলো কিয়াস্যাক্স, মুচকি হাসলো।

'তুমি অনেকক্ষণ মৃত ছিলে, মাইক ব্রাদার,' বললো সে, 'আমিও কিছুক্ষণ মৃত ছিলাম।' হাত ইশারায় কপালের ব্যাণ্ডেজটা দেখালো সে। 'সূর্যদেব তোমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন, তার প্রমাণ আবারও দেখালে তুমি।'

মাইক কৌতূহল নিয়ে কিয়াস্যাক্সের কথা শুনছিল। এমন সময় কুটিরের বাইরে দূরে হৈ চৈ এর শব্দ শোনা গেল। বেশ কষ্টে উঠে দাঁড়ালো সে, এগিয়ে এসে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলো। বেশ দূরে ঘোড়ায় চেপে হেইম এবং ডনকে এগিয়ে আসতে দেখলো ও। ওদের পেছন পেছন প্রচণ্ড উল্লাস করতে করতে আসছে জনা চব্বিশেক ব্ল্যাকফুট যোদ্ধা। হেইমের হাতে ধরা বেশ ক'টি স্কাল্প, বাতাসে নাচাচ্ছে সে ওগুলো হাত ঘুরিয়ে। অন্য হাতে ধরে আছে রাইফেল। ডনের হাতেও আছে রাইফেল। মাইক বুঝলো, ব্ল্যাকফুটরা ওদের রাইফেল ওদেরকে ফেরত দিয়েছে।

পল্লীতে ঢুকে থামলো ওরা, নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। হেইম এবং ডন এগিয়ে এলো মাইকের কাছে। হঠাৎ মাইককে জাপটে ধরে বুকে টেনে নিলো হেইম।

'তোমার জন্য আমরা গর্বিত, বাছা,' বললো সে, 'যেদিকেই যাচ্ছি শুনছি তোমার বীরত্বের কাহিনী।

মাইকের পিঠ চাপড়ে দিতে গিয়ে অসাবধানতাবশত হেইম

ধাক্কা দিয়ে ফেললো ওর ক্ষতস্থানে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো মাইক।

'নির্বোধ কোথাকার,' হেইমকে কপটরাগে ধমকালো মাইক। 'জানো না আমার শরীরে চোট লেগেছে?'

'আমি দুঃখিত, মাইক।'

কিন্তু হেইমের কথা মাইকের কানে গেল না, পড়ে গিয়ে তখন জ্ঞান হারিয়েছে সে আবার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হেইমকে ঘিরে ব্ল্যাকফুটদের জটলা সৃষ্টি হলো। পাগলের মতো নাচতে লাগলো হেইম। ইণ্ডিয়ানরা দেখে হেসে উঠলো, বেশ উপভোগ করলো ব্যাপারটা।

পল্লীর এখানে ওখানে স্বামী স্বজন হারানো নারীদের বিলাপ শোনা যাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরে এলে হেইম এবং ডনের খোঁজ করলো মাইক। জানতে পারলো, ওরা অন্য একটি কুটিরে বসে গল্প করছে। মাইক উঠে দাঁড়ালো, কিয়াস্যাক্সের ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে গেল সেই লজের দিকে।

তাকে দেখে ডন আহ্বান করলো, 'এসো, মাইক, ভেতরে এসো।' মাইক এগিয়ে এসে মাঝখানে বসে পড়লো।

'তুমি আজকের পুরো যুদ্ধটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছো,' ডন বললো, 'এই যুদ্ধে নির্ঘাত জেতার কথা ছিলো অ্যাসিনিবইনদের। কিন্তু তোমার আবির্ভাব সব পাল্টে দিয়েছে। গুলি চালনা এবং নাইফ থ্রোয়িংয়ে যে অবিশ্বাস্য দ্রুততার পরিচয় তুমি দিয়েছো তার কোনো তুলনা হয় না। সে

সময় যুদ্ধের মাঝখানে তুমি এসে না পড়লে এতোক্ষণে ব্ল্যাকফুটদের কোনো অস্তিত্বই হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতো না। সর্দারকে হারিয়ে অ্যাসিনিবইনরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। পরাজিত হয়েছে ওরা। এমনকি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেনি ওদের কেউ শেষ পর্যন্ত। সবাই মারা পড়েছে। ব্ল্যাকফুটদের বেশ কিছু ঘোড়া নিখোঁজ হয়েছে, ওগুলোর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে একটা দল।'

ডনের কথা শেষ হতেই দেখা গেল কিয়াস্যাক্স এবং নিতি-কানি এসে হাজির হয়েছে ওদের মাঝে নিতি-কানি-র দু হাতে ধরা একটা বিরাট স্যুপ ভর্তি বাটি। বাটির মধ্যে একটা চামচ। নিতি-কানি বাটিটা এনে ধরলো মাইকের সামনে। ঠিক তখনি মাইক অনুভব করলো ক্ষিধেয় তার পেট মোচড় দিচ্ছে। বাটি থেকে চামচটা তুলে নিয়ে পাগলের মতো দশ বারো চামচ স্যুপ গলায় ঢাললো সে।

'বাহ্, সত্যি চমৎকার,' পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললো ও। 'যদি তুমি একবার কোনো ইণ্ডিয়ানের ঘরে কিছু খাও তাহলে তুমি তাদের মেহমান হয়ে গেলে,' ডন বললো। 'এবং ইণ্ডিয়ানরা তাদের মেহমানদের কোনো ক্ষতি করে না, কোনো কিছু চুরি বা লুট করে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কিয়াস্যাক্স মাইককে বললো তার ঘরে থাকতে হবে তাকে। মাইক রাজি হলো না। কিন্তু কিয়াস্যাক্স ও নাছোড়বান্দা, সে কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা রাজি হলো

মাইক।

চুরি যাওয়া ঘোড়াগুলোকে খুঁজে আনলো ব্ল্যাকফুট স্কাউটরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে একজন দুজন করে ইণ্ডিয়ান গাঁয়ে ফিরতে লাগলো। এক ঘন্টার মধ্যে সব জীবিত ইণ্ডিয়ান একসাথে জড়ো হলো। দুটো সারিতে বসে পড়লো ওরা। সমস্বরে দুঃখের একটা গান গাইতে লাগলো। তিনজন ট্র্যাপারকে বলা হলো সারি দুটোতে ভাগ হয়ে আসন নিতে। হেইম এবং মাইক একটা সারিতে, ডন অন্য একটায় বসে পড়লো। এক যুবক ইণ্ডিয়ান একটা ঘোড়া নিয়ে এলো। ঘোড়াটার শরীরের দু পাশে লাল রং দিয়ে উল্কি আঁকা।

ওল্ড চীফ উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মাইককে ঘোড়ার পিঠে চড়তে বললো। মাইক চড়ে বসলে একজন বৃদ্ধা মহিলা তাকে অদ্ভুত একটা জিনিস দিলো। জিনিসটির চারপাশে ঝুলছে অ্যাসিনিবইনদের মাথার চুল।

হঠাৎ উচ্চস্বরে গান গাইতে শুরু করলো ওল্ড চীফ। মাইক বুঝলো, তার বীরত্ব গাঁথা শোনানো হচ্ছে গানের সুরে। চীফের গান থামতেই ধাতব ঘন্টার মতো ভারি একটা জিনিস চারবার ঝাঁকালো দুজন ইণ্ডিয়ান, চারবার ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো জিনিসটা। মাইক বুঝলো, চারটা স্কাল্পের জন্যই চারবার বাজানো হলো 'তুমি ক'টা স্কাল্পের অধিকারী হয়েছো গুনছে করছে ওরা, হেইম বললো। আনুমানিকভাবে এই হিসেব রাখা হয়।'

মাইক ঘোড়া থেকে নেমে এলে তাতে চড়লো যথাক্রমে

হেইম এবং ডন। যতোটা স্কাল্প ওরা খসিয়েছে, ততোবার ঘন্টা বাজালো। ওদের দুজনের পরে একে একে গুরুত্বানুসারে ঘোড়ায় চড়লো ব্ল্যাকফুট যোদ্ধারা। গানের মাধ্যমে প্রত্যেককে বলা হলো যুদ্ধে কি ছিলো তার কীর্তি।

বীরত্ব প্রচার পর্ব শেষ হলে বুড়ো সর্দার আবার উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ট্র্যাপাররা যাতে বুঝতে পারে সে জন্যে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো সে।

'সূর্যদেবের ইচ্ছা খুব পরিষ্কার,' বললো সে, 'এই সাদা লোকগুলোকে আমরা আমাদের শত্রু বলে ভেবেছিলাম তাদের গায়ের রংয়ের কারণে। আজ ওরা আমাদের জন্য যুদ্ধ করলো। ওরা আর আমাদের শত্রু নয়। ওদের হৃদয় আর আমাদের হৃদয় এক সূত্রে গাঁথা। ওরা আমাদের ভাই, আমাদের দেশও তাদের। এখন থেকে ওরা আমরা সবাই ব্ল্যাকফুট।'

কচি ঘাসের আগুনে হাত ধুয়ে নিলো চীফ, তারপর তার বুড়ো আঙুল চেপে ধরলো তিনজন ট্র্যাপারেরই কপালে।

'আমি ঘোষণা করছি এরা তিনজন আজ থেকে ব্ল্যাকফুট।'

চীফ তার দু হাত বারকয়েক বোলালো মাইকের মাথায়। 'ই-টাম-আপি,' বললো সে, 'সুখী হও।' তারপর বসে পড়লো আগের জায়গায়। ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এবার মাইকের দিকে।

'মাইক,' বললো হেইম, 'কিছু বলো।'

মাইক উঠে দাঁড়ালো। তার চোখের কোণ চিক চিক করছে অশ্রু।

'চীফ,' ব্ল্যাকফুট ভাষায় বললো সে, 'আমার হৃদয় আজ দারুণ এক সুখে ভরে গেল।'

মাইকের মুখে নিজেদের ভাষা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ইণ্ডিয়ানরা। মৃদু গুঞ্জন উঠলো তাদের মধ্যে। ওল্ড চীফ দু হাত বাড়িয়ে দিলো সূর্যের দিকে।

'হে সূর্যদেব! হে পিতা! তোমার মহিমা অপার,' বললো সে, 'তুমি ওর মুখে আমাদের ভাষাও দিয়েছো।'

একজন বৃদ্ধা মহিলা সবার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে ধরা একটি অদ্ভুত জিনিস, যার চারপাশ থেকে ঝুলছে শত্রুর চুলের গাছি। সাথে সাথে ড্রাম পেটানো হলো। ঘন্টা বেজে উঠলো অবিরত। শুরু হলো স্কাল্প ড্যান্স।

যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের নিকটাত্মীয়রা ছাড়া অন্য ইণ্ডিয়ানদের জন্য স্কাল্প ড্যান্সে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। পুরো ব্ল্যাকফুট গোত্র একযোগে নাচতে লাগলো।

অবাক হয়ে মাইক নাচ দেখছিল, কনুইয়ে কারো হাতের স্পর্শে ফিরে তাকালো। দেখলো, নিতি-কানি বসে আছে তার পাশে।

'তুমি আমাদের কুটিরে থাকতে আসবে?'

কি বলবে বুঝে উঠতে পারলো না মাইক।

'অবশ্যই যাবে তুমি,' ডন বললো তাকে, 'প্রত্যাখ্যান করলে ওদের অপমান করা হবে।'

মাইক নিতি-কানি-কে কথা দিলো সে যাবে। খুশি হয়ে ফিরে গেল মহিলা।

নিজেদের কেবিনে ফিরে এসে ওরা দেখলো কে বা কারা এসে ওদের লুট হওয়া সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে গেছে চুপিসারে। সাথে দিয়ে গেছে একটা নতুন জিনিস। হেইম সেটা হাতে নিয়ে দেখলো। ঘোড়ার ওপর বসা একজন রাইডারের প্রতিকৃতি, কাঠের তৈরি।

'এর মানে হচ্ছে,' হেইম বললো, 'ওরা আমাদের ঘোড়াগুলোও ফেরত দিচ্ছে।'

রাত নেমে এলে মাইক তার নতুন গৃহে ফিরে আসলো। কিয়াস্যাক্স এবং তার বউ অপেক্ষায় ছিলো, সে আসা মাত্রই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো একটা কাঠের সৌখিন চেয়ারে। চেয়ারটা চামড়ায় আবৃত। মাইক চেয়ারে আসন গ্রহণ করার পর নিতি-কানি তার হাতে ধরিয়ে দিলো একটা পাইপ। কয়লা এবং তামাক দিয়ে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলো কল্কে। মাইক মৌতাতে টানতে লাগলো পাইপটা। এবার নিতি-কানি একটা ঢোলা জোব্বা এনে রাখলো তার সামনে।

'তোমার জন্য,' বললো ও।

মাইক জোব্বাটা হাতে নিয়ে দেখলো। ভারি সুন্দর একটা জিনিস। অদ্ভুত রকমের কারুকার্য সারা গা জুড়ে। আরো দুটো জিনিস নিয়ে এলো নিতি-কানি। একজোড়া মোকাসিন আর ঈগল পালকের তৈরি অলংকারশোভিত মাথার তাজ।

বাচ্চাদের মতো আবদার জুড়ে দিলো নিতি-কানি, মাইককে এসব পোশাক না পরিয়ে ছাড়বে না ও।

'তোমাকে আমরা আমাদের পোশাকে দেখতে চাই,' বললো ও, 'মনে রেখো এখন থেকে তুমি একজন পুরোদস্তুর ইণ্ডিয়ান।'

শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো মাইককে। ওদের দেয়া পোশাকগুলো পরে নিলো সে।

'ওকে দারুণ মানিয়েছে। সত্যিই অপূর্ব।' বললো কিয়াস্যাক্স মুগ্ধ কণ্ঠে। 'মানাবে না? একে তো ওর চেহারা আদরকাড়া, তার ওপর গায়ের রংটাও সাদা।' স্বামী-স্ত্রীতে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ওকে। এরপর নিতি-কানি বিভিন্ন রং নিয়ে এসে মাইকের কপালে, গালে, নাকে দু পাশে উল্কি এঁকে দিলো, শেষ হলে উঠে দাঁড়ালো মাইক। নিতি-কানি তার হাতে ধরিয়ে দিলো তার রাইফেলটা। কিয়াস্যাক্স ইশারায় বললো ওকে অনুসরণ করতে। ওর পেছন পেছন বেরিয়ে এলো সে।

একের পর এক বিভিন্ন কুটির থেকে তার কাছে আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। কিন্তু প্রথমে ওরা গেল চীফের ঘরে। চমৎকার সব খাবার-দাবার পরিবেশন করা হলো। তৃপ্তি সহকারে খেলো মাইক। আন্তরিকতা ও সম্ভ্রমের সাথে তার সন্তুষ্টির জন্য সব কিছু করলো চীফের পরিবার ।

এরপর কিয়াস্যাক্স সহ সে গেল গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ানের কুটিরে। এখানেও একই অবস্থা। আরো বেশি বরং খেতে হলো তাকে। এক সময় হাঁপিয়ে উঠলো সে, কিন্তু ওকে জোর করে আরো খাওয়ানোর চেষ্টা করা হলো।

'তুমি যদি খেতে অস্বীকার করো তাহলে সেটা হবে ওদের অপমান করা,' বললো কিয়াস্যাক্স।

পরবর্তী লজে আরো বেশি খানাপিনার আয়োজন ছিলো। এভাবে চতুর্থ লজ থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে গিয়ে কষ্ট হলো মাইকের। বুঝতে পারলো কিয়াস্যাক্স ব্যাপারটা। পরের ঘরগুলোয় সে এমনভাবে সামলালো সবদিক, কেউ মাইককে খেতে সাধলো না।

কিয়াস্যাক্সের ঘরে ওরা যখন ফিরে এলো নিতি-কানি এগিয়ে এসে ওদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল।

'আমার মানুষরা তাহলে ফিরে এলো!' বললো ও হাসিমুখে, তাকালো মাইকের দিকে। একপলক তাকে দেখে নিয়ে স্বামীকে বললো, 'ওকে একেবারে একজন বীরযোদ্ধার মতো দেখাচ্ছে, তাই না?' শুনে হাসলো মাইক।

নদীর স্রোতের মতোই বয়ে যেতে লাগলো সময়। দেখতে দেখতে বসন্ত পার হয়ে গ্রীষ্ম চলে এলো। ট্র্যাপাররা আবার তাদের ট্র্যাপিংয়ে ফিরে গেল। এবার বেশ কিছু ইণ্ডিয়ানও যোগ দিলো তাদের সাথে। কিন্তু শিকার পর্ব যখন শেষ হয়ে এলো, ইণ্ডিয়ানরা জানালো, ওদেরকে টেন্টনের দিকে যেতে হবে। ট্র্যাপাররা জানালো, তাদেরও তাদের পূর্ব নির্ধারিত স্থানে যেতে হবে পশম বেচার জন্য।

ট্র্যাপাররা ওল্ড ইণ্ডিয়ান চীফ মাট্-ও-সুকীকে সিমনের সাথে তাদের বোঝাপড়ার কথা খুলে বললো। সাথে সাথে এও অনুরোধ করলো চীফ যেন তার লোকজন নিয়ে তাদের সাথে

যায়। ওরাও ওদের বসন্তকালীন শিকার বিনিময় করতে পারবে সওদাগরদের সাথে। মাট্-ও-সুকী জবাবে জানালো তাদের সাথে যেতে হলে পথিমধ্যে ক্রো এবং অ্যাসিনিবইন গোত্রের এলাকা পার হয়ে যেতে হবে যেটা হবে ব্ল্যাকফুটদের জন্য বিপজ্জনক। এতো কম লোকবল নিয়ে শত্রু এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে সাহস পেলো না চীফ। বরং সে ট্র্যাপারদেরকে বললো নতুন ইণ্ডিয়ান হিসেবে ওরা যেন টেনটেন-এ ইণ্ডিয়ানদের যে সভা হবে কিছুদিন পর, তাতে যোগ দেয়। কিন্তু রাজি হলো না ট্র্যাপাররা, বললো তাদেরকে পশম বিক্রি করতে হবে। এরপর চীফ জানতে চাইলো হেইম এবং ডন অন্তত মাইককে রেখে যেতে রাজি আছে কিনা। ওরা কোনো জবাব দিলো না এ কথার, কিন্তু রাজি হলো না মাইক নিজেই। 'আমার সঙ্গীদের ছেড়ে একা থাকতে পারবো না আমি,' বললো সে, 'তবে আমরা চেষ্টা করবো আবার ফিরে আসতে।'

ওদের চাপে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাপাররা ওয়াদা করলো আবার আসবে তারা।

দু দিন পর ক্যাম্প ভেঙে গেল। কিছু সময়ের জন্য ইণ্ডিয়ান এবং ট্র্যাপাররা একসাথে যাত্রা চালিয়ে গেল, দূরে, উত্তর দিকে একটা সহজ এবং নিচু গিরিপথ পাওয়া গেল পুবে যাবার। গিরিপথ অতিক্রম করে একটা উপত্যকায় এসে পড়লো ওরা। বিকেল গড়িয়ে এলে ওল্ড চীফ একটা ঝর্নার ধার ঘেঁষে থামালো দলকে। নতুন ক্যাম্প করা হলো।

কিন্তু পরদিন সকালে অন্যরূপে দেখা গেল ইণ্ডিয়ানদের।

ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে এগোতে লাগলো ওরা, প্রত্যেকটা দলের সামনে থাকলো একটা করে ঘোড়া। মাট্-ও-সুকীর কাছ থেকে সংকেত পেয়ে সবার সামনে থাকা তাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়াটির পিঠে চড়ে বসলো নয়নাভিরাম অলংকার সজ্জিতা এক তরুণী। হাঁটু অব্দি লম্বা একটা ঢিলেঢালা পোশাক ওর পরনে। মেয়েটির পেছনে, প্রত্যেকটি দলের সামনের অংশে ঘোড়ায় চড়ে রইলো প্রত্যেক পরিবারের প্রধান। তার পেছনে পেছনে হেঁটে এগোলো পরিবারের অন্যরা। ডানে বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চললো সবাই নিঃশব্দে।

একঘন্টা এগোবার পর থামলো মাট্-ও-সুকী। তার দেখাদেখি থামলো পুরো গোত্র। ঘোড়া ঘুরিয়ে ট্র্যাপারদের মুখোমুখি হলো বুড়ো সর্দার।

'এখান থেকে টেইল ভাগ হয়ে গেছে,' বললো বুড়ো, 'এবার আমরা যাবো একটা রাস্তায়, তোমরা অন্যটায়।' একটু থেমে আবার বললো, 'আমার ভায়েরা, তোমাদের পর্যাপ্ত ঘোড়া আছে, যথেষ্ট বিভার আছে। তাছাড়া আমাদের বিভারগুলোও তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো নিয়ে যাও, আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করো। আবার যখন তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন আমেরিকানদের কাছ থেকে আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে এসো।

'বড় মুস্কিলে পড়লাম,' ডন মাইককে বললো, 'ওরা ধরে নিয়েছে আমরা আবার ফিরে আসবো। ওদের বলে দাও, আমাদের ফেরার সম্ভাবনা নেই।'

মাইক চীফকে কথাটা বলতেই চীফ বললো, 'তাহলে তোমরা হবে বেঈমান। সূর্যদেব নারাজ হবে তোমাদের ওপর।'

এ নিয়ে আর কথা বাড়ানো উচিত মনে করলো না মাইক।

'ওরা কি কি জিনিস চায় জিজ্ঞেস করো,' হেইম বললো।

মাইক ব্ল্যাকফুট নেতাকে সেটা বলতেই পুরো গ্রোত্র গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তাদের পছন্দের জিনিসপত্রের নাম বললো।

'আমাদের জন্য বন্দুক, গান পাউডার, ছুরি আর তামাক নিয়ে এসো,' চীফ বললো, 'তাছাড়া অন্যান্য জিনিসও আনতে পারো যেগুলো আমার লোকজন পছন্দ করবে।'

'আমার মনে হয় আমাদের সত্যি কথাটা বলা উচিত। ওদের স্পষ্ট বলে দাও আমরা আর ফিরছি না।' হেইম বললো।

'আহ্, হেইম,' মাইক বললো, 'বিদায় লগ্নে এসব কথা বলে ওদের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। ব্যাপারটা আমাদের মনে মনেই থাক্। নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ওরা এমনিতেই ভুলে যাবে আমাদের কথা।'

'আমার মনে হয়, এবার আমরা বিদায় নিতে পারি,' মাইক বললো চীফকে।

চীফ নামলো ঘোড়া থেকে। দেখাদেখি ট্র্যাপাররাও। এগিয়ে এলো পরস্পরের দিকে। প্রত্যেক প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড বরাবর হাত রাখলো ওরা পেটের ওপর দিয়ে। মাইক দেখলো, দুরে দাঁড়িয়ে আছে কিয়াস্যাক্স। হাত ইশারায় তাকে কাছে ডাকলো

সে। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলো কিয়াস্যাক্স। মাইক গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো ওকে। টপটপ করে দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো দুজনের চোখ দিয়ে। মাইক তাকিয়ে দেখলো, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখছে নিতি-কানি। ওর চোখেও মুক্তোর দানার মতো চিক চিক করছে অশ্রু।

সমাপ্ত

আলোচনা

আজাদ
শেরেবাংলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

শওকত হোসেনের শত্রুশিবির বইটি পড়লাম। বইটি পড়ে মনে হলো লেখকের আগের সেই ক্ষিপ্রতা নেই। কিন্তু ত্রাহি বইটি পড়ে আমার ধারণা অমূল পালটে গেল। আসলে বইটিতে লেখক অ্যালান ডিলানের অসাধারণ চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক হিসেবে ডিলান খুবই স্মার্ট। প্রচ্ছদও মনকাড়া। সবশেষে ত্রাহির মত একটি সুন্দর ওয়েস্টার্ন উপহার দেয়ার জন্য লেখক ভাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

পারভেজ মাহমুদ
প্রযত্নেঃ উত্তরণ বই ঘর, দনিয়া, ঢাকা-১২০৪।

এইমাত্র 'ভুল' পড়লাম এবং আশ্চর্যান্বিত হলাম। বৈচিত্র্যের পাগল হওয়া সত্ত্বেও এমন নিরস বই আমাদের অনাকাঙ্খিত। উত্তেজনা ও শিহরণ প্রদানশীল লেখক খসরু চৌধুরীর কাছ থেকে এমন উপন্যাস মোটেই আশা করিনি। বহু আশা করে কিনেছিলাম বইটা। খারাপ লেগেছে একথা বলবো না। নিরস সংলাপের সাথে বইটি বেশ শিক্ষণীয়। এটি যেন ওয়েস্টার্ন হয়েও ওয়েস্টার্ন নয়। ওয়েস্টার্ন বলতে আমাদের মানস পটে যেরকম চিত্র ভেসে উঠে, এই উপন্যাসটি তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ওয়েস্টার্নে বৈচিত্র্য আনা, এ আমাদের বহুদিনের দাবি হলেও সেবা এরকম ওয়েস্টার্ন দিয়ে বৈচিত্র্য আনবে তা কল্পনাও করিনি। খসরু চৌধুরীকে বলছিঃ আপনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যদি ওয়েস্টার্ন লিখতে পারেন, পাঠক সমাজে তা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পাবে। অবশেষে ওয়েস্টার্ন জগতে আপনার আগমন বৈচিত্র্য আনয়ন করে আমাদের আনন্দ দিক এই শুভ কামনায়—

শাওন

৭ নং নাটক ঘরলেন, ময়মনসিংহ।

ওয়েস্টার্ন–৫১ 'সহযাত্রী' পড়লাম। নতুন লেখক হিসেবে কাহিনী রচনায় আলীম আজিজ বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে বইটিতে অ্যাকশান কম বলে সামান্য একঘেয়ে লেগেছে। প্রচ্ছদ সুন্দর।

এস, এম , এ, সামাদ (লিটন)

কোর্ট রোড, চুয়াডাঙ্গা।

আমি সেবা প্রকাশনীর অনেক বই পড়েছি এবং আরও পড়বো বলে আশা রাখি। কয়েকদিন আগে 'ছায়াশত্রু' বইটা কিনে পড়েছিলাম। বইটা খুব ভাল লেগেছে। বইটার শেষ পাতায় এসে আমার দুঃখ হয়েছে জন টাওয়ার কথা ভেবে। আমি রওশন জামিলের এই ধরনের আরো বই চাই। লেখককে আমার শুভেচ্ছা দিন।

কৌতুক

১. দিপুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হারুন, নোয়েল, বাবুজী, জিয়া, শাকিল, স্বপন ও মিঠু অনেকদিন পর দিপুর বাসায় এলো। অনেকদিন পর দেখা তাই তারা আবেগে আপ্লুত হয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছে। এরই মধ্যে তার কাজের ছেলেটিকে চা দিতে বললো। বেশ কিছু সময় কেটে গেল কাজের ছেলেটি আসছে না। দিপু ভিতরে খোঁজ নিতে যাবে এমন সময় কাজের ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে আসলো। দিপু কাজের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে? এতো দেরি হলো কেন?

কাজের ছেলেটি বললো—বেগম সাহেবা [অর্থাৎ দীপুর স্ত্রী] আমারে মারছে।

দিপু কাজের ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—দুর বোকা, কানদস কেন, মারছে তো কি অইছে। আমারে কোনদিন কানতে দেখছস?

২. হেনা নআশাকে জিজ্ঞেস করলো—বলো তো 'কুমারী মেয়েটি নিচে দাঁড়িয়ে আছে' এর ইংরেজী কি?
নআশা—মিস আণ্ডার স্ট্যাণ্ডিং।

সংগ্রাহক

এম. এস. কে (বাবু)
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম-৪২১৬।

পিংকি
হারম্যান মেইনার কলেজ, সেকশন-১৩, মিরপুর।

শক্তিমান লেখক রওশন জামিল ভাই-এর অপূর্ব ওয়েস্টার্ন 'বিদ্বেষ' পড়লাম। আগাগোড়া অ্যাকশনে পূর্ণ ছিল বইটি। ওয়েস্টার্ন-এর প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে যখন প্রায় হতাশায় ভর করছিল মন, এমনি সময়ে হাতে পেলাম জামিল ভাইয়ের লেখা বিদ্বেষ। কাজীদা এ আপনার ভারী দোষ, সেবা থেকে ওয়েস্টার্নগুলো এত দেরীতে বের হয় যে, মনে হয় যেন সেগুন বাগিচায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি পরবর্তী ওয়েস্টার্নের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে।

বিদ্বেষের প্রচ্ছদ পরিকল্পক আসাদ ভাইকে অশেষ ধন্যবাদ একটি সুস্পষ্ট ও সুন্দর প্রচ্ছদ উপহার দেবার জন্য।

আ খ ম খায়রুল আলম
এস-কে-ভিলা, শিববাটি, বগুড়া-৫৮০০।

'বিদ্বেষ'—অপূর্ব। রওশন জামিলের কাছ থেকে এমন সুখপাঠ্য ওয়েস্টার্ন আরও আশা করি। রওশন জামিলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বইটির প্রচ্ছদও ভাল লেগেছে—প্রচ্ছদ শিল্পীকে আমার ধন্যবাদ।

জি. এম. শওকত হোসেন
কলেজ রোড, কুড়িগ্রাম।

দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ৪/৫ দিন পর বাজারে পেলাম

নতুন লেখক বজলুর রহমান–এর ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস 'বাজি'। বইটির লেখক নতুন হওয়ায় নেব কি নেব না ভেবে দ্বিধায় ভুগছিলাম। অবশেষে বইটি কিনে ফেললাম। বাসায় গিয়ে বইটি এক নিঃশ্বাসে শেষ করলাম। বইটির নায়ক তুখোড় বন্দুকবাজ মাইকেল রিজকে খাপছাড়া মনে হয়েছে। বইটির মধ্যে নায়িকা লিলির চরিত্র ভাল লেগেছে। বইটি খুব একটা ভাল না লাগলেও নতুন লেখক হিসাবে খারাপ নয়। বইটির সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য শারফাত খান ভাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শওকত হোসেন খোকন
গ্রামঃ নাজিরা, পোঃ অঃ খলিলগঞ্জ, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।

পরীক্ষার মাত্র দেড় মাস বাকি। পণ করেছি পরীক্ষার আগে কোন বই পড়বো না। কিন্তু পারলাম না। পড়বো না পড়বো না করেও লুটতরাজ, অতন্দ্রপ্রহরী এবং আপনাদের নতুন লেখক আলীম আজিজ–এর 'সহযাত্রী' পড়লাম। আপনাদের প্রকাশিত যে বইগুলো আমার মনে দাগ কাটতে পেরেছে তার মধ্যে এটি একটি। বইটিতে রুফ টেকনের চরিত্রটি খু–উ–ব ভাল লেগেছে।

শামীম মুরাদ
বিজয়পুর, নড়াইল।

এইমাত্র অতন্দ্র প্রহরী শেষ করলাম। বইটা পড়ে এতো যে ভাল লাগলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু জেমস জয়েস ও সুসানার মধ্যে আর একটু ঘনিষ্ঠতা হলে ভাল হতো না কি? আমি আশা করেছিলাম শেষে ওদের মিল হবে কিন্তু হলো না, হাইলিকে মেরে ফেলেই বই শেষ হলো। তবু দারুণ লেগেছে। আমরা আশা করবো আগামীতে আমাদের এমন বই উপহার দেবেন। রওশন জামিল সাহেবকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ দেবেন।

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

উপন্যাস-৭০

রক্তাক্ত বড়দিন

রচনাঃ ঊর্মি রহমান

প্রকাশের তারিখঃ ৮/৭/৯১

বিষয়ঃ অদ্ভুত বাতিকগ্রস্ত মানুষ কমলাকান্ত। যৌবনে অনেক অনাচার করেছেন, বার্ধক্যে এসেও কিছুমাত্র কমেনি। বড়দিনের পারিবারিক সম্মিলনীতে সবাই এলো কিন্তু বড়দিনের আগেই নিজের ঘরে নৃশংসভাবে খুন হলেন কমলাকান্ত। কে খুনী? কোয়েল না তোরাব আলী?